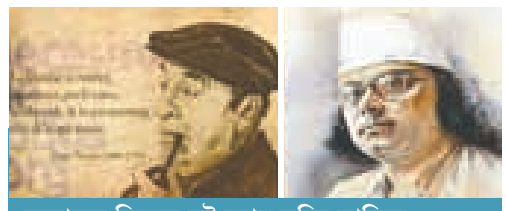


ড. ইউনুসের সাজার সমালোচনা দেশে-বিদেশে পৃষ্ঠা ৩

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

4 January 2024, Thursday, 7th Year, Issue 355, 40 Pages



অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুই মহান কবির কাব্যিক সংগ্রাম পৃষ্ঠা ৩৪

৪ জানুয়ারী ২০২৪, ২০ পৌষ ১৪৩০, ২২ জমাদিউস সানি ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৫৫, পৃষ্ঠা: ৪০

স্বাগত ২০২৪

নতুন বছর মঙ্গলের হোক

ইব্রাহীম চৌধুরী

নতুন বছর। প্রত্যাশায় বুক বাঁধে মানুষ। ফেলে আসা দিনের হিসেব আমরা জানি। জানি বলেই বলতে পারি, কী পেয়েছি বা কী পাইনি। অজানা ভবিষ্যৎ আমাদের হাতছানি দেয়। প্রত্যাশা জাগ্রত করে মানুষ এগিয়ে যেতে চায়। অতীতের সব অপ্রাপ্তিকে ভুলে গিয়ে আগামী সম্ভাবনার সেরাটুকু পাওয়ার অদম্য বাসনা জাগ্রত হয়। ব্যর্থতার পাহাড়ে দাঁড়িয়েও সম্ভাব্য সাফল্য নিয়ে উদ্বেলিত হয় মানুষ। ২০২৪ সালকে এমনি করেই স্বাগত জানাচ্ছে বিশ্ব। বিপন্ন সময়ে দাঁড়িয়েও মানুষ আশায় বুক বাঁধছে। ২০২৩ সাল। আশা নিরাশার

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪



রেলপথ **কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিউইয়র্কের অনেক রেলপথ। জনবসতির মাঝ দিয়ে যাওয়া এসব রেলপথ শেষ কবে ব্যবহৃত হয়েছে, অনেকেরই তা জানা নেই। জ্যাকসন হাইটস এলাকার ৪১ এভেন্যু এবং ৭২ স্ট্রিট সংলগ্ন এলাকা।** ছবি: মনজুরুল হক

ভোট চুরি করলে জনগণ মেনে নেয় না: প্রধানমন্ত্রী

দ্বাদশ নির্বাচন

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, আমি চাই, এ নির্বাচন সত্যিকারভাবে একটা অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে

ঢাকা অফিস

আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেছেন, তিনি চান আগামী ৭ই জানুয়ারি সত্যিকার অর্থে একটি অবাধ-সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে এবং এ নির্বাচন দেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, ভোট চুরি করলে জনগণ মেনে নেয় না। গতকাল গাইবান্ধা, রাজশাহী জেলা ও মহানগর, টাঙ্গাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা উত্তর-দক্ষিণ জেলা ও মহানগর এবং চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার নির্বাচনী



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফাইল ছবি

জনসভায় দেয়া বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। আওয়ামী লীগ সভাপতি রাজধানীর তেজগাঁওয়ের ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় থেকে ভার্চুয়ালি বক্তব্য দেন। শেখ হাসিনা বলেন, আমি চাই, এ নির্বাচন সত্যিকারভাবে একটা অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে, যে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

অপরাধে জড়াচ্ছে বাংলাদেশি তরুণ তরুণীরা

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সহ বেশ কিছু এলাকায় বাংলাদেশি নতুন প্রজন্মের লোকজন মারাত্মক অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। প্রতারণা, মাদক ব্যবসা, চুরি ছিনতাইসহ অভিনব অপরাধে জড়িয়ে পড়া যুব তরুণদের নিয়ে চাপা উদ্বেগ বিরাজ করছে। অনেকেই ধারণা করতে পারছেন না, পশ্চিমের দেশে বাংলাদেশি যুব তরুণরা কতটা বেপরোয়া হয়ে উঠছে এবং এসব নিয়ে কমিউনিটিতে উদ্বেগ থাকলেও করণীয় সম্পর্কে কোন ধারণা নেই।

২০২০ সালে কানেকটিকাটের এক আদালত মীম জান্নাত নামের ২৫ বছর বয়সের এক তরুণীকে দণ্ড প্রদান করে। ব্রুকলিনে বসবাসত বাংলাদেশি পরিবারের কলেজ পেরুনো মেয়ে মীম জান্নাতের ঘটনার জের ধরে খোঁজ নিয়ে পাওয়া গেছে ভয়ানক সব তথ্য। ফেসবুক কেন্দ্রিক

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

ট্রাম্প কি নির্বাচনের মাঠে টিকে থাকতে পারবেন?

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন

আমেরিকার রাজনীতি এখনও ট্রাম্পকে ঘিরেই। নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, বিতর্ক ও উত্তেজনা নানা মোড় নিচ্ছে।

বিশেষ প্রতিনিধি



- ডেমোক্র্যাট শাসিত রাজ্যগুলোতে ট্রাম্পকে নির্বাচন থেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে।
- সাম্প্রতিক জনমত জরিপে জো বাইডেনের চেয়েও এগিয়ে রয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

আগামী বছরের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সাম্প্রতিক সময়ের সমস্ত রাজনৈতিক নাটকীয়তাকে হার মানাবে। এরমধ্যেই দুই রাজ্যের প্রাইমারি ব্যালটে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম আটকে দেয়ার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। কলোরাডো সুপ্রিম কোর্টের রায় দেয়ার পর ট্রাম্প শিবিরের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার কথা জানানো হয়েছে। সর্বশেষ গত সপ্তাহে মেইন রাজ্যের নির্বাচন অফিস কর্তৃক সাবেক প্রেসিডেন্টের নাম ব্যালটে থাকতে পারবে না বলে জানানো হয়েছে। এসব নিয়ে শুরু হয়েছে চরম রাজনৈতিক বিতর্ক।

তাহলে কি আগামী নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রার্থী হতে পারছেন না? এমন প্রশ্ন উপস্থাপন করে ট্রাম্প বিরোধী লোকজন বিষয়টি নিয়ে সংশয় ঝুলিয়ে রাখতে পছন্দ করছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৪ তম সংশোধনীর ৩ নং আর্টিকেল নিয়ে ইতিহাসে এমন কোন আলোচনা নজিরবিহীন। এ আইনে আদালতের রায়ে কোন প্রার্থীকে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

গুলি করে মসজিদের ইমামকে হত্যা করা হয়েছে

মনজুরুল হক



হাসান শরিফ

নিউইয়র্ক সিটির পার্শ্ববর্তী নিউজার্সির ন্যুয়ার্ক সিটিতে মসজিদের ইমামকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ৩ জানুয়ারি বুধবার ফজরের নামাজের পর (আনুমানিক ভোর সোয়া ৬টা) সাউথ অরেঞ্জ এবং ক্যামডেন স্ট্রিটে অবস্থিত মোহাম্মদ মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটেছে। দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত মসজিদের ইমামের নাম হাসান শরিফ। এ ঘটনায় উত্তর আমেরিকার মুসলমান জনসমাজের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। নিউজার্সি রাজ্য গভর্নর হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। ঘাতক চিহ্নিত করা যায়নি। পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে এবং এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে কোন তথ্য থাকলে তা পুলিশকে সরবরাহ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, বুধবার সকালে মসজিদের সদর দরজার প্রায় ১০ ফুট সামনে ইমামকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। পেটে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বুধবার বেলা আড়াইটার দিকে হাসপাতাল থেকে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দেয়া হয়।

রাজ্য গভর্নরের বিবৃতির পর বুধবার বিকেলে রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেল ম্যাথিও প্লটকিন এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, সবকিছু বিবেচনায় রেখেই তদন্ত পরিচালিত হচ্ছে। তবে চলমান তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে এ হত্যাকাণ্ডকে বিদ্বেষমূলক বলে মনে হচ্ছে না বলে তিনি জানিয়েছেন।

মুহাম্মদ মসজিদ পুলিশ ঘিরে রেখেছে। সমবেদনা জানাতে নিউ ইয়র্ক সহ আশেপাশের এলাকা থেকে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ছুটে আসছেন। তদন্ত চলমান অবস্থায় এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে কেউ বেশি কিছু বলতে পারছেন না। ইসলামিক লিডারশিপ কাউন্সিল অব ন্যুয়ার্কের পক্ষে থেকে দেয়া বিবৃতিতে ইমাম হত্যাকাণ্ডের নন্দা ও পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে।

নক্ষত্রের পতন হতে পারে ৫০ আসনে

বিভ্রমের রাজনীতির ভোট

এবারের অপরাজনীতির নিষ্ঠুর বলি হবেন অর্ধশতাধিক রাজনীতিবিদ।

তানভীর সিদ্দিকী

আর দুই দিন পর অর্থাৎ ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। রোববার সকাল ৮ টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হবে। কিন্তু সেই ভোটের আয়োজন নিয়ে এখন থেকে সারা বিশ্বে সমালোচনার ঝড় উঠছে। প্রভাবশারী গণ মাধ্যম বিবিসি বলছে, বাংলাদেশের এ নির্বাচন হচ্ছে প্রেধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একক শো। আর বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) সভাপতি ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ বলেছেন,এবারের নির্বাচন হচ্ছে বিভ্রমের নির্বাচন। আওয়ামী লীগ নির্বাচনের নামে কাউন্সিল করে সংসদের সিটগুলো বিলিয়ে দিচ্ছে। যা পুরো দেশের জন্য ক্ষতিকর।

এবারের অপরাজনীতির নিষ্টুর বলি হবেন অর্ধশতাধিক রাজনীতিবিদ । চাপা উত্তেজনা এবং কোন কোন পক্ষের বেপরোয়া অবস্থানের মধ্যে ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক চাপ,অপরোধ, অর্থনৈতিক নাজুকতা অনেকটা অবশ্যাম্ভাবি। ঠিক তেমনি এবারের নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশের চলমান অপরাজনীতি একটি মাত্রা অতিক্রম করবে বলে মনে করা হচ্ছে। ক্ষমতায় থাকার নিষ্ঠুর খেলায় আওয়ামীলীগের কয়েক প্রার্থীসহ অর্ধশতাধিক রাজনীতিবিদের দৃশ্যপট থেকে প্রস্তান ঘটবে বলে নিশ্চিত বলা যায়। সরকারি দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১





Queens Social Adult Day Care Center Inc
কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক



কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রাহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিজিওথ্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা
  (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- বাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic





For details information please contact
ENGINEER MAHFUZUL HAQUE
MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

আমরা ৭ দিনই খোলা
শুক্রবার ছাড়া সেবা প্রদান করি

ড. ইউনূসের সাজার সমালোচনা দেশে-বিদেশে

ঢাকা অফিস



শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে করা মামলায় গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ও শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ চারজনের ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের রায় নিয়ে দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ এ রায়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

গতকাল সোমবার ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালত ওই রায় দেন। রায়ের পরপরই আপিলের শর্তে চারজনকে জামিন দেওয়া হয়। এই রায় গতকাল আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে শিরোনাম হয়েছে। রায় ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ আইরিন খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক আসিফ নজরুল, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, আলোকচিত্রী শহিদুল ইসলাম ও ঢাকায় বিভিন্ন দূতাবাসের প্রতিনিধিরা। রায়ের পর আইরিন খান আদালত চত্বরে সাংবাদিকদের বলেন, একজন বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে ২০২৪ সালের প্রথম দিনেই তিনি মর্মাহত এবং আতঙ্কিত হয়েছেন।

এই রায়ে একজন নোবেল বিজয়ীর বিরুদ্ধে শ্রম আদালতকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি বলেন, যেখানে বাংলাদেশে প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও শ্রম আইন কোনো না কোনোভাবে ভাঙা হচ্ছে, সেখানে ড. ইউনূসকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আদালত ব্যবস্থাকে অস্ত্র বানানো হয়েছে।

দেশি-বিদেশি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রায় নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান এক্সে (সাবেক টুইটার) লিখেছেন, বিচারব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতার চরম সংকটের কারণে তিনি ইউনূসের রায়ে ক্ষুব্ধ ও গভীরভাবে বিরক্ত।

ড. ইউনূসের রায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে না: পররাষ্ট্রসচিবড. ইউনূসের রায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে না: পররাষ্ট্রসচিব

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) মহাপরিচালক বিনায়ক সেন এক্সে লেখেন, 'ইউনূসকে আপিল করার শর্তে জামিন দেওয়া হয়েছে। এটা [রায়] জঘন্য। ব্রিটিশরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে হয়রানি করেনি, যদিও তিনি নাইটহুড ত্যাগ করেছিলেন এবং একটি রাষ্ট্রদ্রোহমূলক বই 'লেটারস ফ্রম রাশিয়া' লিখেছিলেন। অমর্ত্য সেন এখন ভারতে হয়রানির শিকার হচ্ছেন। আমাদের হয়েছেটা কী?'

সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়নবিষয়ক গবেষক অশোক সোয়াইন এক্সে লিখেছেন, '...আদালত নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসকে কারাদণ্ড দিয়েছেন।...৭ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে এমন একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে।'

নিউইয়র্ক টাইমসের কলামিস্ট নিক ক্রিস্টফ এক্সে গত ২৮ ডিসেম্বর লেখেন, 'শান্তিতে নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে ১ জানুয়ারি একটি রায় আসতে পারে। আশা করি, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইডেন এবং কংগ্রেসের সদস্যরা এ বিষয়ে সরব হবেন।'

ইউনূসের কারাদণ্ডে বিএনপির নিন্দা

ঢাকা অফিস



রুহুল কবির রিজভী

গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ও নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কারাদণ্ডের রায়ে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বিএনপি। সোমবার বিকেলে এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এ নিন্দা জানান।

রিজভী বলেন, 'ফরমায়েশি রায়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এই গণভবনের রায়ে পুরো জাতি লজ্জিত। ফরমায়েশি রায়ের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং ক্ষোভ জানাচ্ছি।'

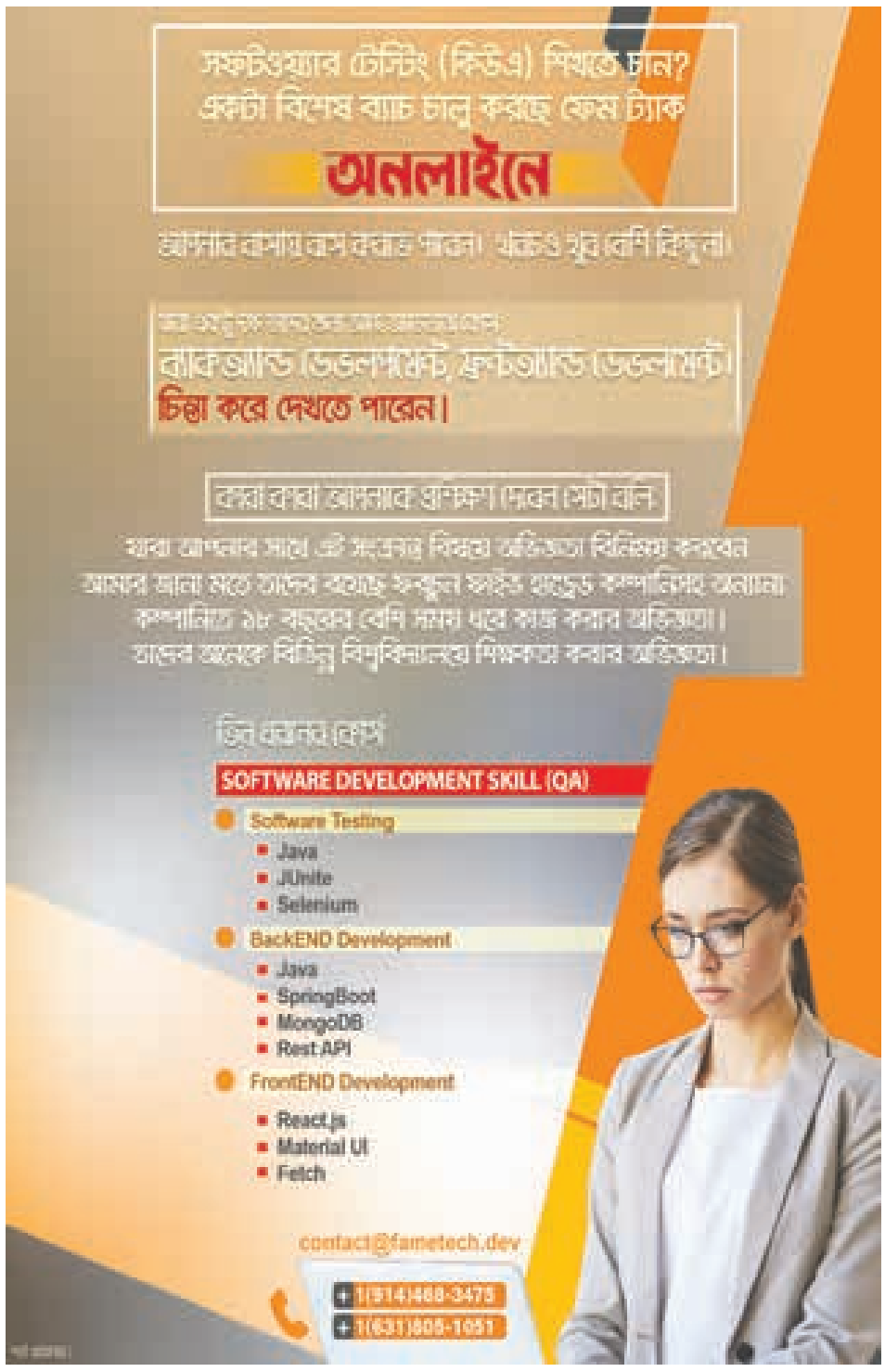
রিজভী আরও বলেন, 'প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে এই রায় দেওয়া হয়েছে। ২০২২ সালের ১৮ মে এক আলোচনা সভায় শেখ হাসিনা পদ্মা নদীতে টুস করে ফেলে দিয়ে হত্যা করার হুমকি দেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে। নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে পদ্মা সেতু থেকে পানিতে ফেলে চুবিয়ে মারার হুমকি দিয়েছিলেন। তখন থেকেই স্পষ্ট হয় নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়ে গভীর দুরভিসন্ধি করা হচ্ছে। দেশে আওয়ামী লীগ লাখ লাখ কোটি টাকা পাচারের হোতা, লুটেরা, ব্যাংক ডাকাত, ঋণখেলাপিদের কিছুই হয় না। সম্পূর্ণ সাজানো-গোছানো রায়ে সাজা দেওয়া হয় ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মতো জাতির গর্বকে।'

পরিকল্পিত মামলার শিকার হয়েছেন ড. ইউনূস : জামায়াত

ঢাকা অফিস

নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ৬ মাসের কারাদণ্ড দেওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জামায়াতে ইসলামী। ড. ইউনূস সরকারের প্রতিহিংসার ও পরিকল্পিত মামলার শিকার হয়েছেন বলেও মনে করে জামায়াত।

মঙ্গলবার (২ জানুয়ারি) রাতে দলটির ভারপ্রাপ্ত আমীর অধ্যাপক মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন, ড. মুহাম্মদ ইউনূস একজন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি বাংলাদেশের জন্য সম্মান বয়ে এনেছেন। তার বিরুদ্ধে সরকার পরিকল্পিতভাবে মামলা করে।



জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি



মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।



রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংকরাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের জিসা ও ফিয়ানসি জিসা প্রসেসিং



- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমরা বাংলায় কথা বলি



সুরাইয়া রহমান

জ্যামাইকার আল মদিনা

হালাল লাইভ পোল্টিতে

বিশাল মূল্যছাড়!



Halal Live Chicken

যে কোন ধরনের

৫ টি চিকেন কিনলে ১ টি ফ্রি!

Buy 5 Chicken get one free

১০ টি কিনলে ২ টি ফ্রি!

Buy 10 Chicken get 2 Free

১৪ টি কিনলে ৩ টি ফ্রি!!

Buy 14 Chicken get 3 Free

১৯ টি কিনলে ৫ টি ফ্রি!!!

Buy 19 Chicken get 4 free

حلال HALAL

এই অফারটি ১ মাস ধরে চলবে আল মদিনাতে

ডিসেম্বর 29 তারিখ থেকে জানুয়ারি 31, 2024 পর্যন্ত

শর্ত: বিজ্ঞাপনটির ছবি বা পেপার কাটিং সঙ্গে আনতে হবে

Please bring Ad copy or Ad short screen picture.

151-24 Beaver Rd
Jamaica, NY 11433
(Near liberty & 157 St.)

WE DELIVER

MON-SAT (8am-6pm),
SUN (8am-4PM)

Tel: 718-526-3333

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]



WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন



হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

সম্পাদকীয়

নতুন বছর, নতুন সম্ভাবনা, নতুন প্রত্যাশা

স্বাগতম ২০২৪। রক্ত ও বেদনায় ২০২৩ সাল শেষ হলো যুদ্ধের ডামাডোলে। ঘটন-অঘটনের পালা শেষ করে শুরু হয়েছে নতুন বছর। প্রত্যাশা-প্রাপ্তির যোগসূত্র মিলিয়ে এবার পূর্ণ উদ্যোমে এগিয়ে যাওয়ার পালা। নতুন বছরকে আরও কার্যকর করার আকাঙ্খা সকলের। গত বছরে দেশে যেমন অনেক দৃশ্যমান উন্নয়ন হয়েছে, তেমনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে থেকে গেছে অপূর্ণতা। আর তাই নতুন বছরে প্রত্যয় হোক অসমাপ্ত কাজ কিংবা প্রত্যাশা পূরণের অঙ্গীকার।

রাজনৈতিক অঙ্গনসহ, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ২০২৩ ছিল ঘটনাবহুল। নানা চ্যালেঞ্জ এসেছে, উত্থান-পতনের ঘটনাও ঘটেছে। সবকিছু পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বছরের শুরুতেই তাই থাকছে প্রত্যাশিত কিছু চাহিদা যা চলমান উন্নয়নকে আরও বেগবান করতে সক্ষম।

ইংরেজী নববর্ষ উপলক্ষে দেশের মানুষ ইতোমধ্যে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অন্যান্য বার্তা পাঠানো মাধ্যমে তাদের প্রিয়জনন ও বন্ধু-বান্ধবদের শুভ কামনা জানিয়েছেন। সাধারণত নববর্ষকে সামনে রেখে সারা বিশ্বে বিদায়ী বছরকে বিদায় জানাতে এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে ব্যাপক উৎসবের আয়োজন করা হয়।

দেশের অবকাঠামো, অর্থনীতি, কৃষি, আইটি খাতে ব্যাপক উন্নয়ন এবং মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা লাভ করাসহ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের জন্য ২০২৩ সালকে বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বছর হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আগামী ৭ জানুয়ারির দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নববর্ষ উদযাপনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। নির্বাচনে অংশ নেওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা দেশের মানুষকে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য নানাভাবে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করছে। সাধারণ নির্বাচন সামনে রেখে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ এবং স্মার্ট দেশ হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা গত ২৭ ডিসেম্বর দলের নির্বাচনী ইস্তেহার ঘোষণা করেছেন।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কূটনীতিসহ নানা কারণে ২০২৪ একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এ বছর নির্বাচনের আগে ও পরে কী হতে যাচ্ছে, সেদিকেই সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেশের মানুষের। পাশাপাশি দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাও দেশের মানুষের সার্বিক কামনায় থাকবে।

বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার যে ধারাবাহিকতা চলছে, ২০২৪ সালে তাতে যুক্ত হবে নতুন মাত্রা। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতিক-সব ক্ষেত্রে দেশ আরও এগিয়ে যাবে, এমন প্রত্যাশা সবার। গত বছর যে আশা নিয়ে পথচলা শুরু হয়েছিল, এর অনেকখানি হয়তো পূরণ হয়নি। কিন্তু তাতে কী! নতুন উদ্যম নিয়ে এগিয়ে গেলে সাফল্য আসবেই। আজকের দিনে দেশবাসীর এ প্রত্যয়।

২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। বিএনপি এ নির্বাচন বর্জন করেছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টিসহ আরও কয়েকটি দল নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। বছরের শুরুতেই জাতীয় সংসদ নির্বাচনই দেশের মানুষের সবচেয়ে আগ্রহের বিষয়। কারণ, এ নির্বাচনে জয়ী হলে আওয়ামী লীগ টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করবে। সেক্ষেত্রে শরিক দলগুলোর বিজয়ী প্রার্থীসহ কীভাবে সরকার গঠিত হবে, সেদিকেও নজর থাকবে সবার।

গত বছর যুদ্ধসহ নানা অজুহাতে দফায় দফায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসহ মাছ, মাংস, ডিম ও শাকসবজির দাম বাড়ানো হয়েছে। সারা বছরই সক্রিয় ছিল সিন্ডিকেট। দেশের মানুষ নতুন যে সরকারই আসুক তাদের কাছে এ বিষয়ে প্রত্যাশা রাখবে যেন নিত্যপ্রয়োজনীয় সব পণ্যের দাম হাতের নাগালে থাকে। এছাড়া গত বছরের অর্থনীতি, রিজার্ভ, ডলার, রেমিট্যান্সবিষয়ক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে স্থিতিশীল অর্থনৈতিক পরিবেশ বজায়ের প্রত্যাশা সবার।

২০২৩ সালে সারা বছরই চোখ রাঙিয়েছে ডেঙ্গু। প্রিয়জন হারিয়েছেন অনেক মানুষ। কিন্তু মশার প্রজনন ও বিস্তার রোধে সে অর্থে উদ্যোগ দেখা যায়নি। দেশের মানুষ এ বিষয়ে সুরাহা চায়।

সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ, রাজনৈতিক হানাহানি, সংঘাত, লড়াই, সহিংসতা চায় না দেশের মানুষ। সবার প্রত্যাশা-সমুন্নত থাকুক মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনা। ২০২৩ সালে বেশি আলোচনায় ছিল ফিলিস্তিনে ইসরাইলিদের নির্বিচারে মানুষ ও শিশুহত্যা। বিশ্বে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে শান্তিময় পরিবেশ বজায় থাকবে-এ চাওয়া পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের।

সব সংকটের মূলে রয়েছে জবাবদিহিতা

কাকন রেজা



বাংলাদেশে এক সময় অর্থনৈতিক বিষয়ে 'দুর্নীতি' শব্দটি ব্যবহৃত হতো বেশি। দুর্নীতি করা হয় মূলত লুকোছাপা করে, নানা কৌশল খাটিয়ে। কিন্তু বর্তমানে দুর্নীতি শব্দটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে 'লুট' শব্দে। আর এই লুট হয় প্রকাশ্যে। এখানে লুকোছাপা বা কৌশলের প্রয়োজন পড়ে না। সম্প্রতি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান গণমাধ্যম দৈনিক মানবজমিন দেশের বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ সংক্ষেপে যাকে বলা হয় সিপিডি, তাকে উদ্ধৃত করে খবরের শিরোনাম করেছে, '১৫ বছরে ব্যাংক থেকে ৯২ হাজার কোটি টাকা লুট'। একই শিরোনামের হ্যাঙ্গারে স্থান পেয়েছে, 'অর্থনীতিতে এমন সংকট আগে আর আসেনি' এমন কথা। অর্থাৎ সিপিডি যারা দেশের অর্থনীতি নিয়ে প্রায়ই কথা বলেন, তারা বর্তমান অর্থনীতির সংকটের কারণকে লুট হিসেবে দেখছেন, দুর্নীতি নয়। দুর্নীতি জাপানেও হয়, কিন্তু লুট হয় কম দেশেই।

গত ২৩ ডিসেম্বর সিপিডি ঢাকার ধানমণ্ডিতে নিজস্ব কার্যালয়ে ২৩-২৪ সালের অর্থনীতির সংকট ও করণীয় সম্পর্কে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এই লুটের তথ্য জানায়। সিপিডি'র তরফ থেকে বলা হয়, দেশের ব্যাংক খাত এখন ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। শুধু সিপিডি নয় আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিবিসিও গত ২৪ ডিসেম্বর তাদের খবরের শিরোনামেও 'লুট' শব্দটি ব্যবহার করেছে। বিবিসি'র শিরোনাম ছিলো, 'বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে লুটপাট চলছে রাজনৈতিক প্রভাবেই'। সিপিডি যতটুকু রাখঢাক করেছিলো বিবিসি তা একেবারে খোলাসা করে দিয়েছে। বিবিসি দেশের একাধিক শীর্ষ স্থানীয় অর্থনীতিবিদের কথা বলে জানিয়েছে, 'বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে প্রভাবশালী ব্যক্তি বা রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে জবাবদিহিতার সংস্কৃতি গড়ে উঠেনি।'

জবাবদিহিতার প্রশ্নে কথা বলতে গেলে অর্থনীতির সাথে সঙ্গতই রাজনীতিটা উঠে আসে। রাজনীতিতে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা না করা গেলে, অর্থনীতি কেন,কোনো ক্ষেত্রেই জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আর এই জবাবদিহিতাপ্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত গণতন্ত্র। আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি হয় একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে। কিন্তু বিগত ১৫ বছরে দেশে নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে তৈরি হয়েছে অসংখ্য প্রশ্ন। বিশেষ করে বিগত দুটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন মারাত্মকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ এবং তা শুধু দেশেই নয় বিদেশীরাও এই নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বারবার। আমাদের সমুখে আরেকটি নির্বাচন, যা অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই বিদ্ধ হয়েছে প্রশ্নবাণে। দেশের দৈনিক প্রথম আলো রিপোর্ট করেছে ঢাকাস্থ ইউরোপীয় একটি মিশনের ব্রাসেলসে পাঠানো বার্তা নিয়ে। দৈনিক মানবজমিনও এনিয়ে কূটনৈতিক রিপোর্টারের বরাতে রিপোর্ট করেছে। আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচন নিয়ে সেই বার্তার মূলকথা হলো, নির্বাচনে সত্যিকার কোনো বিরোধী প্রার্থীর উপস্থিতি থাকছে না। বছরের প্রথম দিনেই অর্থাৎ ২০২৪ এর ১ জানুয়ারিতেই এমন খবর দিয়েছে দৈনিক দুটি। অবশ্য বিপরীতে সরকার ও নির্বাচন কমিশন বলছে তাদের সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিশ্রুতির কথা। তাদের মতে অনেকগুলো দল এই নির্বাচনে অংশ নিয়েছে তাই এ নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার কথা নয়। অথচ এর উল্টো

> জবাবদিহিতার প্রশ্নে কথা বলতে গেলে অর্থনীতির সাথে সঙ্গতই রাজনীতিটা উঠে আসে। রাজনীতিতে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা না করা গেলে, অর্থনীতি কেন,কোনো ক্ষেত্রেই জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আর এই জবাবদিহিতাপ্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত গণতন্ত্র। আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি হয় একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে। কিন্তু বিগত ১৫ বছরে দেশে নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে তৈরি হয়েছে অসংখ্য প্রশ্ন। বিশেষ করে বিগত দুটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন মারাত্মকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ এবং তা শুধু দেশেই নয় বিদেশীরাও এই নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বারবার।

কথা বলতে শুরু করেছেন শাসকদলের জোটের শরিক জাতীয় পার্টির অনেক প্রার্থী। গত কয়েকদিনে প্রায় ৭ জন জাতীয় পার্টির প্রার্থী সরে দাঁড়িয়েছেন নির্বাচনের সুষ্ঠুতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে। কিংস পার্টি বলে খ্যাত দলের প্রার্থীদেরও অনেকের সুর উল্টে যেতে শুরু করেছে। সুতরাং নির্বাচন নিয়ে যে প্রশ্ন নেই এ কথা খুব জোর গলায় বলা যাবে না। আর যে নির্বাচনে সত্যিকার বিরোধীদের উপস্থিতি নেই, সে নির্বাচনে গণতন্ত্র কতটা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেই গণতন্ত্র কতটা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে, তা নিয়ে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠছে এবং উঠবে।

জবাবদিহিতা না থাকলে কী হয়, তার প্রমাণ দৈনিক মানবজমিনের অর্থনীতি বিষয়ে ২০২৪ সালের সালতামামির রিপোর্ট। রিপোর্টটির শিরোনাম ছিলো, 'ডলার সংকট, খেলাপি ঋণ, আর ব্যাংক তছরুপের বছর'। গত ২৬ ডিসেম্বর রিপোর্টটি প্রকাশ করে গণমাধ্যমটি। দাম বাড়ার সকল রেকর্ড ভেঙেছে ডলারবিদায়ী বছরে। খোলাবাজারে ডলারের দর উঠেছিলো ১২৯ টাকা পর্যন্ত। ফলে ডলার সংকটকে আড়াল করার সকল কসরত বৃথা গেছে রাষ্ট্রব্যবস্থার। আর এর প্রভাব পড়েছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভেও। এটাও আড়াল করার চেষ্টা ছিলো, কিন্তু গণ্ডগোল বাঁধিয়েছে আইএমএফ এর শর্ত। তাদের কাছে তো 'সাত-পাঁচ চৌদ্দ' এই বুঝটা দেয়া যায় না। ফলে ধরা পড়েছে রিজার্ভের বেহাল অবস্থা। ব্যাংকিং খাত নিয়ে আবার কথা বলতে হয় এই খবরের সূত্র ধরেই। লিকুইড মানি নেই ব্যাংকে, সোজা বাংলায় তারল্য সংকটে ভুগছে দেশের ৬১ ব্যাংকের প্রায় সবকটিই। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে ধার দেনা করে খরচ চালায় ব্যাংক এবং তা থেকে ধারও দেয়। ১৪টি ব্যাংক তো মূলধন সংকটে যায়-যায় অবস্থা। খেলাপি ঋণের কথা আর না বলি। এক এস আলমই তো ইসলামী ব্যাংককে বেহাল অবস্থায় ফেলেছে।

জবাবদিহিতা না থাকলে কী হয়, তার বড় প্রমাণ হলো এক মন্ত্রীর বৃটেনে ২৬০টি বাড়ি। যা নিয়ে রিপোর্ট হয়েছে দেশের গণমাধ্যমে। ২ হাজার কোটি টাকার উপর সম্পদ এবং তা অবশ্যই পৈতৃক সূত্রে নয়। এই মন্ত্রী এখনো নির্বাচনে আছেন, করছেন এবং কোনো জবাবদিহিতা ছাড়াই। এমনকি তার নির্বাচনী হলফনামাতেও এই সম্পদের উল্লেখ নেই। জবাবদিহিতা না থাকায় চোরাপথে দেশের টাকা বিদেশে গেছে। বাংলাদেশের কেউ দেশ থেকে টাকা নিয়ে দেশের বাইরে ব্যবসা করতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতির প্রয়োজন হয়। জবাবদিহিতা না থাকায় সেই অনুমতির তোয়াক্কা যে অনেকেই করেননি এসব রিপোর্ট তারই প্রমাণ। এরফলেই ডলার কারসাজি, তারল্য সংকট, খেলাপি ঋণে রেকর্ড গড়া, রিজার্ভের হিসেবে গড়মিল, রেমিট্যান্সে নিম্নগতি, ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি এবং ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক সংকট। এই সংকট উত্তরণের কোনো পথও আপাতত চোখে পড়ছে না। তার উপর মেগা প্রকল্পগুলোর টাকা পরিশোধের সময় যখন আসবে, তখন এই অর্থনীতি তা সামাল দিতে পারবে কিনা তাও বড় প্রশ্ন হয়ে সমুখে ঝুলে রয়েছে। সাথে রয়েছে দুর্ভিক্ষের আগাম বার্তা।

নিউইয়র্কের শিক্ষাগত সংকট সমাধানের প্রথম ধাপ হল প্যাশোনেট টিচিং

সাইফুল হোসেন

সামগ্রিকভাবে আমেরিকান শিক্ষার মাপকাঠি প্রাথমিকভাবে এমআইটি, স্ট্যানফোর্ড এবং আইভি লিগের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দিয়ে নির্ণীত করা হয়। বাস্তবে এমন সাধারনীকরণের কতটা ভিত্তি রাখে এ নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

আমেরিকায় উচ্চ শিক্ষার প্রচলিত ধারণার বাইরে প্রকৃত অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলার জন্য, আমরা অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ হাই স্কুল, ব্রঙ্কস হাই স্কুল অফ সায়েন্সের গণিতের শিক্ষক মিঃ ফোমিনের সাক্ষাৎকার নিয়েছি।

এ নিয়ে আলোচনা করার আগে, আমাদের অবশ্যই নিউ ইয়র্ক স্টেট এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের (NYSED) রিজেন্টস পরীক্ষার প্রসঙ্গ আলোচনা করতে হবে। রিজেন্টস পরীক্ষা হল নিউ ইয়র্কের হাই স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রমিত পরীক্ষার একটি সিরিজ। যার মাধ্যমে ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং বিদেশি ভাষার মতো মূল বিষয়গুলিতে দক্ষতা মূল্যায়ন করা হয়। একজন শিক্ষার্থীর উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য পাঁচটি রিজেন্ট পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের মধ্যে ৬৫ পাওয়া আবশ্যক। এই পরীক্ষাগুলি কোনোভাবেই কঠিন নয়, তবুও প্রতিটিতে একটি ভারী বক্ররেখা রয়েছে। যেমন,২০২৩ সালের জানুয়ারি পরীক্ষায় লিভিং এনভায়রনমেন্ট(বায়োলজি) বিষয়ে ১০০ এর মধ্যে ৪১ এর কাঁচা(raw) স্কোর একজন শিক্ষার্থীকে পাসিং গ্রেড দেয়া হয়েছে।

রিজেন্টস পরীক্ষা এবং গ্রেডস্ফীতি। কেন আপনি মনে করেন যে প্রমিত পরীক্ষার স্কোর গড়ে কমছে, এবং আপনার কাছে কি এ নিয়ে কোন সমাধান রয়েছে?- এমন প্রশ্নের জবাবে মিঃ ফোমিন বলেন, এ নিয়ে আলোচনার শুরুতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো আমরা চিহ্নিত করার চেষ্টা করতে পারি। প্রথমত, মনে রাখতে হবে যে গ্রেডগুলি কেবল হ্রাস পাচ্ছে না। এই গ্রেডগুলি কীভাবে তৈরি করা হয় সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে।

তিনি বলেন, আমি অন্যান্য ব্রঙ্কস স্কুলের ছাত্রদের গ্রেড করেছি, এবং ফলাফলগুলি খুবই উদ্বেগজনক। এটি অবশ্যই বুঝতে হবে যে কিছু পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ছাত্রদের মধ্যে সঠিকভাবে পার্থক্য করার জন্য খুব অগভীর। অল্প কিছু জানে [উপাদানের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত] এবং এমন ছাত্র যারা সবকিছু জানে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত একটি ছোট ভুল করে ফেলে। মিঃ ফোমিন বলেন, আপনি [নিউ ইয়র্ক স্টেট] এমন কোন পরীক্ষা তৈরি করতে পারবেন না, যা এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঠিক পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে।

এটা পরীক্ষা গ্রহণের কাঠামোর উপর নির্ভর করে। বক্ররেখাটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে এটি শিক্ষার্থীদের একটি বৃহৎ অংশকে সম্পূর্ণরূপে অস্পষ্ট অবস্থানে রাখে। যারা শুধু পরীক্ষায় ফেল করে না বরং যারা কম স্কোর নিয়ে পাস করে তাদেরও। এই গ্রেড অর্থহীন। সমস্যার সম্পূর্ণ গভীরতার কিছুই দেখায় না এ পদ্ধতি। যখন আমরা সমস্যাটিকে গ্রেড করার পরিবর্তে মুখোশ পরানোর চেষ্টা করছি মাত্র।

কিন্তু কেন রিজেন্টস পরীক্ষা তার কিছু শিক্ষার্থীদের এত উদারতা দেখায়? উত্তরটি সহজ - শিক্ষার্থীদের পাশ করার দিকে ঠেলে দেওয়া এবং এর ফলে পাঠ্যক্রমের উপাদানগুলি নিয়ে শিক্ষার্থীদের অধ্যবসায়ে উৎসাহিত করে না । এটি জানার পরে, অনুমান করা যেতে পারে যে গড় নিউইয়র্ক শিক্ষার্থীর শিক্ষা বিষয়ের প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করার অভাব রয়েছে। সম্ভবত এটি একটি অধরা সাংস্কৃতিক সমস্যা। ফলস্বরূপ গ্রেডস্ফীতি স্কোর ক্ষতিপূরণের জন্য ব্যবহার করা হয়। যা অন্যান্য শিক্ষার্থীর জন্য আত্মতুষ্টিতে পরিণত করে এবং একটি দুষ্ট চক্র তৈরি হয়। যেখানে শেখার মূল্য ভুলে যায় শিক্ষার্থীরা। এই সমস্যাটি আমাদের বিস্তারিত আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট। গ্রেডস্ফীতি এবং কীভাবে এটির ব্যাপকতা সবচেয়ে নিপীড়নমূলক শিক্ষাগত সমস্যাগুলির একটিকে



উপস্থাপন করে। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিবর্তে তাদের সক্ষমতাকে আড়াল করে দেয়া হয়।

মিঃ ফোমিন বলেন, যেহেতু গ্রেডগুলি একটি নির্দিষ্ট স্বেচ্ছাচারী স্তরের নিচে নামতে পারে না, তাই শিক্ষকরা পরীক্ষাগুলিকে সহজ করেন এবং গ্রেডগুলি উচ্চতর নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাস্তবতা এড়াতে চেষ্টা করেন। আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে প্রতিটি শিক্ষার্থীর সক্ষমতা ও যোগ্যতা ভিন্ন। কোন শিক্ষক ছাত্রের যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে পারেন না। একজন শিক্ষক কেবল শিক্ষার্থীর মেধা ও যোগ্যতার সেরা বিকাশে সাহায্য করতে পারেন। কেবল তাদের সেরা বিকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের পিছিয়ে না রেখে একটি মাপকাঠির দক্ষতা অনুসরণ করতে আমরা উৎসাহিত করি। এ বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়েই শিক্ষার একটি দর্শন ডিজাইন করা হয়।

গড়পড়তা একজন ছাত্র হয়ত শিক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করে না। বা যদি একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে কম দক্ষতার ছাত্ররা খারাপ ফলাফল করে- এ সমস্যাগুলো গ্রেডস্ফীতির উত্তর হতে পারে না। এর পরিবর্তে, আমাদের অবশ্যই একটি সত্যিকারের সমান শিক্ষার জন্য চেষ্টা করতে হবে। যেখানে বৈচিত্র্যময় এবং অসম ফলাফলকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা হবে। এটিকে বাস্তবায়িত করতে এবং শিক্ষার মধ্যে ধীরে ধীরে সততা পুনর্নবীকরণ করতে, আমাদের উৎসাহী শিক্ষক প্রয়োজন। একজন উৎসাহী শিক্ষক অনির্দিষ্ট শিক্ষার্থীকে অনুপ্রাণিত করেন। একজন অনুরাগী শিক্ষক অপ্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদের শেখার সাথে লড়াই করতে ঠেলে দেন। উৎসাহী শিক্ষক (এবং বর্ধিত তহবিল) হল নিউ ইয়র্কের হাই স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জের সমাধান যা আমরা আলোচনা করব - SHSAT এবং এর কর্মসূচির মাধ্যমে।

বিশেষায়িত উচ্চ বিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার জন্য , SHSAT হল নিউ ইয়র্কের সেরা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশের পরীক্ষা। যার মধ্যে রয়েছে The Bronx High School of Science। ২৫,০০০ শিক্ষার্থী, যারা প্রতি বছর এই পরীক্ষা দেয়, এই উচ্চ নির্বাচনী স্কুলগুলির মধ্যে একটিতে স্থান পাওয়া (গ্রহণযোগ্যতার হার কোন কোন ক্ষেত্রে ৩ শতাংশের কম) কোন তুচ্ছ বিষয় নয়।

ফলস্বরূপ, SHSAT একটি বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে, এশিয়ানরা বিশেষায়িত উচ্চ বিদ্যালয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন অর্জন করেছে। এমনকি ২০২৩ সালেও, এই বিশেষায়িত উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫৩% শিক্ষার্থী এশিয়ান, যেখানে কৃষ্ণাঙ্গ এবং ল্যাটিনোদের মতো জাতিগত সংখ্যালঘুরা সম্মিলিতভাবে ৯.৭ শতাংশ । সমান সুযোগ বাড়ানোর জন্য, নিউ ইয়র্ক ডিসকভারি প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করেছে, যেখানে শিক্ষার্থীরা

নিম্ন-আয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম স্কোর সহ বিশেষায়িত উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে (২০১৮ সালে, ভর্তি হওয়া ডিসকভারি ছাত্রদের স্কোর ছিল ৪৬৯ এবং ৪৮১ এর মধ্যে। স্টুইভেস্যান্ট, আরেকটি বিশেষায়িত উচ্চ বিদ্যালয়ের কাটঅফ ছিল ৫৫৯।)

ডিসকভারি প্রোগ্রামের কারণটি মহৎ হলেও এরজন্য অনেক মূল্য দিতে হয়। ২০শতাংশ স্পেশালাইজড হাই স্কুল শিক্ষার্থীদের প্রতি বছর ডিসকভারি প্রোগ্রামের মাধ্যমে ভর্তি করা হয়। ২০ শতাংশ সম্ভাব্য ছাত্রদেরও তাদের ন্যায্যভাবে অর্জিত অবস্থান থেকে সরিয়ে নিতে হবে। মিঃ ফোমিন বলেছেন, আপনি ৫ পাউন্ড ধারণ ক্ষমতার ব্যাগে ১০ পাউন্ড শস্য রাখতে পারবেন না। এটা মানাবে না। সুতরাং, কীভাবে এটি পরিচালনা করা হয়েছিল? সিদ্ধান্তটি নেয়া হয়েছিল নির্বিচারে কাট-অফ স্কোর ৫৩০ থেকে ৫৪০ এবং ৫৪৫ তে উন্নীত করে। যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিকভাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভর্তি হত তাদের গ্রহণযোগ্যতা অস্বীকার করে। এটা কি ন্যায্য? এবং নিউইয়র্ক কেন এই তথ্য গোপন রাখা হবে? সম্ভবত জনগণের ক্ষোভের কারণও হতে পারে।

ডিসকভারি প্রোগ্রামটি সহজাতভাবে ত্রুটিপূর্ণ তা জেনেই একটি প্রশ্ন জাগতে পারে। আমরা কীভাবে অসাধু, অস্বচ্ছ অনুশীলন না করে অভিজাত উচ্চ বিদ্যালয়ের আয় এবং জাতিগত বৈচিত্র্য বাড়াব? শিক্ষার্থীদের উপরে তোলার পরিবর্তে (এবং প্রক্রিয়ায়, অন্যান্য শিক্ষার্থীদের নিচে টেনে নিয়ে যাওয়া) আমাদের বরাদ্দ দিতে হবে

বর্ধিত তহবিল। এছাড়া আরও উৎসাহী শিক্ষক সহ নিম্ন আয়ের স্কুলগুলিতে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কাগজে-কলমে সহজ হলেও, একটি বিকৃত শিক্ষা ব্যবস্থাকে উল্টাতে আরও অনেক কিছু লাগে। তাই আমরা যদি পরিবর্তন চাই, সময় এখন। জনসাধারণকে নিউইয়র্ক এবং আমেরিকার শিক্ষার স্থলনের প্রকৃত অপরাধীদের শনাক্ত করতে হবে।

মিঃ ফোমিন বলেন, আমি সমস্ত শিক্ষাবিদ এবং রাজনীতিবিদদের একটি ঘরে নিয়ে যেতে চাই এবং তাদের এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনি কি শিখতে চান এমন শিক্ষার্থীদের জন্য আরও ভাল কি সুযোগ দিতে চান? এবং আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি, তাদের সবাই হ্যাঁ উত্তর দেবে। সকল গ্রাউন্ডের শিক্ষার্থীদের শেখার বেশি সুযোগ পাওয়া উচিত কি না তা নিয়ে মতবিরোধ নেই। আমরা কীভাবে এই লক্ষ্য অর্জনে কাজ করব বিরোধ সেখানেই। " –দ্য ব্রঙ্কস হাই স্কুল অফ সায়েন্সের গণিত শিক্ষক মিঃ ফমিন বলেছেন।

সংবাদমাধ্যমের ভবিষ্যৎ কী?

সেলিম খান



দেখতে দেখতে ২০২৩ শেষের পথে। ২০২৪ সাল সমাগত, আর মাত্র কয়েকটি দিনের অপেক্ষা। আগামী বছরটা কেমন যাবে, এ নিয়ে চিন্তার শেষ নেই। অথচ চিন্তা করে যে বিশেষ কোনো ফল লাভ হবে, তার সম্ভবনাও কম। আমাদের মতো যারা সংবাদমাধ্যমের সাথে জড়িত, তাদের কাছে এর ভবিষ্যৎ চিন্তা শুধু রুটি-রুজির জন্য নয়। তারচেয়েও বড়—দায়িত্বশীল সংবাদমাধ্যম না থাকলে আসলে দুনিয়াটা কেমন হবে, সেটা। সবাই এ ব্যাপারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসনের পরিচিত সেই উক্তিটি টানবেন–'আমাকে যদি সংবাদপত্র ছাড়া সরকার বা সরকার ছাড়া সংবাদপত্র– দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নিতে বলা হয়, তবে আমি দ্বিতীয়টিকে বেছে নেব।'

এই বছরটা আসলে অধিকাংশ সংবাদমাধ্যমের জন্য খুব ভালো যায়নি। প্রচলিত সংবাদপত্র বা টেলিভিশন অনেক দিন ধরেই ভীষণভাবে অনলাইননির্ভর। তাদের আয়ের একটা বড় অংশই আসছে এখান থেকে। আর সেখানেই ধাক্কাটা লেগেছে জোরসে। দুনিয়াজুড়ে সংবাদমাধ্যমগুলো অনলাইনে ফেসবুক বা এক্স (সাবেক টুইটার)-এর মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং গুগল বা বিং-এর মতো সার্চ ইঞ্জিনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এই দুই মাধ্যম উপহার হিসেবে সংবাদমাধ্যমকে এত পাঠক বা এত এত মানুষের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ করে দিয়েছিল যে, সে নিজেই চলতে ভুলে গিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হয়েছে। আসলে ২০২৩-এ নিজেদের অ্যালগোরিদমে ব্যাপক পরিবর্তন এনে সংবাদমাধ্যমের এগিয়ে যাওয়ায় রাশ টানে ফেসবুক ও গুগল। ফলে এতদিন এই দুই মাধ্যমের ওপর নির্ভর করার ফল হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছে সব সংবাদমাধ্যম।

গুগল তার ক্রোম ব্রাউজারে কুকি রিড করার বিষয়টি ২০২৪-এর জুন থেকে বন্ধ করে দেবে। এর আগেই নতুন বিভীষিকা হিসেবে এসেছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই। একে স্বাগত জানাবে না বর্জন করা হবে, সেটাই এখনো ঠিক করতে পারেনি সংবাদমাধ্যমগুলো। আর আয়ের খাতে ধাক্কা তো আছেই। বিশেষ করে করোনা থেকে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ, ধাক্কার শুরুটা সেখান থেকেই, সর্বশেষ সংযোজন ইসরায়েলের গাজা অভিযান।

মূলধারার সংবাদমাধ্যম এসব নিয়ে এমনিতে বিপদে আছে। এর সাথে যোগ হয়েছে তাদের পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি। এই পছন্দ-অপছন্দ এতটাই প্রকট যে, পাঠকের একটা বড় অংশ প্রথমেই হারাচ্ছে তারা। এই বিষয়টি সুন্দর করে তুলে ধরেছে ব্রিটেনের জনপ্রিয় সাপ্তাহিক দ্য ইকোনমিস্ট। মূলত তাদের আলোচনা আমেরিকা ঘিরে। আমরাও ওর মধ্যে সীমিত থাকব। তবে এখান থেকে রসদ সবাই পাবেন।

সাপ্তাহিকটি আমেরিকার মূলধারার পত্রিকা ও টেলিভিশন শো-র ছয় লাখ নমুনা সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করেছে। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, নমুনার মধ্যে যেগুলো রাজনৈতিক-বিষয়ক, সেখানে সংবাদমাধ্যম মধ্যপন্থী অবস্থান হারিয়ে ফেলছে। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঝুঁকে গেছে ডেমোক্র্যাটদের দিকে। এর ফলে বিশ্বাসযোগ্যতার জায়গাটা হারিয়ে ফেলছে তারা।

আগামী বছর দেশটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের কল্যাণে ইতিমধ্যে আমেরিকা ডেমোক্র্যাট-রিপাবলিকান দুই শিবিরে খাড়াখাড়ি ভাগ হয়ে গেছে। এই ভাগাভাগির খুবই নির্মম ইতিহাস কিন্তু আমেরিকার আছে। সেটা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু এই ভাগ হওয়ার কারণে নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, সিএনএন-এর মতো সংবাদমাধ্যমগুলো তাদের পাঠক ও দর্শক হিসেবে ট্রাম্প তথা রিপাবলিকান সমর্থকদের হারিয়েছে। ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে মঞ্চে আর্বিভূত হয়েই ট্রাম্প সাহেব মূলধারার সব মিডিয়াকে নাকচ করে দিয়েছিলেন 'অপসাংবাদিকতা'র লেবেল সেঁটে দিয়ে। আমেরিকার পাবলিক কিন্তু সেটা ভালোভাবেই খেয়েছিল। শুধু খেয়েছিল বললে ভুল হবে, এখনো খাচ্ছে। যে কারণে এসব সংবাদমাধ্যম দীর্ঘ দিন ধরে পাঠকের একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

এখানে একটা ছোট্ট গল্প বলা দরকার। গল্পটি ইকোনমিস্ট থেকেই নেওয়া। নিউইয়র্ক টাইমসের সম্পাদকীয় পাতার দায়িত্বে ছিলেন জেমস বেনেট। ২০২০ সালের মে-জুন মাস। মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের মিনিয়াপোলিসে জর্জ ফ্লয়েড নামের এক কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিকের শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্মকর্তার হাতে খুন হওয়া নিয়ে আমেরিকা তখন উত্তাল। এ ঘটনাকে ঘিরে আরাকানসাসের রিপাবলিকান সিনেটর টম কটনের একটি লেখা ছাপা হয় নিউইয়র্ক টাইমসের সম্পাদকীয় পাতায়। লেখায় কটন দাঙ্গাকারীদের হামলা থেকে সাধারণ মানুষের জীবন ও ব্যবসা বাঁচানোর জন্য ব্যবস্থা নিতে পুলিশের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আর যাবে কোথায়? নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদ কক্ষে রীতিমতো বিদ্রোহ। এমন লেখা গেল কীভাবে? লেখাটা আসলে বেনেটের হাত দিয়েই গিয়েছিল। ফলে সব দোষ গিয়ে পড়ে তাঁর ওপর। নিউইয়র্ক টাইমসের প্রকাশক এ জি শুলবার্গ মাত্র তিন দিন ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন এই ক্ষোভ। এরপর ৭ জুন, ২০২০ তিনি বেনেটকে বিদায় নিতে বলেন।

জেমস বেনেট এখন কাজ করেন ইকোনমিস্টে। এ গল্পের অবতারণার একমাত্র কারণ এটা বোঝানো যে, নিউইয়র্ক টাইমসের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিকেরা বিরুদ্ধমতের প্রতি কতটা অসহনশীল। বেনেট নিজেই বলছেন, নিউইয়র্ক টাইমসে রক্ষণশীল বলে খারিজ করে দেওয়া যেমন খুবই সহজ, তেমনি প্রগতিশীল বলে যেকোনো কিছু চালিয়ে দেওয়াও পানির মতো সোজা। ফলে অভিবাসন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, গর্ভপাত, অস্ত্র রাখার অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে নিউইয়র্ক টাইমসের মতো সংবাদমাধ্যমগুলো তাদের সংবাদ পরিবেশনে যে ভূমিকা রাখে, তার সাথে আমেরিকার একটা বড়সংখ্যক নাগরিক একমত নন। দেখা গেছে, এসব ক্ষেত্রে মন্তব্যহীন সংবাদ পিছু হটে। আর জায়গা করে নেয় এমন কিছু, যেখানে মতামত ও সংবাদ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। সে কারণে এগুলো অধিকাংশ রিপাবলিকান ধরেও দেখেন না।

এই পরিচয়ের কারণে প্রগতিশীল বলে পরিচিত সংবাদমাধ্যম আগেই একটা বড় পাঠক বা দর্শক হারাচ্ছে। ফলে বিভক্ত সমাজে সংবাদমাধ্যমের পাঠকও ভাগ হয়ে যায় শুরুতেই। ছোট্ট আরেকটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। কেবল নিউজ নেটওয়ার্ক বা সিএনএনের সাথে আমরা কম-বেশি সবাই পরিচিত। সিএনএন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮০ সালে টেড টার্নার ও তাঁর সহযোগীর হাত ধরে। ডেমোক্র্যাট সমর্থক এই চ্যানেলটি দীর্ঘ দিন জনপ্রিয়তার নিরিখে ওপরের দিকেই ছিল। অন্যদিকে মিডিয়া মোগল বলে পরিচিত রুপার্ট মারডক নিউইয়র্কে ফক্স নিউজ নামে টিভি চ্যানেল চালু করেন ১৯৯৬ সালে। ফক্স শুরু থেকেই রক্ষণশীল ধারার মুখপাত্র হয়ে ওঠে এবং ছয় বছরের মধ্যে রেটিং-এ সিএনএনকে পেছনে ফেলে দেয়। এখন পর্যন্ত সিএনএন পেছনেই আছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অন্ধের মতো সমর্থন করার পরও জনপ্রিয়তায় তারা ধাক্কা খায়নি ফক্স। যদিও ট্রাম্প ২০২০-এর নির্বাচনে হেরে গিয়েছিলেন।

আমেরিকার মতো একটি 'মুক্ত গণমাধ্যম'-এর দেশে যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে অন্যত্র একই হবে—এটাই স্বাভাবিক। এখন একই সংবাদমাধ্যমে প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল ধারা পাশাপাশি থাকতে পারে কিনা, সে বিষয়ে আরও দীর্ঘ বিতর্কের দরকার হলেও, তা প্রয়োজন। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম এবং প্রযুক্তির বিরাট উল্লম্ফণ সমাজকে যে জায়গায় নিয়ে গেছে সেখান থেকে কোনো টাইম মেশিনে পেছনে ফেরত আসা সম্ভব না। ফলে তাকাতে হবে সামনেই। আর মূলধারার সংবাদমাধ্যমকে বাঁচিয়ে রাখবে পাঠক, দর্শক ও শ্রোতারা। ফলে কাউকে অবহেলা করার আগে অবশ্যই দুবার ভাবতে হবে।

পশ্চিমা খ্রিস্টানদের কেন মাথাব্যথা নেই ফিলিস্তিনি খ্রিস্টানদের নিয়ে

দাউদ খাত্তাব



ইসরায়েলি বোমা হামলায় নিহতদের জন্য গাজার সেন্ট পোরফিরিয়াস অর্থোডক্স চার্চে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ছবি: আল জাজিরা

গত ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি বাহিনী গাজায় যে নৃশংসতা চালাচ্ছে, সেটিকে এখন পর্যন্ত ইসরায়েল ও তার মিত্ররা 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' হিসেবেই পরিচিত করাতে চাচ্ছে। তারা হামাসকে সরাসরি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আইএসের সঙ্গে তুলনা করেছে। কিন্তু গাজায় যে শুধু সন্ত্রাসীরা ইসরায়েলের হামলার লক্ষ্য নয়, তা গত আড়াই মাসে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা নির্বিচারে সাধারণ ফিলিস্তিনিদের মেরে ফেলছে। ইসরায়েলি হামলায় নিহতদের মধ্যে শুধু মুসলিমরাই রয়েছেন এমন নয়, অনেক ফিলিস্তিনি খ্রিস্টানরও রয়েছেন। আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গাজায় ইসরায়েলিদের নৃশংসতা কেবল 'গণহত্যার' সঙ্গেই তুলনীয়।

এ পর্যন্ত ইসরায়েলি হামলায় ২১ জন ফিলিস্তিনি খ্রিস্টান নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। সংখ্যাটি হয়তো আপনার কাছে খুব ছোট মনে হচ্ছে। কিন্তু গাজায় যেখানে মোট খ্রিস্টানদের সংখ্যাই ১ হাজার জন, সেখানে ২১জন নিহত হওয়া নিঃসন্দেহে বড় ঘটনা। আনুপাতিক হারে বলতে গেলে, ফিলিস্তিনি খ্রিস্টানদের মৃত্যুহার গাজার মোট ফিলিস্তিনি জনসংখ্যার দ্বিগুন। ফলে গাজায় প্রায় ২০০ বছর ধরে বসবাস করে আসা খ্রিস্টানদের মধ্যে গাজা ছেড়ে যাওয়ার ভয় তৈরি হয়েছে।

কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, পশ্চিমের খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর নেতাদের মধ্যে ফিলিস্তিনি খ্রিস্টানদের নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। তারা আশ্চর্যজনকভাবে ফিলিস্তিনি খ্রিস্টানদের দুর্দশা নিয়ে নীরব। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন একজন ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিক। কিন্তু তিনি গাজার ক্যাথলিকদের রক্ষার জন্য কিছু করা তো দূরের কথা, এখন পর্যন্ত টু শব্দটি করেননি।

অনেক বিশ্লেষক বলছেন, বাইডেনের নীরব থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ দশকের পর দশক ধরে বর্ণবাদী ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলকে সমর্থন দিয়ে আসছে আমেরিকা। তারাই মূলত পরোক্ষভাবে গাজার ভূখণ্ড থেকে ফিলিস্তিনি খ্রিস্টানদের উচ্ছেদ করতে ইসরায়েলকে লাইসেন্স দিয়েছে।

ফিলিস্তিনি খ্রিস্টানরা অতীতেও হামলার শিকার হয়েছে

ইসরায়েল এখন বলছে, হামাসকে নির্মূল করাই তাদের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দশ্য সফল করতেই তারা গাজায় যুদ্ধ চালাচ্ছে। কিন্তু ইতিহাস বলছে, হামাসের জন্ম হওয়ার বহু আগেই ইসরায়েলিরা গাজায় থাকা ফিলিস্তিনি খ্রিস্টানদের ওপরে হামলা চালিয়েছিল। সেটি ১৯৪৮ সালে নকবার সময়। ওই সময়ে মুসলিম–খ্রিস্টান নির্বিশেষে সব ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলা চালিয়েছিল ইসরায়েলি বাহিনী। গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর জ্বালিয়ে দিয়েছিল তারা। ফিলিস্তিনি খ্রিস্টানদের জোর করে লিড্ডা (এখন ইসরায়েলিরা লোড বলে) থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তারা কোনোমতে প্রাণ মুঠোয় নিয়ে কয়েক কিলোমিটার পায়ে হেঁটে রামাল্লায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

জেরুজালেম ও অন্যান্য এলাকা থেকেও ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সব ফিলিস্তিনিদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমার বাবা, চাচা ও দাদিও পালিয়ে গিয়েছিল। আমার এক খালা প্রাণ বাঁচাতে তার পরিবার নিয়ে নটরডেম ক্যাথলিক চ্যাপেলের কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন সেখানে তারা নিরাপদ থাকবেন। কিন্তু তার ভাবনাকে ভুল প্রমাণ করে একজন ইহুদি স্নাইপার আমার খালুকে গুলি করে হত্যা করে। সাতটি ছোট ছোট শিশু সন্তান নিয়ে এক অসহায় বিধবা নারীতে পরিণত হন আমার খালা।

ইসরাইল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পরেও তাদের সহিংসতা বন্ধ হয়নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ইকরিত ও বিরাম গ্রামের বাসিন্দাদের কথা। উত্তর ইসরায়েলের মধ্যে অবস্থিত এ দুটি গ্রাম ছিল খ্রিস্টান অধ্যুষিত। আরব–ইসরায়েল যুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালের নভেম্বরে এ দুটি গ্রামের খ্রিস্টানদের জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তখন তাদের বলা হয়েছিল, মাত্র দু সপ্তাহ পরই তারা সেখানে ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু ইসরায়েল সরকার আর কখনোই তাদের গ্রামে ঢুকতে দেয়নি।

অ্যাডলাহ নামের একটি বেসরকারি গবেষণা সংস্থা জানিয়েছে, তারা ইসরায়েলের করা অন্তত ৬৫টি বর্ণবাদী আইন খুঁজে পেয়েছে, যে আইনগুলোতে ফিলিস্তিনিদের প্রতি বৈষম্য প্রকট। অর্থাৎ ইসরায়েলের ইহুদি নাগরিকদের মতো একই অধিকার পায় না ফিলিস্তিনি নাগরিকেরা (মুসলিম–খ্রিস্টান নির্বিশেষে)।

১৯৫০ সালের একটি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন আইন রয়েছে, যে আইনে ইহুদিদের ইসরায়েলে ফেরার, বসতি স্থাপন করার ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ফিলিস্তিনিদের এই অধিকার নেই। যদিও জাতিসংঘের প্রস্তাবনার ১৯৪ নম্বর আদেশে বলা হয়েছে—ফিলিস্তিনিদের তাদের স্বদেশে ফিরে যেতে এবং তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া ঘরবাড়ির ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ফিলিস্তিনি খ্রিস্টানদের ওপর ইসরায়েলি ইহুদিরা বহু আগে থেকেই নানাভাবে নির্যাতন চালিয়ে আসছে। সম্প্রতি ইহুদিদের ফিলিস্তিনি খ্রিস্টানদের প্রতি হয়রানি ও ভয় দেখানো, তাদের গায়ে থুথু দেওয়া, খ্রিস্টানদের মিছিলে হামলা করা, গির্জা ও খ্রিস্টানদের কবরস্থানে হামলার ঘটনা বেড়েছে।

গত অক্টোবরেই, দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাসের হামলার কয়েক দিন আগে ক্রুশ বহনকারী একটি খ্রিস্টান মিছিলে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি ইহুদিদের একটি দল। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছিল। কিন্তু তখনও আশ্চর্যজনকভাবে নীরব ছিলেন পশ্চিমা নেতারা। ইহুদি ইসরায়েলি সহিংসতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য খ্রিস্টান গির্জার নেতাদের বারবার অনুরোধ করার পরেও তারা নীরব।

পশ্চিমা খ্রিস্টানদের ব্যাখ্যাহীন নীরবতা

গাজায় নতুন করে যুদ্ধ শুরু করার মাত্র কয়েক দিন পরেই গত ১৭ অক্টোবর গাজায় খ্রিস্টান পরিচালিত আহলি আরব হাসপাতালে বোমা ফেলেছে ইসরায়েলি বাহিনী। হত্যা করেছে শত শত নিরাশ্রয় মানুষকে। এর মাত্র দুই দিন পর বিশ্বের তৃতীয় প্রচীনতম গির্জা সেন্ট পোরফিরিয়াসের কাছের একটি গির্জায় বোমা ফেলে ১৮জনকে মেরে ফেলে ইসরায়েলি বাহিনী।

চলতি মাসের ১৬ ডিসেম্বর গাজা শহরের হলি ফ্যামিলি ক্যাথলিক চার্চে আশ্রয় নেওয়া দুই ফিলিস্তিনি খ্রিস্টান নারীকে ইসরায়েলি স্নাইপার গুলি করে হত্যা করে। গাজা শহরের হলি ফ্যামিলি ক্যাথলিক চার্চে আশ্রয় নেওয়া দুই ফিলিস্তিনি খ্রিস্টান নারীকে ইসরায়েলি স্নাইপার গুলি করে হত্যা করে। ছবি: এক্স থেকে নেওয়া

গাজায় গত ৮০ দিন ধরে যুদ্ধ চলছে। সেখানে আটকে পড়া ফিলিস্তিনি খ্রিস্টানরা তাদের দুর্দশা বিবেচনা করার জন্য বারবার বিশ্বের খ্রিস্টান নেতাদের কাছে আবেদন জানিয়েছে। ফিলিস্তিনের একজন ক্যাথলিক মা প্রেসিডেন্ট বাইডেনের কাছে একটি চিঠি লিখেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, 'প্রিয় প্রেসিডেন্ট, আমরাও ঈশ্বরের সন্তান। যেখান থেকে ভালোবাসা, শান্তি ও ন্যায়বিচারের বার্তা প্রচার শুরু হয়েছিল, সেই পবিত্রভূমি ফিলিস্তিনে আমরা বাস করি। আপনি দয়া করে এই গণহত্যা বন্ধ করুন।'

ফিলিস্তিনি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নেতারাও পশ্চিমা গির্জার নেতাদের এবং ধর্মতাত্ত্বিকদের কাছে একটি খোলা চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে তারা পশ্চিমা গির্জার নেতাদের ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন দেওয়ার জন্য অনুতপ্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

অরণ্যে রোদন

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, তাদের সকল আহ্বান, আবেদন, অনুরোধ অরণ্যে রোদনে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমা খ্রিস্টান নেতারা মোটেও এসবে কর্ণপাত করছেন না। আমেরিকা বারবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে ভেটো দিয়েছে। উল্টো ইসরায়েলকে গাজায় গণহত্যা চালানোর পথকে সুগম করে দিয়েছে।

বাইডেন ও অন্যান্য পশ্চিমা নেতারা ফিলিস্তিনি খ্রিস্টানদের সঙ্গে এখন যা করছেন, তা তারা কখনোই ভুলতে পারবেন না। যিশুর জন্মস্থান বেথলেহেম এবার কোনও উদযাপন ছাড়াই 'বড়দিন' পার করল। এই দুঃসহ বেদনাদায়ক বড়দিনের স্মৃতি ফিলিস্তিনি খ্রিস্টানদের মন থেকে কখনো মুছে যাবে না।

এই নিকষ কালো অন্ধকার বর্বতার সময়ে যখন পশ্চিমা খ্রিস্টান নেতারা বধির হয়ে আছে, তখন একামাত্র আশোর আলো হচ্ছে, খ্রিস্টান ও মুসলিম ফিলিস্তিনিরা ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। ইসরাইল দীর্ঘ দিন ধরে 'ভাগ করো ও শাসন করো' নীতিতে ফিলিস্তিনিদের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছে। কিন্তু গত আড়াই মাসে ফিলিস্তিনি খ্রিস্টান ও মুসলিমরা দেখিয়ে দিয়েছে যে, ইসরায়েলি বর্ণবাদ ও বর্বরতার বিরুদ্ধে তাদের 'ঐক্য' অনেক বেশি শক্তিশালী।

দাউদ খাত্তাব: পুরস্কার বিজয়ী ফিলিস্তিনি সাংবাদিক

আল জাজিরা থেকে অনুবাদ করেছেন **মারুফ ইসলাম**

TUITION FREE TAX SCHOOL *

লিবার্টি ট্যাক্স স্কুল



BECOME A TAX PROFESSIONAL

Complete our Income Tax Course

And Join America's Fastest Growing Tax Preparation
Company for the Upcoming Tax Season.

Day, Evening & Weekend Classes are available for your convenience.

Please Contact : **718-297-3500**

LIBERTY TAX SERVICE

147-20 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica NY 11435
Email: libertytaxschool101@gmail.com
(তাজমহল রেস্টুরেন্টের উল্টো দিকে)

(One Block East From Sutphin Blvd on the corner of Hillside Ave.
Train Station, Close by F & E Train)

* The Tuition Fee is Free. The cost for books and materials varies per location.

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন



আমরা অতীতে
আমাদের ক্লায়েন্টদের
জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন
ডলার আদায়
করে দিয়েছি।



Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law



- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের
জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

শহীদ সুফির ভিটেতে হাত পড়েছে নব্য ভূমি খেকোর

বিশেষ প্রতিনিধি



সিলেটের শহিদ সুফির ভিটে দখল করার পাঁয়তারা করছেন তাঁর নিকটাত্মীয় এক ভূমিখেকো। একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধে মায়ের একমাত্র ছেলে সন্তান সাইফ উদ্দিন চৌধুরী যুদ্ধে গিয়েছিলেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে যে ভিটে থেকে যুদ্ধে গিয়েছিলেন, সেখানে আর ফিরে আসতে পারেননি, পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর সালুটিকরে তাঁকে বন্দি করে রাখা হয়। বন্দি অবস্থায়ই যুবক সুফিকে গুলি করে হত্যা করে পাকিস্তানিরা।

শহীদ সুফির মা সন্তানের জন্য চার দশক অপেক্ষা করে মারা গেছেন। এ বীর যোদ্ধার স্মরণে তাঁর নিকটাত্মীয় সাংবাদিক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকনের উদ্যোগে বাড়ির প্রবেশ পথে একটি গেট নির্মাণ করা হয়। গেট দিয়ে শহীদ সুফির বসত ভিটায় যাওয়ার পথ। যে ঘর থেকে বেরিয়ে যুবক সুফি যুদ্ধে গয়েছিলেন, সে ঘর এখন আর নেই। ভিটেও দখলে নেয়ার পাঁয়তারা করছেন শহীদ সুফির আরেক নিকটাত্মীয় মাহমুদ চৌধুরী নামের নব্য এক ভূমি খেকো।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, পিতৃহারা শহিদ সাইফ উদ্দিন চৌধুরী মায়ের একমাত্র ছেলে সন্তান ছিলেন। নব্বই দশকের শুরুর দিকে তাঁর বসতভিটে এবং জমিজমা দখলের পাঁয়তারা শুরু হয়। পাশের গ্রামের আব্দুল মুকিত আশেপাশের কিছু দালালদের সহযোগিতায় শহীদ সুফির নিকটাত্মীয়দের কয়েকজনের কাছ থেকে জমিজমা দলিল করে নিয়ে যান। এসব দলিল করতে গিয়ে স্বাক্ষর জালিয়াতির কারণে দুর্নীতি দমন বিভাগ তদন্ত করে ফৌজদারি অপরাধে একজনকে দণ্ডিত করে।

শহীদ সুফির পূর্বপুরুষদের জমিজমা অংশীদাররা বসত ভিটে সহ অন্যান্য জমিজমা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সাংবাদিক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকনকে দলিল সম্পাদন করেন। এ নিয়ে মামলা শুরু হয়। পারিবারিক অভিবাসনে ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন যুক্তরাষ্ট্রে চলে গেলে বাধ্য হয়ে তাদের নিকটাত্মীয় মাহমুদ চৌধুরীকে মামলা চালিয়ে নেয়ার জন্য ক্ষমতা দেয়া হয়। প্রায় দুই দশক ব্যাপী মামলা চলাকালে আব্দুল মুকিত গংরা ভিটে দখলের জন্য একাধিকবার চেষ্টা করে। শহীদ সুফির চাচাতো ভাই বীর মুক্তিযোদ্ধা মঈন উদ্দিন চৌধুরী এমন জবরদখল প্রতিরোধ করেন। এরমধ্যেই শহীদ সুফির স্মৃতিতে গেট নির্মাণ করা হয় ইব্রাহীম চৌধুরী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সহযোগিতায়। নিকটাত্মীয় মাহমুদ চৌধুরী মামলার অন্যপক্ষ আব্দুল মুকিত গংদের সাথে একাত্ম হয়ে নিজের ও তার ভাই বোনের নামে শহীদ সুফির ভিটে সহ জমিজমা দলিল করে নিয়েছেন। ভূমি অফিসের লোকজনের যোগসাজশের মাধ্যমে এবং তাদের পূর্বসূরিদের চিহ্নিত কোন দাগ ও দলিল ছাড়াই শহীদ সুফির জমিজমা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করছেন মাহমুদ। এরমধ্যে আব্দুল মুকিতের মৃত্যু হয়েছে। আব্দুল মুকিতদের খপ্পর থেকে জমি রক্ষার জন্য ২০ বছর থেকে আমেরিকা প্রবাসী ইব্রাহীম চৌধুরীর কাছে থেকে মাহমুদ টাকা এনেছেন, জমিজমা ভোগদখল করেছেন, শহীদ সুফির ভিটেতে গরু/ মোরগের খামার করে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। পাশাপাশি মাহমুদ গোপনে নিজের নামে শহীদ সুফির এবং এ সংলগ্ন জমিজমার দলিল পাকাপোক্ত করেছেন।

২০২৩ সালে শালুটিকর বধ্যভূমিতে শহীদ সুফির নামে নাম ফলক লাগানো হয়েছে। স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দী পর শহীদ সুফির স্মৃতিস্তম্ভ মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মাহুতি দেয়া এ বীরের প্রতি প্রকৃত সম্মান বলে মনে করেন তার নিকটাত্মীয়রা। মুক্তিযুদ্ধে আত্মাহুতি দেয়া শহীদ সায়েফ উদ্দিন চৌধুরী সুফির ভিটে আত্মসাৎ নিয়ে আমেরিকা প্রবাসী সাংবাদিক ইব্রাহীম চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, প্রবাসীদের অনুপস্থিতিতে তাদের জমিজমা আত্মসাৎ করা একটি সাধারণ রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য প্রবাসীদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইব্রাহীম চৌধুরী জানান, তাঁর নিজের সব ভাইবোন প্রবাসী। দীর্ঘ তিন দশক তিনি শহীদ সুফির ভিটে ও জমিজমা রক্ষা করেছেন। এর জন্য নিজের অর্থ ব্যয় করেছেন, শহীদ সুফির জন্য তোরণ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছেন। মাহমুদ চৌধুরী বিশ্বাস ভঙ্গ করে, আত্মসাৎকারীদের সাথে আঁতাত করেছে লোভের বশবর্তী হয়ে। এসব ব্যাপারে সরকারের উর্ধ্বতন মহলে জানানো হয়েছে এবং ফৌজদারি আত্মসাৎ ছাড়াও মাহমুদের বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলার মাধ্যমে শহীদ সুফির বসত ভিটে রক্ষা করার সমূহ উদ্যোগ নেয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

২০২৩ সালে ৩৩ হাজার ৪৬৫ টি দুর্ঘটনায় নিহত ৫ হাজার ৫৯২ জন

ফারজানা শান্তা

২০২৩ সালে সড়কপথে ছোট-বড় ৩৩ হাজার ৪৬৫ টি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৪৯ হাজার ৯৯ জন এবং নিহত হয়েছে ৫ হাজার ৫৯২ জন। ৩১ ডিসেম্বর বিকেলে বিজয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে সেভ দ্য রোড-এর মহাসচিব শান্তা ফারজানার পঠিত প্রতিবেদন থেকে আরো জানা যায়- ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১২ হাজার ২৫২ টি মোটর বাইক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৭ হাজার ৮১৪ জন, নিহত হয়েছেন ৯০৪ জন; ৯ হাজার ৮৬৭ টি ট্রাক দুর্ঘটনায় আহত ১০ হাজার ৮৩৪ এবং নিহত হয়েছেন ৯৩৪ জন, নির্ধারিত গতিসীমা না মানা, পরিবহন মালিকদের উদাসিনতা ও সতর্কতা অবলম্বন না করায় বিশ্রাম না নিয়ে টানা ১২ থেকে ২০ ঘন্টা বাহন চালনাসহ বিভিন্ন নিয়ম না মানায় ১১ হাজার ৩৪৬ টি বাস দুর্ঘটনায় আহত ১৩ হাজার ১৮৫ এবং নিহত হয়েছেন ২ হাজার ২৪৩ জন, দায়িত্বে অবহেলা, স্থানিয় পুলিশ-প্রশাসনের দুর্নীতিসহ বিভিন্নভাবে সড়ক-মহাসড়কে অবৈধ বাহন নাসিমন-করিমন এবং অন্যান্য ৩ চাকার বিভিন্ন ধরণের বাহনে ১১ হাজার ১০৪ টি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ১২ হাজার ৭০৮ এবং নিহত হয়েছেন ১ হাজার ৫১১ জন। সেভ দ্য রোড-এর চেয়ারম্যান ও সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জেড এম কামরুল আনাম, প্রতিষ্ঠাতা মোমিন মেহেদী, ভাইস চেয়ারম্যান বিকাশ রায়, জিয়াউর রহমান জিয়া, আইয়ুব রানা ও লায়ন ইমাম হোসেন-এর তত্বাবধায়নে দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক দেশ রূপান্তর, দৈনিক দিনকাল, দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক কালের কণ্ঠ, বাংলাদেশ প্রতিদিন, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক কালবেলাসহ ২২ টি জাতীয় দৈনিক, আরটিভি, জিটিভি, যমুনা নিউজ, মাছরাঙ্গা, এটিএন বাংলাসহ ২০ টিভি-চ্যানেল, জাগো নিউজ, বাংলা নিউজ, বিডি নিউজসহ আঞ্চলিক ও স্থানিয় ৮৮ টি নিউজ পোর্টাল এবং স্থানিয় প্রত্যক্ষদর্শী-সেভ দ্য রোড-এর স্বেচ্ছাসেবিগণের দেয়া তথ্যানুসারে এই প্রতিবেদন দুর্ঘটনামুক্ত পথ-এর জন্য তৈরি করা হয়েছে। আকাশ-সড়ক- রেল ও নৌপথ দুর্ঘটনামুক্ত করার জন্য নিবেদিত দেশের একমাত্র সচেতনতা-গবেষণা ও স্বেচ্ছাসেবি সংগঠন সেভ দ্য রোড-এর পক্ষ থেকে আরো জানানো হয়- ২০২৩ সালে নৌপথ দুর্ঘটনা ঘটেছে ৯০৫ টি।

সিলেট-৬ : নাহিদের আসনে সরওয়ারের দাপট

সামিল হোসেন, গোলাপগঞ্জ, সিলেট

আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। ইতিমধ্যে সিলেট-৬ আসনের নির্বাচন জমে উঠতে শুরু হয়েছে। এই আসনে ১৯৯৬ সাল ও ২০০৮ সাল, ২০১৪ সাল এবং ২০১৮ সালর সংসদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের প্রার্থী হয়ে জয়ী হন নুরুল ইসলাম নাহিদ। তবে এই আসনে একাধিকবার জয়ী হলেও এবার তাঁর বিজয়ে মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী কানাডা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সরওয়ার হোসেন। ঈগল প্রতীক নিয়ে দাপট দেখাচ্ছে এই প্রার্থী। এই আসনে আরেক হেভিওয়েট প্রার্থী হচ্ছেন তৃণমূল বিএনপির চেয়ারম্যান বীর বিক্রম শমসের মুবিন চৌধুরী ও জাতীয় পার্টির লাঙ্গল প্রতীকের সাবেক সংসদ সদস্য সেলিম উদ্দিন।

এছাড়াও এই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটের প্রার্থী আতাউর রহমান আতা ও ইসলামী ঐক্যজোটের প্রার্থী সাদিকুর রহমান। তবে তারা প্রচারণায় অনেকটা পিছিয়ে রয়েছেন।

বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ভোটারদের সাথে কথা বললে তারা নৌকার প্রার্থী নুরুল ইসলাম নাহিদ ও স্বতন্ত্র প্রার্থী সরওয়ার হোসেনের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনার আভাস দেন।

সরওয়ার হোসেন ঈগল প্রতীক নিয়ে দিনরাত নির্বাচনী এলাকার মাঠঘাট চষে বেড়াচ্ছেন। কানাডার নাগরিকত্ব ছেড়ে দীর্ঘদিন গোলাপগঞ্জ-বিয়ানীবাজারের সঙ্গে যুক্ত থাকায় নির্বাচনী এলাকায় আলাদা গ্রহণযোগ্যতাও রয়েছে এই প্রার্থীর। এ ছাড়াও উপজেলা আওয়ামী লীগসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বেশিরভাগ নেতাকর্মী তার সঙ্গে নেমেছেন। ফলে বর্তমান এমপি নুরুল ইসলাম নাহিদ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

স্বতন্ত্র প্রার্থী সরওয়ার হোসেনের





জাতিসংঘ নিবিড় পর্যবেক্ষন করছে বাংলাদেশের নির্বাচন

নিউজ ডেস্ক



ফ্লোরেন্সিয়া সোতো

জাতিসংঘ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বাংলাদেশে অনুষ্ঠেয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া। সংস্থাটির আশা, স্বচ্ছ ও সুসংগঠিত প্রক্রিয়ায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ৩ জানুয়ারী বুধবার নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসের সহযোগী মুখপাত্র ফ্লোরেন্সিয়া সোতো নিনো সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান।

জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্রের কার্যালয়ে ওই ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়। ব্রিফিংয়ে একজন সাংবাদিক জানতে চান- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের জন্য ২৮টি রাজনৈতিক দলের ১ হাজার ৯৭০ জনের বেশি প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এরইমধ্যে ৪০০ বিদেশি পর্যবেক্ষক বাংলাদেশে পৌঁছেছেন। অথচ এমন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে অংশ নেয়নি প্রধান বিরোধী দল (বিএনপি) বরং তা বর্জন করেছে। এ ব্যাপারে জাতিসংঘের কোনো পর্যবেক্ষণ আছে কি না।

জবাবে ফ্লোরেন্সিয়া সোতো নিনো জানান, এ ব্যাপারে জাতিসংঘের কোনোকিছু বলার নেই। তবে সংস্থাটি বাংলাদেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হোক সেটাই প্রত্যাশা করছে। তারা এ বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন।

তিন দিনের মাথায় আগামী ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বহুল আলোচিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। প্রতিবেশী ভারতসহ বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন প্রত্যাশা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় বেশকিছু বিদেশি সংস্থা ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আসার কথা নিশ্চিত করেছে।

অন্বয় প্রকাশ সাহিত্য পুরস্কার ২০২৩ ঘোষণা

ঢাকা অফিস

অন্বয় প্রকাশের ছয় বছর পূর্তি উপলক্ষে ছয় সম্মানিত লেখককে 'অন্বয় প্রকাশ সাহিত্য পুরস্কার ২০২৩ এবং নির্বাচিত সেরা চারটি বই ও বইয়ের লেখকের নাম ঘোষণা করা হয়েছে বছরের প্রথম দিন। পুরস্কার হিসেবে সকল লেখককে ক্রেস্ট, সম্মাননা পত্র ও আজীবন অন্বয় প্রকাশের বই বিশেষ ছাড়ে সংগ্রহ করার গ্যারান্টি কার্ড প্রদান করা হবে।

এ বছর পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকগণ হলেন, প্রবন্ধ-গবেষণায় কবি ফরিদ আহমদ দুলাল ও নঈম শামীম খান, ছড়া-কবিতায় সোহেল মল্লিক, প্রথম বইয়ে রেখা আহমেদ, মুক্তগদ্যে কাজী সাবিনা শ্রাবন্তী এবং সম্পাদনায় কবি শিরিন সুলতানা। নির্বাচিত বই ও লেখকগণ হলেন শাহেদ ইকবালের রহস্যগ্রন্থ জাদুনগরীর চাবি, আসলাম সানীর ছড়াগ্রন্থ দৈত্য এলে আলোক জ্বেলে, মীর রায়হান আলীর উপন্যাস কুমার পাড়ের উপাখ্যান এবং শিব্বীর আহমেদের কলামগ্রন্থ নির্বাচিত কলাম।

গত বছর ছিল অন্বয় প্রকাশের পাঁচ বছর পূর্তি। এ উপলক্ষে গতবছর থেকে সাহিত্য পুরস্কার প্রদান শুরু করেছে। গতবছর ১০ জন সম্মানিত লেখককে 'অন্বয় প্রকাশ সাহিত্য পুরস্কার' প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকগণ ছিলেন, কবিতায় মুহম্মদ নূরুল হুদা ও দর্পণ কবীর, প্রবন্ধ ও গবেষণায় মোহীত উল আলম ও জিয়াউল হক, গল্প-উপন্যাসে ইসহাক খান, গ্রন্থ সম্পাদনায় অপু উকিল, মুক্তগদ্যে আকবর হায়দার কিরণ, প্রথম বই আইনুল হক, ছড়া-কবিতায় সালেহীন সাজু এবং অনুবাদগ্রন্থে ভারতের লেখক অজিত পাত্র। উল্লেখ্য, অন্বয় প্রকাশ ২০১৭ সালে যাত্রা শুরু করলেও একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণ করেন ২০১৮ সাল থেকে। গত পাঁচ বছরে অন্বয় প্রকাশ থেকে দুই শতাধিক বই প্রকাশ হয়েছে। পুরস্কারপ্রাপ্ত সকল লেখককে অভিনন্দন।



মালয়েশিয়ায় ২৫২ বাংলাদেশি আটক

নিউজ ডেস্ক

মালয়েশিয়ার বঙ্গসারের আবদুল্লাহ হুকুমের একটি অ্যাপার্টমেন্টে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অভিবাসন অপরাধের জন্য ২৫২ বাংলাদেশিসহ ৫৬৭ জন বিদেশি নাগরিককে আটক করেছে দেশটির ইমিগ্রেশন বিভাগ। ৩০ ডিসেম্বর শনিবার কুয়ালালামপুরে ইমিগ্রেশন বিভাগ এই তথ্য জানায়।

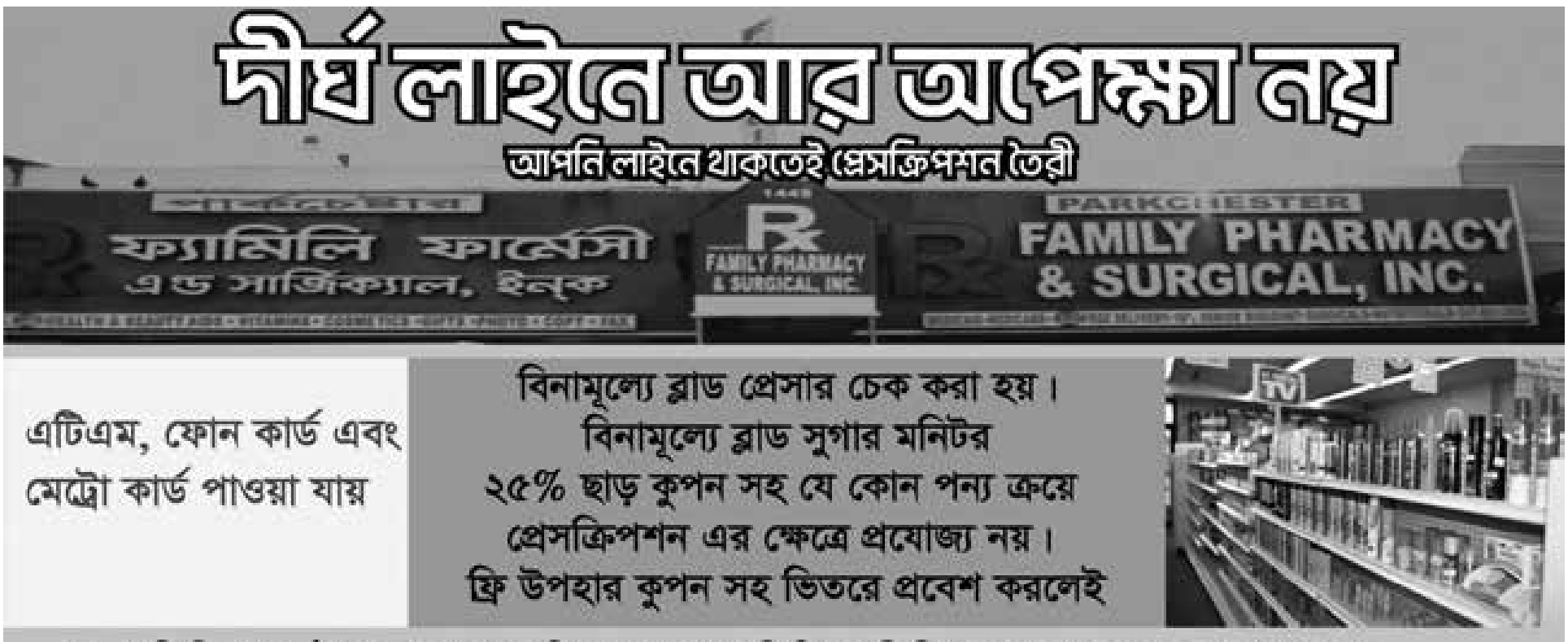
কুয়ালালামপুরের ইমিগ্রেশন বিভাগের পরিচালক সামসুল বদরীন মহসিন এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বিদেশিদের গতিবিধি সম্পর্কে সপ্তাহব্যাপী গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিবাসন বিভাগের ৮৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ১৪ তলা ভবনের ১২৫টি বাসায় প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে অভিযান চালায়।

এ সময় এক হাজারেরও বেশি দেশি-বিদেশি নাগরিকদের কাগজপত্র যাচাই বাছাই করা হয়। তার মধ্যে দেশটিতে বসবাসের বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় ৫২৮ জন পুরুষ, ৩৮ জন নারী ও একটি শিশুকে আটক করা হয়।

আটক হওয়া ৫৬৭ জনের মধ্যে ২৫২ জন বাংলাদেশি, নেপালের ১৬৩ জন, মিয়ানমারের ৭৫ জন, ইন্দোনেশিয়ার ৭২ জন, ফিলিপিন্সের ৪ জন এবং ভারতের ১ জন নাগরিক রয়েছেন।

তিনি বলেন, আটককৃতদের অনেকেই ভিজিট পাস ব্যবহার করে দেশটিতে প্রবেশের পর ওই আবাসিক ভবনের আশেপাশের এলাকায় কাজ করছেন। অভিযান চলাকালে একজন ব্যক্তি দ্বিতীয় তলা থেকে লাফ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন। আটকদের দেশটির ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট ১৯৫৯/৬৩ অনুযায়ী তদন্তের জন্য বুকিত জলিল ইমিগ্রেশন ডিপোতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।





Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:**
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:**
  Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

Member: naea



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services



MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

IRS e-file

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms
available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান



আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced
Tax Professional

IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance

TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন



আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com



KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন



Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com



Silver & Gold Realty

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেজন্যেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য টিপিক প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টেট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড কারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস কারিয়ার স্কুল টিচার, ম্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সার্ভিসিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.



RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা স্পেশ্যাল ধরণের ব্যাথা / অপ্রোপ্ত স্পেইশের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি : ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, শোল্ডারের ব্যাথা, সায়াটিক ব্যাথা, অবস ফ্রাকচার, ফিনগিকিন ব্যাথা, মাথা ব্যাথা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।

Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট)

শারীরিক ভাবে অক্ষম আমেরিকানদের জন্য ডিসেবিলিটি

N-648 WAIVER

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে আপনি সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকার যেকোন সেবা আপনি সম্পূর্ণ ঘরে বসে করতে পারবেন।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি



FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

H1B | L1A VISA
EB5 | E2 VISA
POLITICAL ASYLUM

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ

মোতাসিম বিল্লাহকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বভার

উত্তর আমেরিকা অফিস



নুরুল আমিন

জাতীয় নির্বাচন কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের জন্য নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমদাদুর রহমান চৌধুরী দেশে অবস্থান করায় নুরুল আমিন বাবুকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বভার অর্পন করা হয়।

পরবর্তীতে নুরুল আমিন বাবুও দেশে অবস্থান করায় বর্তমান যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোতাসিম বিল্লাহ দুলালকে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাকের পদের দায়িত্বভার অর্পন করা হয়।- প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

এ কে আজাদসহ ১০ জনকে জেলা আ. লীগ থেকে অব্যাহতি

ঢাকা অফিস

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফরিদপুর-৩ আসনের ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী এ কে আজাদসহ দশ আওয়ামী লীগ নেতাকে দল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শামীম হক ও সাধারণ সম্পাদক ইশতিয়াক আরিফের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।

আব্দুল কাদের আজাদ ওরফে এ কে আজাদ জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য। তিনি ফরিদপুর-৩ আসনে দলীয় মনোনয়ন বঞ্চিত হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভোটে লড়ছেন। একই আসনে নৌকার মনোনয়ন পান জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শামীম হক।

অব্যাহতিপ্রাপ্ত অন্যরা হলেন জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য অ্যাডভোকেট সুবল চন্দ্র সাহা, মনিরুল হাসান মিঠু, আবুল বাতিন ও শহিদুল ইসলাম নিরু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শওকত আলী জাহিদ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক আইভি মাসুদ, কোষাধ্যক্ষ যশোদা জীবন দেবনাথ, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য খলিফা কামাল উদ্দিন ও শাহ আলম মুকুল।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি ঘোষিত ফরিদপুর-৩ সংসদীয় আসনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীর বিপক্ষে নির্বাচন করা এবং বিপক্ষ প্রার্থীর পক্ষে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও জননেত্রীর স্থানীয় নির্বাচনী সভায় আপনাদের অনুপস্থিতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের শামিল।

যা দলীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, গঠনতন্ত্র ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের পরিপন্থী। সংগত কারণেই দলীয় গঠনতন্ত্রের ৪৭ (১) এবং ৪৭ (১১) ধারা অনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে আপনাদের দলীয় স্ব-পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।



নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশে কনস্যুলটে জেনারেল ‘জাতীয় প্রবাসী দবিস-২০২৩’ উদ্‌যাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

“প্রবাসীদের কল্যাণ, মর্যাদা-আমাদের অঙ্গীকার; স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ায় তারাও সমান অংশীদার” প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে ২৯ ডিসেম্বর শুক্রবার নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে ‘জাতীয় প্রবাসী দিবস-২০২৩’ উদ্‌যাপন করা হয়। দিনের শুরু থেকেই কনসাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদা কনস্যুলেটের অন্যান্য কর্মকর্তাসহ আগত সেবা প্রার্থীদের অভ্যর্থনা ও শুভেচ্ছা জানান। দিবসটি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও মাননীয় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ঢাকা থেকে প্রাপ্ত একটি প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় কনসাল জেনারেল কনস্যুলেটে আগত সকল সেবাপ্রার্থীকে জাতীয় প্রবাসী দিবসের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। বাংলাদেশের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরার মাধ্যমে বিদেশের মাটিতে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। নিউইয়র্ক কনস্যুলেট কর্তৃক প্রদত্ত কনস্যুলার ও কল্যাণ সেবার সংখ্যা ও মানের ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশ দূতাবাস ও কনস্যুলেটসমূহ প্রবাসীদের দ্রুত সেবা প্রদানে সচেষ্ট ও বদ্ধপরিকর বলে তিনি মন্তব্য করেন। আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের প্রতিনিধিও অংশগ্রহন করেন।

কনসাল জেনারেল আরও বলেন অভিবাসীরা বাংলাদেশে রেমিটেন্স প্রেরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল করার পাশাপাশি আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি কনস্যুলেটে আগতদের বৈধ চ্যানেলে বাংলাদেশে রেমিটেন্স প্রেরণের আহবান জানান। বৈধ উপায়ে রেমিটেন্স প্রেরণের ক্ষেত্রে সরকার ঘোষিত বিভিন্ন প্রণোদনার বিষয়ে তিনি সকলকে অবহিত করেন। বাংলাদেশ সরকার প্রবর্তিত পেনশন স্কীমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যও তিনি সকলকে অনুরোধ জানান।

বাংলাদেশের চলমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের ধারাকে আরো বেগবান করার জন্য প্রবাসীদের অধিকতর বিনিয়োগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা উন্নয়নসহ সার্বিক আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে আরো জোরালো ভূমিকা প্রত্যাশা করেন কনসাল জেনারেল। এ সময় তিনি বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং মূল্যবোধকে নতুন প্রজন্মের কাছে সক্রিয়ভাবে তুলে ধরার আহবান জানান।

কনস্যুলেটে আগত সেবা প্রার্থীদের ‘জাতীয় প্রবাসী দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে মিষ্টিমুখ করানো হয়। উপস্থিত সেবাপ্রার্থীরাও এ উপলক্ষ্যে তাদের অভিমত এবং অনুভূতি ব্যক্ত করেন। সেবাপ্রার্থীরা কনস্যুলেটের সেবায় তাঁদের



নিউইয়র্কে আরটিভির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

বৃষ্ঠি ভেজা সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানে আগত সবাইকে স্বাগত জানান আরটিভির নির্বাহী প্রধান সৈয়দ আশিক রহমান।

আরটিভি মাটি ও মানুষের কথা বলে। দেশের বাইরে যে বৃহত্তর বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে, সেখানে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে আরটিভি নিরলসভাবে কাজ করছে। আমেরিকায় থেকেও প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশের সংবাদ ছাড়াও আন্তর্জাতিক সংবাদের জন্যও আরটিভির মতো স্বদেশী সংবাদমাধ্যমের উপর নির্ভর করেন। আরটিভি দেশের মতো দেশের বাইরেও জনপ্রিয় হয়ে উঠার পেছনে রয়েছে সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার নিরলস প্রচেষ্টা। ১৯ বছরের পায়ে হাঁটা পথে আরটিভি ক্রমশ শক্তিশালী হয়েছে, জনসমাজের আস্থাকে ধারণ করে আরটিভি তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবে।

২৭ ডিসেম্বর বুধবার নিউইয়র্কের বাংলাদেশি বহুল কুইনসে অনুষ্ঠিত আরটিভির ১৯ বছর পেরুনো অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেছেন। ওজনপার্কের এক জনাকীর্ন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ বর্ষপূর্তী অনুষ্ঠানে শিল্প সংস্কৃতির লোকজন ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বৃষ্ঠি ভেজা সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানে আগত সবাইকে স্বাগত জানান আরটিভির নির্বাহী প্রধান(সিইও) সৈয়দ আশিক রহমান। জনসমাজের পক্ষ থেকে একের পর এক ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে বর্ষপূর্তীর এ অনুষ্ঠানে।

সুধী সম্মাননা এবং তারকা শিল্পী ও নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল বর্ণাঢ্য।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা দিয়েছেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কন্সাল জেনারেল নাজমুল হুদা, বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতিসংঘ বাংলাদেশ মিশনের কাউন্সিলর(প্রেস) নাসির উদ্দিন।

প্রবাসে নিজেদের কাজকর্মের মাধ্যমে জনসমাজে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখার জন্য সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়েছে। সম্মাননা প্রাপ্তরা হচ্ছেন, ডেমোক্র্যাট পার্টির ডিসট্রিক্ট লিডার অ্যাট লার্জ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী,গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের শাহ নেওয়াজ,কমিউনিটি একটিভিষ্ট ফাহাদ সোলেমান, কমিউনিটি একটিভিষ্ট মিছবা আবেদীন। প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির বিকাশে অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ পারফর্মিং আর্টস (বিপা) এবং মাটি ব্যান্ডকে সম্মাননা স্বারক দেয়া হয়েছে আরটিভির পক্ষ থেকে।

সাংস্কৃতক পর্বে গান পরিবেশন করেছেন আরটিভির বাংলার গায়েন ও ইয়াংস্টারের রাফসান,অর্ণব,সাদাত,কাজী এম হক, মুসাফির মুক্তা,লিয়ানা মানহা,ফাবিহা নিসা, সামিয়া, আলভান, চন্দ্রা রায় এবং শামস। অনুষ্টান সঞ্চালনা করেন ফাবিহা নিসা ও অলিভ আহমেদ। অভ্যাগত অতিথদের নিয়ে নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

গাজায় গণহত্যা হয়নি বলে মনে করে যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর সাম্প্রতিক অভিযানে কোনো গণহত্যা হয়নি বলে মনে করে যুক্তরাষ্ট্র। জাতিসংঘের অন্যতম অঙ্গসংস্থা ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট ফর জাস্টিসে (আইসিজে) ইসরায়েলকে অভিযুক্ত করে গাজায় গণহত্যা মামলা দায়েরের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার সমালোচনাও করেছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

গত ৩০ ডিসেম্বর বাদী হয়ে আইসিজেতে মামলাটি দায়ের করে দক্ষিণ আফ্রিকা। মামলার আবেদনপত্রের সঙ্গে ৮৪ পৃষ্ঠার একটি নথি সংযুক্ত করে দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, গাজায় ইসরায়েলি বাহিনী আন্তর্জাতিক অপরাধ, যেমন—মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধ, এর পাশাপাশি গণহত্যা বা এ সম্পর্কিত অপরাধের সীমারেখা লঙ্ঘন করেছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে।

আবেদনে আরও বলা হয়েছিল, ইসরায়েলের এই আচরণ গণহত্যামূলক। কারণ তারা ফিলিস্তিনি জাতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়েই হামলা চালাচ্ছে।

গত ৩০ তারিখ আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময় আইসিজেকে দ্রুত এ বিষয়ে শুনানির অনুরোধ করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই অনুরোধে সাড়া দিয়েই ১১ জানুয়ারি শুনানি শুরুর দিন ধার্য করা হয়েছে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে আইসিজে। পাশাপাশি শুনানিতে উপস্থিত থাকতে ইসরায়েলকে প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য সমনও পাঠিয়েছে জাতিসংঘের আদালত।

আইসিজের এই আদেশের প্রতিক্রিয়ায় বুধবার মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক ব্রিফিংয়ে মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন, ‘গণহত্যা খুবই ঘৃণ্য ধরনের নৃশংসতা। বিশ্বে যতরকম নৃশংসতা-নিষ্ঠুরতা দেখা যায়, সেসবের মধ্যে গণহত্যা সবচেয়ে ন্যক্কারজনক অপরাধগুলোর একটি।’

‘তাই এই ব্যাপারটিকে হালকাভাবে নেওয়ার কিছু নেই। তবে যদি এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হয়, তাহলে আমরা বলব, গণহত্যার স্বীকৃত সংজ্ঞায় যা উল্লেখ করেছে—গাজায় তা ঘটেনি এবং যারা মামলা দায়ের করেছে, তাঁরা কোনো ফলপ্রসূ পদক্ষেপ নেয়নি।’

আলাদা এক ব্রিফিংয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন কিরবি বলেন, ‘ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ ভিত্তিহীন। দক্ষিণ আফ্রিকা যে মামলা দায়ের করেছে, তা থেকে কোনো ফলাফল আসবে না।’

আগামী ১১ ও ১২ জানুয়ারি সেই মামলার ওপর শুনানির দিন ধার্য করেছেন ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস। শুনানির সময় উপস্থিত থাকতে ইসরায়েলকে তলবও করেছেন আইসিজে।

আদালতের এই আদেশের প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলের জাতিসংঘ মিশন জানিয়েছে, এই মামলার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিসরে ইসরায়েলের মানহানি করার চেষ্টা করা করা হয়েছে এবং এর জবাব দিতে শুনানির দিন আদালতে উপস্থিত থাকবে ইসরায়েল।

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় ইরেজ সীমান্তে হামাস যোদ্ধারা অতর্কিত হামলা চালানোর পর ওই দিন থেকেই গাজায় অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি বিমানবাহিনী।

TRIBUNE TRAINING ACADEMY
29-28 41st Avenue, Suite 48, Queens, NY 11101
Office: (718) 790 - 2664 Cell: (917) 330 - 0691
- OSHA OUTREACH TRAINING
- SECURITY GUARD TRAINING
- WORK-ZONE FLAGGER TRAINING
- LIFT TRUCK / FORKLIFT TRAINING
- FIRST AID, CPR & AED TRAINING
- DEFENSIVE DRIVING
- RESUME BUILDING
- JOB SEEKING
Approved
OSHA
Authorized Training
MD NOMAN
DIRECTOR OF SCHOOL
বিস্তারিত জানতে আজই কল করুন
আপনি কি বেকার? আপনি ভাল চাকরি খুজছেন?
তাহলে নিম্নোক্ত ট্রেনিং এর মাধ্যমে নিজেকে তৈরী করুন, উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ুন।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226
ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine & Women Health Expert
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার
আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেষ্টরেল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
All Kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations



প্রবাসী ভিআইপি ক্লাবের বিলেতে পথযাত্রা পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বকুল খান

এই প্রথমবারের মতো বিলেতের বুকে প্রবাসী ভিআইপি ক্লাব তাঁর পথ চলা শুরু করেছে। মাদারীপুর ইউকে শাখার আয়োজনে ২৭ ডিসেম্বর বুধবার লন্ডনের ইষ্টহাম এক পিঠা উৎসব এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সহ-সভাপতি মনির হোসেন চান মিয়া এবং সঞ্চালনায় ছিলেন ইউকে শাখার সদস্য আজাদ মোল্লা ও কেন্দ্রীয় কমিটির সমন্বয়ক রনি খান।অনুষ্ঠানে বিশেষ আলোচক ছিলেন , মাদারীপুর প্রবাসী ভিআইপি ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান সমন্বয়ক শফিক খান। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে ছিলেন , মেয়র ফারুক হোসেন , কাউন্সিলর মুজিবুর রহমান, সাবেক কাউন্সিলর আয়েশা চৌধুরী , ব্যারিস্টার শহিদুল ইসলাম খান , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডক্টর মিজানুর রহমান, আই অন টিভির সি ই ও আতাউল্লাহ ফারুক, কাউন্সিলর দিনা হুসেন, নিউ হাম বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাব্বির হাসান, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সমন্বয়ক শফিক খান , সংগঠনের নানাবিধ মানবিক ও সামাজিক কার্যক্রম তাঁর বক্তৃতায় উপস্থাপন করেন |তিনি এই সংগঠনের বিস্তৃতি সারা বিশ্বজুড়ে প্রবাসীদের কল্যাণ ,দেশের অসহায় দরিদ্র ,সহ আর্ত মানবতার সেবায় এক ও অভিন্ন প্রবাসী ভিআইপি ক্লাব বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন , এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য প্রবাসীদের দেশের সাথে প্রবাসের সেতুবন্ধন তৈরি করা এবং দেশ প্রেমের দীক্ষা দেয়া। সর্বোপরি একজন আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও বক্তব্য সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন , যুগ্ম সম্পাদক- আজিজ মাতব্বর , সহ সম্পাদক মনির হোসেন,সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল খান,অর্থসম্পাদক মনির হোসেন মৃধা, নারী নেত্রী জেসমিন আক্তার , সদস্য শামস আজাদ টুটুল মোস্তফা খান আসাদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা করা হয়।

প্রবাসী ভিআইপি ক্লাবের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান সমন্বয়ক মিজানুর রহমান বিপ্লব আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেন সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদককে। আমন্ত্রিত অতিথিরা সংগঠনের ব্যতিক্রমধর্মী এ কার্যক্রম দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এবার বিদেশি শিক্ষার্থীদের পরিবার সঙ্গে নেওয়া নিষিদ্ধ করছে যুক্তরাজ্য

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বিদেশি শিক্ষার্থীদের ওপর আরও কঠোর হতে যাচ্ছে যুক্তরাজ্য। এবার দেশটি বিদেশি শিক্ষার্থীদের পরিবার সঙ্গে নেওয়ার বিষয়ে বিধিনিষেধ আরোপ করতে যাচ্ছে। এরই মধ্যে বিষয়টি গতকাল সোমবার থেকে কার্যকরও হয়েছে। ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লেভারলি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। হংকং থেকে প্রকাশিত ইংরেজি ভাষার সংবাদমাধ্যম সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লেভালরি বলেছেন, বিদেশি শিক্ষার্থীরা অযৌক্তিক কারণে তাঁদের সঙ্গে পরিবার নিয়ে আসেন যুক্তরাজ্যে। কিন্তু ভিসার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে সেই অযৌক্তিক আচরণ বন্ধ করা হবে, যা গত সোমবার থেকে কার্যকর হয়েছে।

জেমস ক্লেভারলি বলেছেন, এই নিষেধাজ্ঞা স্নাতকোত্তর গবেষণা পর্যায়ে ভর্তি হওয়া এবং সরকারি অর্থায়নে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ছাড়া বাকি সবার ওপর প্রযোজ্য হবে। তাঁর আশা, এই উদ্যোগ যুক্তরাজ্যে অভিবাসীর সংখ্যা হাজার হাজার কমিয়ে দেবে।

জব জবহেল্প জব

JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১.পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ, এস, এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম, টি , এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. আই ,টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম :

১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার—বৃহস্পতিবার)---------(সঃ:১০টা --বিঃ ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট ----------রবিবার ----------(বিঃ ২টা --বিঃ ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট ----------মঙ্গলবার ----------(দু:১২টা --বিঃ ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার ----------শনিবার----------(বিঃ৩ টা ---বিঃ ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)----------(সঃ ১০টা --বিঃ ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(ওয়াশ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):

১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘণ্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প "সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সপ্লসেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্টান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: **917-500-3937** Off: PH/FAX: **917-300-6160**
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or Bus:Q40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES



আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই

Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মেসি



(সাটফিন ব্লুবার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫



ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

AMERICAN TRAVEL AGENT ASSOCIATION
of Bangladesh Inc. (ATAAB)
আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইন্ক (আটাব)

নব নির্বাচিত কার্যকরি কমিটি
২০২৪-২০২৫



President
Mohammed Salim (Haroun)
Karnafully Travel Inc.



Vice President
Mohammed K. Rahman
Rahamania Travel



Treasurer
Md. Shamsuddin (Bashir)
World Tours & Travel



Join Secretary
Mohammad Abul Kalam Azad
Nabila Travel



General Secretary
Masud Morshed
Skyland Travel



Organizing Secretary
ASM Mainuddin Pinto
Ankhor Travel Inc.



Cultural & Education Secretary
Shamol Talukder
SS Travel



Executive Members
Nazrul Islam
Digital Travel Astoria



Executive Members
Mohammed Farhad Uddin
Jannat Travel



Executive Members
Mohammed K Zaman (Ranju)
Express Air Travel



Executive Members
Rupak Barua
Belal Travel, Brooklyn

আটাবের (ATAAB) শপথ গ্রহণ ২৬শে ডিসেম্বর

আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইনক (ATAAB) এর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় জ্যাকসন হাইটস্থ নবান্ন পার্টি হলে। উক্ত অনুষ্ঠানে নব নির্বাচিত কমিটিকে শপথ নামা পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাং এম রহমান, স্বত্বাধিকারী (মেঘনা ট্রভেলস)।

শপথ গ্রহণ শেষে নব নির্বাচিত সাধারন সম্পাদক মাসুদ মোর্শেদ স্বত্তাধিকারী (স্কাইল্যান্ড ট্রাভেলস্)-এর সঞ্চালনায়, বিদায়ী সভাপতি মোহাম্মদ কে রহমান স্বত্বাধিকারী (রহমানীয়া ট্রভেলস্) বক্তব্য রাখেন এবং বিগত বৎসরের কিছু কার্যক্রমের ব্যাখ্যা দেন। প্রধান নির্বাচন কমিশন তার বক্তব্যে নব নির্বাচিত কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে কিছু পরামর্শ মূলক উপদেশ দেন এবং বলেন, কিভাবে আটাবকে (ATAAB) আরোও গতিশীল করা যায় সেই দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

নবনির্বাচিত সভাপতি মোহাং সেলিম (হারুন) স্বত্বাধিকারী (কর্ণফুলি ট্রাভেলস্) তার বক্তব্যে বলেন, ঐক্যের কোন বিকল্প নেই, একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে চাই। যাতে যাত্রী সেবার মান আরও উন্নত করা যায়, সেই সাথে ভ্রমনের নিশ্চয়তা এয়ারপোর্টে যাতে কোন যাত্রীর বিড়ম্বনার শিকার হতে না হয়, সেই দিকে লক্ষ রাখতে হবে। যাত্রীর আস্থাই হবে সংগঠেনের মূল লক্ষ্য। তিনি আরোও বলেন, আমরাই যাত্রীদের শতভাগ সেবা দেওয়ার চেষ্টা করব। অনলাইন থেকে আমাদের তথা ট্রাভেল এজেন্সির টিকেটের মূল্য অবশ্যই কম থাকবে এবং যাত্রীদের ভ্রমনের ক্ষেত্রে কিভাবে টিকেট নিলে সহজ ভাবে গন্তব্যে পৌছানো যায় সেদিকে তিনি আলোকপাত করেন।

তিনি উপস্থিত সাংবদিক ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেন, আপনাদের সহযোগিতা যদি থাকে, ইনশাল্লাহ্ ATAAB এর ভবিষ্যত পরিকল্পপনা বাস্তবায়ন হবে। আপনাদের মাধ্যমেই গ্রাহকদের কাছে সকল সংবাদ পৌছানো সম্ভব, পরিশেষে তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

সভায় উপস্থিত সকল সদস্যই নিজ নিজ মতামত পেশ করেন এবং এরই ভিত্তিতে কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ণ সহ আগামীতে করনীয় বিষয়সমূহের উপর আলোচনা করা হয়। সবশেষে সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।



শাপলা ওয়েলফেয়ারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

শাপলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েট্সের বার্ষিক সাধারণ সভা ২৬ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ টায় নবান্ন পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ওয়াযীম উদ্দিন ভূঁইয়া এবং সঞ্চালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ রুহুল আমিন। সংগঠনের প্রয়াত সদস্য মরহুম সায়েদ চৌধুরী মাক্কু ও মরহুম মিজানুর রহমানের আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং পৃথিবীর মানবতার শান্তি কামনায় সৃষ্টিকর্তার নিকট দোয়া প্রার্থনার মাধ্যমে সভাটি পরিচালনা শুরু করা হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন বার্ষিক কার্য বিবরনী পাঠ করে উপস্থিত সকল সদস্যদের নিকট শুনানো হয়। সংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ফিরোজ উদ্দিন রাজিব সকলের নিকট সংগঠনের মেম্বার ডাইরেক্টরি প্রদান করেন সেই সাথে সকলকে নতুন বছর শুভেচ্ছা উপলক্ষে একটি করে ক্যালেন্ডার প্রদান করেন। অডিট কমিটির প্রধান মোঃ আলমগীর হোসেন তাহার সহকর্মী সদস্য মোঃ টি মোল্লা ও সাখাওয়াত হোসেনকে নিয়ে উপস্থিত সকলের নিকট বাৎসরিক আয় ব্যায় এবং ব্যাংকে জমাকৃত ব্যাংক স্টেটমেন্ট ও আনুসাঙ্গিক সকল খরচের রশিদ সহ সংগঠনের বাৎসরিক আয় ব্যায় এবং চূড়ান্ত হিসাব উপস্থাপন করেন। সদস্যবৃন্দ

কোন প্রশ্ন থাকলে উপস্থিত প্রশ্নের মাধ্যমে অর্থ সম্পাদক মোঃ ওমর ফারুকের সহায়তায় সকল প্রশ্ন উত্তর প্রদান করেন ইলেকশন কমিশনারের প্রধান মির হাফিজ জামাল এবং কমিশনার আমিনুল ইসলাম চৌধুরী ও নওশেদ হোসেন কে নিয়ে ইলেকশন ২০২৩ এর নবনির্বাচিত কমিটি কার্যকরী পরিষদ ২০২৪-২৫ এর সকল সদস্যদেরকে শপথ পাঠ করান এবং সকলের মাঝে ইলেকশনের সকল আয় ব্যায় হিসাব উপস্থাপন করেন একই সাথে উদ্বৃত্ত ডলার নবাগত কমিটির সভাপতির নিকট বুঝিয়ে দেন। কার্যকরী পরিষদ ২০২২-২৩ এর সকল সদস্য নবাগত কমিটি ২০২৪-২৫ এর নিকট সকল ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। নবাগত কমিটির সভাপতি ওয়াযীম উদ্দিন ভূঁইয়া সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিনের মাধ্যমে সংগঠনের বার্ষিক বাজেট উপস্থাপন করেন সকলের সম্মতিক্রমে মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ৫০০ ডলার, ইফতার পার্টির জন্য ১০০০ ডলার, বার্ষিক পুনর্মিলনীর জন্য ৫০০০ ডলার, বার্ষিক বনভোজনের জন্য ৩০০০ ডলার এবং আন্তঃকক্ষ ক্রিয়া প্রতিযোগিতার জন্য ১০০০ ডলার বাজেট প্রদান করা হয়। উপস্থিত সম্মানিত সকল সদস্যবৃন্দ ফুল দিয়ে নবাগত কমিটিকে অভিনন্দন জানানো হয়। সভাপতি সমাপনী বক্তব্য এবং নৈশভোজের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি টানা হয়।

সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা মহানগর আ.লীগের অভিষেক

উত্তর আমেরিকা অফিস



নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক উপলক্ষে সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা মহানগর আওয়ামী লীগ আয়েজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের ৫৩তম বিজয় দিবস উদযাপিত হয়ে। ১৬ ডিসেম্বর শনিবার ওরলান্ডোর আপনা ইভেন্ট সেন্টারে রাত ৮ টায় অনুষ্ঠিত তিন পুর্বের অনুষ্ঠানে আনোয়ার হোসেনের উপস্থাপনায় সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি কাজী আসিফ সুকন। বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে মুল অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রধান অতিথিদের ফুল দিয়ে ও উত্তরীয় পড়িয়ে দেন আনোয়ার হোসেন, নাজিমউল্লাহ লিটন, জুয়েল সাদত, জাহিদ হোসেন, মুরাদ হোসেন, বাহার হোসেন, জাহাঙ্গীর হোসেন প্রমুখ। নব নির্বাচিত নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান নির্বাচন কমিশনার সাব্বীর রহমান।

দ্বিতীয় পর্বের সভাপতিত্ব করেন নব নির্বাচিত সভাপতি আনোয়ার হোসেন সেন্টু। পরিচালনা করেন নাজিম উল্লাহ লিটন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুক্তযুদ্ধ বিষয়ক বহু গ্রন্থের লেখক ডা : নুরুল আমিন বলেন, আমাদের গর্বের মুক্তিযুদ্ধ আজ বিশ্ব ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যাক্তিত্ব ডা: মুরাদ খান ঠাকুর বলেন, বাংলাদেশ এর উন্নয়ন আজ দৃশ্যমান। মানুষ আজ স্বাধীনতার সফলতা শতভাগ উপভোগ করছে। বিশেষ অতিথির বক্তব্য মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী ইকবাল হায়দার বলেন, বাংলাদেশের জীবিত মুক্তিযোদ্ধারা আজ সর্বোচ্চ সম্মান ও সুবিধা ভোগ করছেন। মুক্তিযোদ্ধা শামিম মৃধা বলেন, মুক্তিযোদ্ধের স্বপ্ন পুর্নতা পেয়েছে। আজ নতুন প্রজন্ম মুক্তিযোদ্ধের ইতিহাস জানতে পারছে।

চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসো-সিয়েশনের নতুন কমিটির অভিষেক

উত্তর আমেরিকা অফিস



২০২৪-২৫ সালের নির্বাচিত কমিটির অভিষেক ও বিজয় দিবস উদযাপন করেছে চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা।

অভিষেক অনুষ্ঠানে সংগঠনের সদস্যরা ফুলের তোড়া দিয়ে নতুন কমিটিকে বরণ করে নেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. আশরাফ উদ্দীন এবং গেষ্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মাহমুদ আহমেদ। ৩০ ডিসেম্বর শনিবার জ্যাকসন হাইটসের মামা'স পার্টি হলে চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উদযাপন, নতুন কমিটির অভিষেক ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটির পরিচালনায় ছিলেন নব নির্বাচিত সাধারন সম্পাদক নোমান সরকার,ছুন্দা ও ইয়াসমীন ফাত্তাহ ঝর্না।

এসোসিয়শনের প্রধান উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর শাহ নেওয়াজ ডিকেন্সের স্বাগত বক্তব্য ও কবিতা পাঠের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার শামসুদ্দিন আজাদ। প্রধান অতিথি ড. আশরাফ উদ্দীন বক্তৃতায় শিক্ষা ও শিক্ষক জীবনের স্মৃতি তুলে ধরেন। কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী ও বলিষ্ঠ ভূমিকার বিশদ ব্যাখ্যা দেন। অভিষেক অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন শামসুদ্দিন আজাদ, বিষ্ণু গোপ, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবির,আবু নোমান সরকার, মীর হোসেন চৌধুরী,শাহিন আজমল হোসেন,জসিম চৌধুরী,আবু তালেব চৌধুরী চান্দু ও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই'র সাবেক সভাপতি কিরন কবির। সংগীত পর্বে অংশ নেন হাসান মাহমুদ, মিলি,লিলি,রেজা ও ছদা বিনতে সুলতান। কবিতা আবৃতি করেন ছন্দা, ফাহমিদা জাহান, শিবলী সাদিক ও সুচরিত।

সান্তা কলোমা আ.লীগের বিজয় দিবস উদযাপন

মহি উদ্দিন হারুন, বার্সেলোনা



৩০ ডিসেম্বর শনিবার সান্তা কলোমার গ্রামানেট এর স্হানীয় আরিবা রেষ্টুরেন্টে সান্তা কলোমা আওয়ামীলীগের আয়োজনে মহান বিজয় দিবস অনুষ্ঠান অনুষ্টিত হয়। সান্তা কলোমা আওয়ামীলীগ এর সাধারন সম্পাদক এ কে আজাদ মোস্তফার পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সান্তা কলোমা আওয়ামীলীগ এর সভাপতি মোখলেছুর রহমান নাসিম।

প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন মোনায়েম চোধুরী বাবলা সাবেক সভাপতি কাতালোনীয়া আওয়ামীলীগ , বিশেষ অতিথি খুরশীদ আলম বাদল সিঃ সহ সভাপতি, কাতালেনীয়া বার্সেলোনা আওয়ামীলীগ।

প্রধান অতিথি মোনায়েম চৌধুরী বাবলা বলেন, আমরা যুদ্ধ করা জাতী, আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা নেব, হেনরি কিসিণ্জার এর কথা আমরা ভুলি নাই। আমেরিকার কথায় আমাদের দেশ চলবে এ হতে পারে না। যারা আমেরিকা ইসরাইল কে প্রভু মনে করে তাদের হাত ধরে ক্ষমতায় আসতে ছায় আমরা তাদের ধূসরদের আজীবন ঘৃনা করি।







PEOPLE TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020.(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC Department of Consumer Affairs
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.


SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ট্রেইন ইনজুরি
• এ্যাসল্টের একসিডেন্ট
• স্লুপ লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্থ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের বাফেলো অফিস উদ্বোধন

উত্তর আমেরিকা অফিস



বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের বাফেলো অফিসের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। 'কাচারিঘর' নামে ৩১৭৮ বেইলি এভিনিউতে বর্ণিল আয়োজনে উদ্বোধন হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ও নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রথম হোম কেয়ার উদ্যোক্তা, বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ স্থানীয় গণ্যমান্য ও বিশিষ্টজনকে সঙ্গে নিয়ে ৩০ ডিসেম্বর শনিবার কাচারি ঘরের দরজা উন্মোচন করেন। এ সময় তিনি বলেন, হোম কেয়ার পেশা আমার কাছে ইবাদতের সমতুল্য। এই সেবাকে ইবাদত হিসেবে নিয়ে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে তা প্রথম শুরু করেছিলাম। তার এখন ব্যাপক বিস্তর হয়েছে। নিউইয়র্কে হাজার হাজার বাংলাদেশি রাষ্ট্রীয় এই সেবা গ্রহন করছেন। এই সেবা পরিধি বাড়িয়ে তা বাফেলোতে নিয়ে এলাম। এই সেবার জন্য কাচারি ঘর আপনাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ড. জাফর মাহমুদকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরন করে নেন ড. জুবায়দুর রহমান, ওসমান গনি, আনোয়ার হোসেন, মুক্তাদির বিল্লাহ, জহির উদ্দীন, মোশাররফ হোসেন, আজিম উদ্দীন, সানা উল্লাহ, মোহাম্মদ আলী, নাইমা সুলতানা ও শিফা।

বাংলাদেশ সোসাইটির বিজয় দিবস উদযাপন

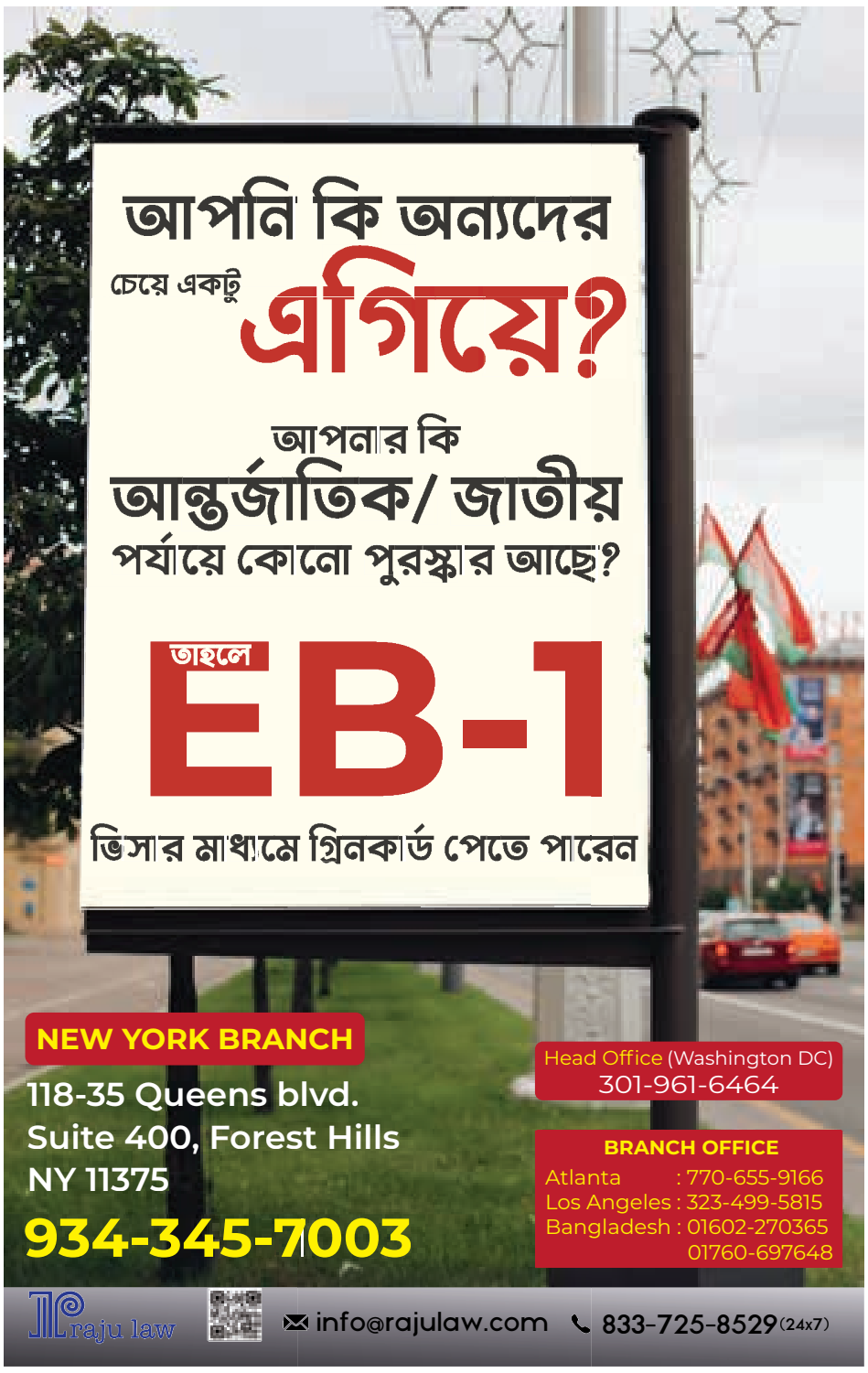
উত্তর আমেরিকা ডেস্ক



বাংলাদেশ সোসাইটি বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিজয় দিবস উদযাপন করেছে। ১৭ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় দিবসটি উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কের এলহার্স্টসস্থ সোসাইটির নিজস্ব কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সংগঠনটি।

বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, সহ সভাপতি ফারুক চৌধুরী ও বিজয় দিবস উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব মোহাম্মদ আখতার বাবুল এর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান এবং অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। এছাড়াও এবারের আয়োজনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল বাংলাদেশ সোসাইটির বাংলা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অসাধারণ পরিবেশনা। বাংলাদেশ সোসাইটির এই মহতি উদ্যোগটি উপস্থিত সবার কাছে প্রশংসিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারী স্কুল ছাত্রছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার হিসেবে মেডেল ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান, শাহ জাহান সিরাজি, মিসবাহ উদ্দিন ভুঁইয়া ছাড়াও বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হাজি মফিজুর রহমান, জহিরুল ইসলাম মোল্লা ও আতোয়ারুল আলম, সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম হাওলাদার, বিজয় দিবস উদযাপন কমিটির আহবায়ক প্রদীপ ভাট্টাচার্য্য ও সমন্বয়কারী শাহ মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ নওশাদ হোসেন, সহ-সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডা. শাহনাজ লিপি, কার্যকরী সদস্য সাদী মিন্টু, সাবেক কর্মকর্তা নূরুল হক, সাবেক কর্মকর্তা আবুল কাশেম চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট শাহাদাত হোসেন, নাজমুল আলম শ্যামল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।







Happy New Year 2024

WE ACCEPT EBT

ADI'S SUPERMARKET

1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (January 05 - 11, 2024) | Promo Code : PSP13

WE ACCEPT EBT CARDS | WE ACCEPT OTC CARDS

FREE PURCHASE OF $75 AND UP 1 BAG ONION FREE

SALE $3.49/LB BEEF WITH BONE SINA MIX	SALE $6.49/LB REGULAR WHOLE GOAT	NO CUT NO CLEAN SALE 99¢/LB CHICKEN QUARTER LEG	5 KG SALE $2.69/LB ROHU A & A BRAND
SIZE 800-1000 SALE $14.99/EA HILSHA A & A BRAND	100-200 SALE $4.99/LB RUPCHANDA	SALE $5.99/EA 500 GM HAOR PACHMISHALI	200 GM SALE 3/$5.00 KESKI TRAY SHAHJALAL
SALE $5.99/EA 500 GM CK FARMS BAILA BLOCK	2 LB BAG SALE $6.99/EA HAOR PANGASH STEAK	SALE $5.99/EA 500 GM PER PACK TAPOSHI LOOSE	500 GM SALE $4.99/EA SHAHJALAL KOI BLOCK
SALE $20.99/EA 20 LB RUPSHA PARBOILED RICE	20 LB SALE $21.99/EA ROYAL BASMATI RICE	SALE $14.99/EA 5 LTR GOURMET SUNFLOWER OIL	500 ML SALE 2/$5.00 OVIJAT MUSTARD OIL
SALE 4/$5.00 400 GM HOBBI CHICK PEAS	SALE 2/$6.99 LIPTON TEA 100 SACHET	560 GM SALE 2/$5.00 MAGGI MASALA NOODLES	SALE 2/$6.99 REGULAR MILK GALLON

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

PREMIUM SUPERMARKET

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (January 05 - 11, 2024) | Promo Code : PSP53

SALE $2.49/LB CHICKEN THIGHS	SALE $13.99/EA SIZE 8/10 HILSHA	SALE $19.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE	SALE $15.99/EA 20 LB SWARNA CHAKKI ATTA
SALE $9.99/EA SIZE 2 KG ROHU CK BRAND	SALE $2.49/LB 3-5 KG KATLA	SALE $16.99/EA 5 LITR GOURMET MAGIC SUNFLOWER OIL	SALE 2/$6.00 1 LITR RAJDHANI MUSTARD OIL
SALE $5.99/LB 100/200 WHITE POMFRET	SALE $5.99/EA 500 GM HAOR BRAND TAPOSHI IQF	SALE $3.99/EA 100+25 BAG VITAL TEA BAG	SALE 2/$6.00 8 PACK BASHUNDHARA NOODLES (ASSORTED)
SALE 2/$5.00 250 GM CK / HAOR GURA ESA	SALE 2/$5.00 250 GM CK / HAOR ROHU EGG TRAY	SALE $6.49/EA 200 GM NESCAFE ORIGINAL COFFEE	SALE 4/$5.00 737 GM RED CROSS SALT (ASSORTED)
SALE $7.99/EA 2 LB BAG CK / HAOR PANGASH STEAK	SALE $5.99/EA 500 GM CK / HAOR BAILA BLOCK	SALE $14.99/EA 2 KG DALDA VEGETABLE GHEE	SALE 2/$4.00 300 GM OVIJAT DRY CAKE

PREMISE	CONTACT	WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432		347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004		347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208		347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372		347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462		347-658-0134



FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

WE WISH YOU A HAPPY
new year
নতুন বছর, নতুন উদ্যম, নতুন
চ্যালেঞ্জ এবং নতুন সফলতা
শুভ নববর্ষ

The Bari Family

BARI HOME CARE
THE BARI ESTATE

BUSINESS INCOME TAX RETURN
PERSONAL INCOME TAX RETURN

OTHER SERVICES

Bookkeeping, Formation of corporation LLC , Payroll Processing,
Business Licenses, Notary Service, & Application of ITIN.

এখন আপনার ব্যক্তিগত আয়কর রিটার্ন এবং ব্যবসায়িক আয়কর রিটার্ন দাখিল করার সময়। আমরা আপনাকে অন্যান্য সমস্ত পরিষেবা প্রদান করতে পারি যেমন, (বুককিপিং, কর্পোরেশন এবং এলএলসি গঠন, বেতন প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবসায়িক লাইসেন্স, নোটারি পাবলিক সার্ভিস এবং আইটিআইএন অ্যাপ্লিকেশন)

OFFICE NAME: H&Y (HELMADECH & YOUNG)
Address: 456 Main St, Catskill, NY 12414,United States
website: www.bitaccounting.com
Phone: 518-943-2000

OFFICE NAME: Black Ink Tax & Accounting Services
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210
Website: www.bitaccounting.com
Phone: 877-220-5556

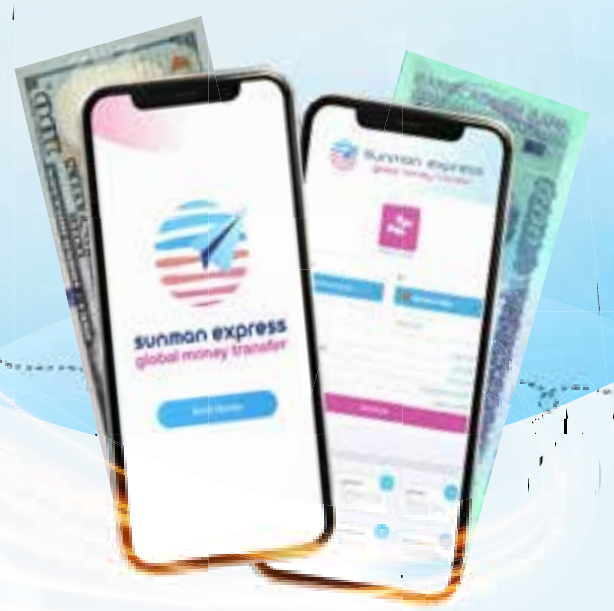
OFFICE NAME: GUARDIAN TAX
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210
Website: www.bitaccounting.com
Phone: 718-338-7654

OFFICE NAME: TAX CITY
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210.
Website: www.Taxcity.com
Phone: 718-859-4555



REHAN USMANI {EA,MBA}
OWNER

sunman express
global money transfer



টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ

DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS MOBILE APP

sunmanexpress.com
718-505-2224

DHAKA BANK LIMITED EXCELLENCE IN BANKING

GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

FREE

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115

Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115

Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ



ডাঃ শামসি রহমান

PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center



সেবা সমূহ

- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হেপসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, ফুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

Same Day Appointment
Walk-in Welcome

জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার

JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

ট্যাক্স ফাইল করুন

IRS e-file

TAX

সুরমা এজেন্সি INC.



$40 থেকে শুরু

FILE YOUR INCOME TAX HERE

37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY 11372

631.805.1051

Parkchester Medical

PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল



INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY

WE ARE OPEN:

MONDAY & THURSDAY	TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY	SATURDAY
8:30AM-8:00PM	8:30AM-6:00PM	9:00AM-3:00PM

WE ACCEPT ALL
MEDICAID / MEDICARE
MOST INSURANCES
ACCEPTED INCLUDING
WORKERS COMP.
NO-FAULT, SLIP AND FALL.



- শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
- শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
- হৃদরোগ
- শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
- মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
- নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
- পায়ের চিকিৎসা
- পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
- হাড়ের চিকিৎসা
- সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচি:

তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!

সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মি থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা

মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মি থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা

শনিবার
সকাল ৯:০০ মি থেকে দুপুর ৩:০০টা

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন • নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া



বছরের ১ম দিনে ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে নিউইয়র্কে বিক্ষোভ

রোকেয়া দীপা

আমেরিকার সবচেয়ে ব্যস্ত ভ্রমণের দিনগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে বছরের নতুন দিন। ১ জানুয়ারি সোমবার নিউইয়র্কের বিমানবন্দরগুলো এবং আশেপাশের এলাকায় দুঃস্বপ্ন তাড়া করেছে। ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরাইলের ক্রমাগত হামলার প্রতিবাদে শত শত বিক্ষোভকারীরা জেএফকে বিমানবন্দর এলাকায় ভিড় করার ফলে দীর্ঘ ট্র্যাফিক জ্যামে পড়ে এলাকাটি। পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করলেও বছরের প্রথম দিন জেএফকে অভিমুখী যাত্রীদের চরম ভোগান্তি হয়েছে।

'ফ্লাড জেএফকে ফর গাজা' নামের এ বিক্ষোভ আয়োজনে ছিল ইসরাইল বিরোধী আমেরিকার বিভিন্ন নাগরিক সংগঠক। ফ্রি প্যালেস্টাইনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সকাল থেকেই গাড়ির বহর জেএফকে বিমান বন্দর অভিমুখে যাত্রা করতে দেখা যায়। বেলা ২টা থেকে ৪ নং টার্মিনালে বিক্ষোভ সমাবেশ করার কথা থাকলেও বেশ আগে থেকে মহাসড়কের প্রবেশ পথ পুলিশ বন্ধ করে দেয়। বিমানবন্দরের প্রবেশের মহাসড়ক বেল্ট পার্কওয়েতে প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেয়ার ফলে কয়েক মাইলের দীর্ঘ ট্র্যাফিক জ্যামে লোকজনকে আটকা পড়তে দেখা যায়। বিমানযাত্রী না হয়েও অনেকেই আগাম না জেনে এ সড়ক পথে ভ্রমণ করতে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ট্র্যাফিকে আটকা পড়েন।

বিক্ষোভকারীরা গাড়ি বহরে প্যালেস্টাইনের পতাকা ও সাদা চাদর উড়িয়ে ইসরাইলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকে। ব্যাপক পুলিশের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি উত্তেজনাকর হয়ে উঠলেও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

পোস্টারে প্যালেস্টাইনের শিশুর ছবি দিয়ে ইসরাইলের হামলার কথা কড়া ভাষায় উচ্চারণ করেছে বিক্ষোভকারীরা। নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে ইসরাইলের ক্রমাগত হামলার নিন্দা সহ ইসরাইলের প্রতি আমেরিকার একতরফা সমর্থনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীরা স্লোগান দিতে থাকে। জেএফকে বিমানবন্দর থেকে বিক্ষোভের গাড়ি বহরকে পুলিশ ফিরিয়ে দিলে বিক্ষোভকারীরা লাগুর্ডিয়া বিমানবন্দরের দিকে ফিরে আসতে দেখা যায়। এর ফলে নগর কেন্দ্রের কাছাকাছি সর্বত্র সড়ক যাত্রীদের কঠিন ট্র্যাফিক জ্যামে পড়তে হয়েছে। জেএফকে বিমানবন্দরে ৬০টি যাত্রীবাহী ফ্লাইট বিলম্বের কবলে পড়েছিল বলে জানানো হয়েছে।

জেএফকে বিমানবন্দরের কাছে জামাইকা স্যাটল ট্রেন স্টেশনে বিমানযাত্রার বোর্ডিং পাস ছাড়া কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। লাগুর্ডিয়া এয়ারপোর্টে প্রবেশের পথেও বিক্ষোভকারীদের অবস্থানে পুলিশ বাঁধা প্রদান করে। পরে বিক্ষোভকারীরা ম্যানহাটনের ওয়াল স্ট্রিটের দিকে চলে যেতে সবাইকে অনুরোধ করতে দেখা যায়। 'গ্লোবাল স্ট্রাইক ফর গাজা' নামের এ আন্দোলনের মাধ্যমে আমেরিকার বড়বড় নগরে টানা বিক্ষোভ সমাবেশ অব্যাহত রয়েছে।

মনজুর আহমদকে নিয়ে সাহিত্য একাডেমির ভিন্নমাত্রার

উত্তর আমেরিকা অফিস



২৯ ডিসেম্বর শুক্রবার জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'সাহিত্য একাডেমি, নিউইয়র্কের মাসিক সাহিত্য আসরটি। পুরো আসর পরিচালনায় ছিলেন একাডেমির পরিচালক মোশাররফ হোসেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। পারভীন সুলতানার বিজয়ের কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে আসরের সূচনা হয়। এবারের আসরটি দুই পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বটি ছিল লেখকের সঙ্গে মুখোমুখি কথোপকথন। পর্বটি পরিচালনায় ছিলেন লেখক হাসান ফেরদৌস। তিনি বরেণ্য সাংবাদিক ও লেখক মনজুর আহমেদের সঙ্গে তাঁর সাংবাদিকতা এবং লেখালেখি নিয়ে কথা বলেন। দ্বিতীয় পর্বটি সাজানো হয় সাহিত্য একাডেমির নিয়মিত আয়োজন আলোচনা ও স্বরচিত পাঠ দিয়ে।

আলোচনার শুরুতে হাসান ফেরদৌস বলেন, মনজুর আহমেদ ৬২ বছর সাংবাদিকতা করেছেন। সাংবাদিকতা তাঁর রক্তে, পাশাপাশি এও ঠিক যে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন। তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা ২১টি। এগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, মুক্তিযুদ্ধ, দ্বিতীয়ত, স্মৃতিকথা, তৃতীয়ত, তাঁর সাহিত্যকর্ম। তিনি গল্প, উপন্যাসও লিখেছেন। অমৃত পথযাত্রী তাঁর গুরুত্বপূর্ণ একটি বই।

হাসান ফেরদৌসের প্রশ্নের উত্তরে মনজুর আহমেদ বলেন, আমি যত জোর দিয়ে নিজেকে একজন সাংবাদিক বলতে পারি, তত জোর দিয়ে সাহিত্যিক বলতে পারি না। যে নিষ্ঠা আমার সাংবাদিকতায় আছে সে নিষ্ঠা সাহিত্য সাধনায় নেই। আমার পেশার পাশে যখন কোন ঘটনা প্রবাহ স্পর্শ করেছে তখন আমি কবিতা, গল্প, উপন্যাস লিখেছি। এটাকে সাহিত্য সাধনা বলা যায় না। তবে কিছু লেখা লিখে আমি অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তাঁর লেখা পাঁচটি গ্রন্থ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, গ্রন্থ গুলোর বিষয়বস্তু একটি থেকে অন্যটি সম্পূর্ণ আলাদা। মুক্তিযুদ্ধের পর অনেক মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, সেগুলোর সংকলন প্রথম বইটা। দেশের বাইর হতে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধ করে এসেছেন, দেশে থেকে যাঁরা সাফার করেছেন, নয় মাসের বিভিন্ন ঘটনাবলী, কোন কোন সেক্টরে কারা কীভাবে কাজ করেছেন, নৌ কমান্ডদের কথা সহ প্রতিটি বইয়ের প্রেক্ষাপট আলাদা। অজানার বঙ্গবন্ধু বইটি সম্পর্কে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য পেয়েছি আমি খুব ছোটবেলা থেকে। তাঁকে আমি চাচা বলে সম্বোধন করতাম। খুব কাছে থেকে তাঁকে দেখেছি, জেনেছি। বইটি লিখতে পেরে খুব আনন্দ পেয়েছি। শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তরে মনজুর আহমেদ বলেন, আত্মজীবনী লেখার কথা ভাবি নি, তবে আমি যে সময়টা দেখেছি সে সময়টা তুলে ধরা দায়িত্ব মনে করি। আমি প্রিয়, অপ্রিয়র মধ্যে বাস করি না। আমি হাড়ে মজ্জায় সাংবাদিক, সাদাকে সাদা বলি, কালোকে কালো বলি।

মনজুর আহমেদের সঙ্গে আলাপচারিতার সমাপ্তিতে আরেক বর্ষীয়ান সাংবাদিক মোহাম্মদ উল্লাহ বলেন, মনজুর আহমেদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব পাঁচ দশকের বেশি। মনজুর আহমেদ এবং আমি, বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে দুই ধরনের আদর্শে বিশ্বাস করি। মতের বিভেদ থাকা সত্ত্বেও একজন যে আরেকজনের সঙ্গে সভ্য, স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে, আমাদের বন্ধুত্ব সেটি প্রমাণ করে। তাঁর বন্ধু হতে পেরে গর্ব বোধ করছি। আমি তাঁর দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

আসরের নিয়মিত আয়োজন দ্বিতীয় পর্বের প্রারম্ভে লেখক ফেরদৌস সাজেদীন বলেন, আপনাদের কারো চোখেমুখে কোন ক্লান্তি দেখছি না, দেখছি সবাই উদ্দীপ্ত হয়ে আছেন। উদ্দীপ্ত তো হবেনই, কারণ, আপনাদের সবার সঙ্গে রয়েছে আপনাদের নতুন সৃষ্টি কবিতা, গল্প, ছড়া। আপনাদের উল্লাস ভাগ করে নেয়ার জন্য সাহিত্য একাডেমি একটি পরিবেশ তৈরি করেছে, প্লাটফর্ম দিয়েছে, সেজন্য সাহিত্য একাডেমিকে ধন্যবাদ। মনজুর আহমেদের মতো প্রাজ্ঞজনরা নিয়ম করে সাহিত্য একাডেমিতে আসবেন, কথা বলবেন, আমরা আরো সমৃদ্ধ হবো সামনের দিনগুলোতে। সৃষ্টিশীলতা যার যার তার তার, কিন্তু সৃষ্টিশীলতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য একটা টোকা তো দরকার, সাহিত্য একাডেমি সেই কাজটাই করছে।



নক্ষত্রের পতন হতে পারে ৫০ আসনে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

থেকে শুরু করে উদীয়মান অনেক নেতাদেরই ভাগ্যে নেমে আসছে কালো অনামিশা। এমন পরিস্থিতিতে রোববার সকালে ভোট কেন্দ্রগুলো খুলছে। তবে ভোটকেন্দ্রে ভোটারের উপস্থিতি নিয়ে সব চেয়ে ভয়ে আছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। কারণ অনেকে বলছেন, এবারের নির্বাচন মামু-খালুদের নির্বাচন। তার মনে হচ্ছে বিএনপি বিহীন আওয়ামী লীগ এবং তার সমর্থকদের নিয়েই নির্বাচন। আসল নির্বাচন বলতে যা বুঝায় তার কোন লেশ নেই। নিজেরা নিজেরা নির্বাচন করে আসনগুলো ভাগাভাগি করে নিচ্ছে দলীয় নেতারা। এমন এমন সমালোচনার মুখে ৭ জানুয়ারি নির্বাচন হতে যাচ্ছে।

৫০ বেশি প্রার্থী হুমকির মুখে

এক তরফা হলেও এবারের নির্বাচনে রাজনীতির খাতা থেকে বিলুপ্ত হতে পারেন কমপক্ষে ৫০ প্রবীণ বা মাঠে ময়দানের নেতা। এরমধ্যে অনেকে বিএনপি বা অন্যদল থেকে ডিগবাজি দিয়ে আওয়ামী লীগের নির্বাচনের বাশিঁতে সাড়া দিয়ে নৌকা বা অণ্য মার্কা নিয়ে দাড়িয়ে গেছেন।

এরমধ্যে আছেন সিলেট -৩ আসনের নুরুল ইসলাম নাহিদ। ওই আসনে তৃণমূল বিএনপির শামসের মুবিন চৌধুরীকে সমর্থন দিচ্ছে সরকারি প্রশাসন্। এমন অভিযোগ আছে। এ ছাড়া কুষ্টিয়া-২ আসনে নৌকার প্রার্থী হাসানুল হক ইনুর ভিত নড়বড়ে করে দিয়েছেন স্বতন্ত্র (ট্রাক)- মো. কামারুল আরেফিন (উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক)।

ঝালকাঠি-১ আসনে নৌকার প্রার্থী শাজাহান ওমর (সাবেক বিএনপি) সাথে স্বতন্ত্র (ঈগল) মো. মনিরুজ্জামান (সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান), পিরোজপুর-২ নৌকার প্রার্থী (১৪ দল, জেপি) আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর সাথে ভালো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে স্বতন্ত্র (ঈগল)- মো. মহিউদ্দিন মহারাজ (জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক) এর সাথে । . জামালপুর-৪ নৌকার মো. মাহবুবুর রহমানের সাথে স্বতন্ত্র (ঈগল) মুরাদ হাসান (বর্তমান সংসদ সদস্য), কিশোরগঞ্জ -২ নৌকা- আবদুল কাহার আকন্দ এর সাথে স্বতন্ত্র (ট্রাক)- মো. আক্তারুজামান (সাবেক বিএনপি নেতা) । নৌকা (১৪ দল, ওয়ার্কার্স পার্টি)- রাশেদ খান মেননের সাথে স্বতন্ত্র (ঢেকি) মো. মনিরুল ইসলাম (সাবেক সংসদ সদস্য) , নারায়ণগঞ্জ-১ নৌকার পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজীর সাথে তৃণমুল- তৈমুর আলম খন্দকার, ফরিদপুর-১ নৌকার প্রার্থী আব্দুর রহমানের সাথে বিএনএম এর শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর (বিএনপির সাবেক নেতা)এবং স্বতন্ত্র (ঈগল) মোহাম্মদ আরিফুর রহমান (আওয়ামী লীগ), ফরিদপুর-৩ নৌকার শামীম হক সাথে স্বতন্ত্র (ঈগল)- আব্দুল কাদের (একে) আজাদ (ব্যবসায়ী নেতা) , হবিগঞ্জ-৪ নৌকার প্রার্থী বিমান প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলীর সাথে স্বতন্ত্র (ঈগল)- সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ নৌকার বদরুদ্দোজা মো. ফরহাদ হোসেন সাথে স্বতন্ত্র (কলার ছড়ি)- এস এ কে একরামুজ্জামান (বিএনপি চেয়ারপার্সনের সাবেক উপদেষ্টা), চট্টগ্রাম-১০ নৌকা- মো. মহিউদ্দিন বাচ্চু সাথে স্বতন্ত্র (ফুলকপি)- মোহাম্মদ মনজুর আলম (সাবেক সিটি মেয়র), নওগাঁ-১ নৌকার প্রার্থী খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারের মুখোমুখি হবেন ট্রাক প্রতীক নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী আওয়ামী লীগের মো. খালেকুজ্জামান, . পাবনা-১ আওয়ামী লীগের প্রার্থী ডেপুটি স্পীকার মো. শামসুল হক টুকুকে সহজে ছাড়ছেন না প্রবীণ রাজনীতিবিদ ট্রাক প্রতীক নিয়ে স্বতন্ত্র সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, পিরোজপুর-২ নৌকা প্রতীকে ১৪ দলের প্রার্থী জেপির আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এর সাথে লড়াই হবে ঈগল প্রতীকে স্বতন্ত্র জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক মো. মহিউদ্দিন মহারাজ, ফরিদপুর-৪ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী কাজী জাফর উল্ল্যাহের সাথে স্বতন্ত্র ঈগল নিয়ে আওয়ামী লীগের মজিবুর রহমান চৌধুরীর সাথে লড়াই হবে। মাদারীপুর-৩ আওয়ামী লীগের প্রার্থী মো. আব্দুস সোবহান গোলাপের সাথে ঈগল প্রতীকে আওয়ামী লীগের সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্য ও উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মোসা. তাহমিনা বেগম, শরীয়তপুর-২ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীমের সাথে লড়াই হবে স্বতন্ত্র যুবলীগ নেতা খালেদ শওকত আলী, . চট্টগ্রাম-১২ আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোতাহেরুল ইসলাম চৌধুরীর সাথে লড়বেন ঈগল নিয়ে স্বতন্ত্র বর্তমান সংসদ সদস্য সামশুল হব চৌধুরী। কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান কক্সবাজারের চকরিয়া আসনে থেকে লড়বেন স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং বর্তমান সাংসদ জাফর আলম। এ ছাড়া আরো বেশ কয়েকটি আসনে বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

সমাঝোতার আসনে বেহাল দশা: জাতীয় পার্টি মাঠ ছেড়ে দিয়েছেন। এবারের নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে জাতীয় পার্টি প্রার্থী দিয়েছে ২৬৫ আসনে লাঙ্গল প্রতীকে নির্বাচন করছেন। ইতোমধ্যে ৮০টা আসনে নির্বাচন থেকে সরে দাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা। আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টির জন্য ২৬টি এবং জোটের জন্য ৬টি আসন ছেড়ে দিয়েছে। সেই আসনগুলোর অবস্থা জাতীয় পার্টি এবং শরীকদের জন্য বেশ নড়বড়ে অবস্থা। অভিযোগ আছে, সমঝোতার আসনগুলোতে যারা নৌকার প্রার্থী ছিলেন, তারা প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর কার পক্ষ নেবেন বা করণীয় কী- এ ব্যাপারে তাদের কোনো সিদ্ধান্ত দেয়নি আওয়ামী লীগ। ফলে অনিশ্চয়তা নিয়েই ভোটের মাঠে লড়ছেন সমঝোতার আসনের জোট শরিক ও জাপার প্রার্থীরা। সেই অনিশ্চয়তা থেকেই জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের ভোটের মাঠে তার দল থাকবে কিনা তা নিয়ে শেষ মুহূর্তেও সংশয় প্রকাশ করেছেন। আওয়ামী লীগের আসনগুলোতে জাপা ও জোটের শরিক দলের প্রার্থী থাকার বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবেই দেখছে আওয়ামী লীগ। দলটির নেতারা মনে করেন, এই সব দলের প্রার্থীদের নৌকার প্রার্থীকে হারানোর ক্ষমতা নেই। তবে তারা থাকলে ভোটার উপস্থিতিতে সহায়ক হবে। জাতীয় পার্টি শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে থাকবে কিনা- গত সোমবার সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে জাপা চেয়ারম্যান বলেন, 'নির্বাচন না আসা পর্যন্ত সঠিক করে বলা যাচ্ছে না। নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত থাকব কিনা সেটা সময়ই বলে দেবে। সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করেন।'

জাতীয় পার্টিকে ছেড়ে দেওয়া ২৬ আসনের মধ্যে বাকি ২৪টি আসনের প্রার্থীরা হচ্ছেন ঠাকুরগাঁও-৩ আসনে হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, কিশোরগঞ্জ-৩ আসনে মো. মুজিবুল হক চুন্নু, রংপুর-১ আসনে হোসেন মকবুল শাহরিয়ার, নীলফামারী-৪ আসনে আহসান আদেলুর রহমান, কুড়িগ্রাম-১ আসনে মুস্তাফিজ, কুড়িগ্রাম-২ আসনে পনির উদ্দিন আহমেদ, নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনে সেলিম ওসমান, গাইবান্ধা-১ আসনে ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, গাইবান্ধা-২ আসনে মো. আব্দুর রশিদ সরকার, সিলেট-৩ আসনে মো. আতিকুর রহমান, নীলফামারী-৩ আসনে রানা মোহাম্মদ সোহেল ও বগুড়া-৩ আসনে নুরুল ইসলাম তালুকদার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া, চট্টগ্রাম-৮ আসনে সুলেমান আলম শেঠ, বগুড়া-২ আসনে শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ, সাতক্ষীরা-২ আসনে মো. আশরাফুজ্জামান, ফেনী-৩ আসনে মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী, চট্টগ্রাম-৫ আসনে আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, পটুয়াখালী-১ আসনে রুহুল আমিন হাওলাদার, ময়মনসিংহ-৫ আসনে সালাহ উদ্দিন আহমেদ মুক্তি, ময়মনসিংহ-৮ আসনে ফখরুল ইমাম, পিরোজপুর-৩ আসনে মো. মাশরেকুল আজম রবি, হবিগঞ্জ-১ আসনে মো. আব্দুল মুনিম চৌধুরী, মানিকগঞ্জ-১ আসনে জহিরুল আলম রুবেল ও বরিশাল-৩ আসনে গোলাম কিবরিয়া টিপু।

এসব প্রার্থীর মধ্যে তুলনামূলকভাবে ভালো অবস্থানে আছেন জিএম কাদের, মুজিবুল হক চুন্নু, ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী ও আদেলুর রহমান। তারা মূলত আওয়ামী লীগের দলীয় কোন্দলের কারণে জয়ী হয়ে যেতে পারেন। অন্য প্রার্থীদের আওয়ামী লীগ পূর্ণ সমর্থন না দিলে তাদের অনেকেরই জামানত বাজেয়াপ্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে।

১৪ দলের শরিকদের মধ্যে ওয়ার্কার্স পার্টি দুটি আসন পেয়েছে। এর মধ্যে বরিশাল-২ আসনে রাশেদ খান মেনন ও রাজশাহী-২ আসনে ফজলে হোসেন বাদশা রয়েছেন। জাসদ পেয়েছে তিনটি আসন। এর মধ্যে কুষ্টিয়া-২ আসনে হাসানুল হক ইনু, লক্ষ্মীপুর-৪ আসনে মোশারফ হোসেন ও বগুড়া-৪ আসনে এ কে এম রেজাউল করিম তানসেন। জেপি পিরোজপুর-২ আসন পেয়েছে। সেখানে প্রার্থী হয়েছেন আনোয়ার হোসেন মঞ্জু।

এসব আসনের শরীকদের অবস্থা খারাপ। আওয়ামী লীগের সমর্থন ছাড়া তাদের বিজয়ী হওয়ার সুযোগ খুব একটা নেই। সে কারণে এসব প্রার্থী আওয়ামী লীগের কাছে শুধু সমঝোতাই নয়, জয়ের নিশ্চয়তাও চান। এখন পর্যন্ত কোনো নিশ্চয়তা না পেয়ে তারা ক্ষোভ ও হতাশা ব্যক্ত করেছেন। তুলনামূলকভাবে বরিশাল-২ আসনে রাশেদ খান মেনন ও কুষ্টিয়া-২ আসনে হাসানুল হক ইনুর অবস্থান অন্যদের তুলনায় ভালো।

এ দিকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য করতে ব্যর্থ হলে রাষ্ট্রই ব্যর্থ হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার মো. আনিছুর রহমান। দেশ সমগ্র বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে বলেও করেন তিনি। এদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. মোস্তাফিজুর রহমান জানিয়েছেন, আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন গণপরিবহন,ও প্রাইভেটকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকবে না। মঙ্গলবার সকালে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রশিক্ষণ উদ্বোধনকালে তারা এসব কথা বলেন।

নির্বাচনের পরে কি হবে

দেশের অর্থনীতির অবস্থা নাজুক। ১৩০ টাকায় প্রতি ডলারে ব্যাংকে এলসি করা যাচ্ছে না। বিমানের জেট ফুয়েল আমদানির মত ডলার দিতে পারছে না সরকার। শীতেও জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে। তাহলে এক তরফা নির্বাচন করলে কি হবে এর ফলাফল।

'নির্বাচনের পর এই সরকার থাকবে কি না, জানি না'

ঢাকা অফিস

'নির্বাচনের পর এই সরকার থাকবে কি না, কত দিন থাকবে, দেশের অবস্থা কি হবে, আমরা জানি না'—এমন শঙ্কা প্রকাশ করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের।

বৃহস্পতিবার দুপুরে রংপুর-৪ আসনের পীরগাছা উপজেলার চন্ডিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে নির্বাচনী সভায় জিএম কাদের এসব কথা বলেন।

জিএম কাদের বলেছেন, 'আমরা এই সরকারকে বিশ্বাস করে নির্বাচনে এসেছি, কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারিনি। এর আগের সব নির্বাচনে সরকার কারচুপি করেছে। এই নির্বাচনে আপনারা যদি ভুল করেন, তাহলে এর মাসুল দিতে হবে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ, আওয়ামী লীগও ভালো নেই, অশান্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। সব জায়গায় দলীয়করণ। দল না করলে চাকরি নাই, ব্যবসা নাই। নির্বাচনের পর এই সরকার থাকবে কি না, কত দিন থাকবে, দেশের অবস্থা কি হবে, আমরা জানি না।'

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির বিষয়ে জিএম কাদের বলেন, 'জিনিসপত্রের দাম লাগামহীন। সেটা নিয়ে সরকার, সরকারি দলের কোনো মাথা ব্যথা নেই। বাণিজ্যমন্ত্রী এখানকার এমপি। ওনার চারপাশে সব সময় দেখবেন শত কোটি টাকার মালিক। সাধারণ জনগণকে উনি কোনো সময় দেখতে পান না। আপনাদের
কারও ঠোঁটে কি লিপস্টিক আছে নাকি। নাই। উনি লিপস্টিক দেখল কোথায়?

ভোট চুরি করলে জনগণ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণ তার পছন্দমতো প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবে- সেটাই আমাদের লক্ষ্য। যা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটা মাইলফলক হয়ে থাকবে এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রা সুগম হবে। ইনশাআল্লাহ্, ৭ই জানুয়ারির নির্বাচনে আমরা সফল হবো, জনতার জয় হবে। অনেকে বাংলাদেশ নিয়ে খেলতে চায় মন্তব্য করে শেখ হাসিনা বলেন, নির্বাচনে যার যার ভোট সে শান্তিমতো দেবে। সেই পরিবেশ আমাদের রক্ষা করতে হবে। কারণ মনে রাখতে হবে এই নির্বাচন বাংলাদেশের জন্য একান্তভাবে জরুরি।

কারণ বাংলাদেশ নিয়ে অনেক ধরনের খেলা অনেকে খেলতে চায়। শেখ হাসিনা বলেন, আজকে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের প্রার্থী আছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা নির্বাচনটাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছি। এটা আমাদের স্লোগান- আমার ভোট আমি দেবো যাকে খুশি তাকে দেবো। কাজেই আপনাদের পছন্দমতো ভোট দেবেন। কিন্তু কোনো ধরনের গণ্ডগোল আমি চাই না। আমাদের সহনশীলতা দেখাতে হবে।

সবাইকে নৌকা প্রতীকে ভোট দেয়ার আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, বিএনপি-জামায়াতের দুর্বৃত্তায়নের জবাব দিতে হবে আপনাদের, বাংলাদেশের মানুষকে। আপনারা নৌকায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করে এর জবাব দেবেন এবং উন্নয়নের ধারাটা অব্যাহত রাখবেন সেটাই আমরা চাই। শেখ হাসিনা বলেন, ২০০৮ সালে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পর ২০১৪ ও ২০১৮ সালেও জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সরকারে আসি। বাংলাদেশের ইতিহাসে ধারাবাহিকভাবে গণতন্ত্র এবং দেশের উন্নয়নে কাজ করার সৌভাগ্য আমাদের হয়। যার ফল আজকের বদলে যাওয়া বাংলাদেশ। তিনি বলেন, আমরা যে লক্ষ্য স্থির করেছিলাম, বাংলাদেশকে উন্নত করবো, বাংলাদেশের মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেবো, আমরা কিন্তু সেই বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছি। আজকে দারিদ্র্যের হার কমিয়ে ১৮ দশমিক ৭ ভাগে আমরা নামিয়ে এনেছি। মাথাপিছু আয় আমরা বৃদ্ধি করেছি। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছি। হতদরিদ্রের হার ২৫.১ ভাগ থেকে ৫.৬ ভাগে নামিয়ে এনেছি। রাস্তাঘাট, পুল, ব্রিজ বাংলাদেশের ব্যাপকভাবে উন্নয়ন করা হয়েছে। মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বেসরকারিখাতকে উন্মুক্ত করে দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৯৬ সাল থেকে যেটা শুরু করেছিলাম সেটা আরও প্রসারিত করেছি। প্রতিটি বড় বড় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় করে দিয়েছি। প্রতিটি উপজেলায় ভোকেশনাল ট্রেনিং এবং কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি। সরকারপ্রধান বলেন, আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ করবো বলেছিলাম, আজকের বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ, এখন সবার হাতে মোবাইল ফোন আছে, ওয়াইফাই কানেকশন দিয়েছি। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ আমরা উৎক্ষেপণ করেছি। দারিদ্র্যের হার কমানোর পাশাপাশি বেকারত্বের হারও কমিয়েছি। এখন বাংলাদেশে বেকারত্বের হার মাত্র ৩ শতাংশ। সবাই যদি উদ্যোগ নেয় তাহলে যে কোনো কাজ করতে পারে।

অপরাধে জড়াচ্ছে বাংলাদেশি তরুণ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতারণা করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হাতিয়ে নেয়ার চক্রের সাথে জড়িত ছিলেন এ মীম জান্নাত। মীম জান্নাতের মতো বেশ কিছু নারী ফেসবুক সহ নানা সামাজিক মাধ্যমে কঠিন সব অনৈতিকতা ও অপরাধে জড়িয়ে পরার প্রমাণ পাওয়া গেছে। অনেক মেয়ে অসৎ উদ্দেশ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করছে অসম বয়সের লোকজনের সাথে। পরে এসব নিয়ে ফাঁদে ফেলে প্রতারণা করছে। নিজেদের দেশের মেয়েদের মাধ্যমে এমন প্রতারণার শিকার অনেকেই লোক লজ্জার ভয়ে মুখ বন্ধ রাখেন। নিজের স্ত্রী , পরিবার রেখে অল্প বয়স্ক এসব প্রতারক তরুণীদের খপ্পরে অনেকেই পড়েছেন বলে কমিউনিটিতে গুঞ্জন রয়েছে।

ব্রুকলিন থেকে ব্রঙ্কসর পর্যন্ত বাংলাদেশি তরুণ তরুণীদের অপরাধের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত। নিউইয়র্কে এখন গাঁজা সেবন বৈধ হলেও বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর মাদক কেনা-বেচা এবং সেবন অবৈধ। গাঁজা ছাড়াও বিভিন্ন নামের নেশাজাত দ্রব্য ব্যবহার ও এর গোপন বেচা বিক্রি নিয়ে গড়ে উঠেছে একটি চক্র। এ চক্রে বাংলাদেশি তরুণ

> বাংলাদেশিবহুল এলাকায় গাড়ি চুরিসহ ছিনতাই, রাহাজানিতেও স্বদেশী যুব তরুণের উপস্থিতি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। নিউইয়র্ক সহ আমেরিকায় বাংলাদেশি কমিউনিটিতে বাইরের অবস্থার সাথে গোপন অবস্থা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

তরুণীদের উপস্থিতিতি কমিউনিটির জন্য পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশিবহুল এলাকায় গাড়ি চুরি সহ ছিনতাই , রাহাজানিতেও স্বদেশী যুব তরুণের উপস্থিতি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে বলে অনেকেই মনে করছেন। নিউইয়র্ক সহ আমেরিকায় বাংলাদেশি কমিউনিটিতে বাইরের অবস্থার সাথে গোপন অবস্থা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। কমিউনিটির নানা কোলাহলে দেখা যায় , দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা লোকজন তাদের গ্রাম, উপজেলার সমিতি, বনভোজন, কবর ক্রয় করা , মসজিদ নির্মাণ -এসব নিয়ে দলাদলিতে ব্যস্ত। এসব কমিউনিটি কোলাহলে বাংলাদেশি যুব তরুণদের কোনোই যোগসূত্র নেই। যুব তরুণরা সহজেই আন্ডার ওয়ার্ল্ডে নিজেদের অপরাধ চক্র গড়ে তুলেছে।

কমিউনিটির একজন প্রবীণ সাংবাদিক এ নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়ায় জানালেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গত তিন দশক থেকে আমেরিকায় ব্যাপক লোকজনের আগমন ঘটেছে। পশ্চিমা সমাজের উত্তালতার সাথে তাল মিলানোর জন্য অনেকেরই সামাজিক , সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি নেই। ফলে বহু জাতি গোষ্টির এ দেশে এসে অনেকেই স্বদেশে লালন করা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ থেকে সহজেই ঝরে পড়ছে। অনেকেই আত্মঘাতী হয়ে উঠেছে। দেখা যায়, স্কুল কলেজগামী সন্তানরা বখাটে হচ্ছে। কলেজ পেরুনো তরুণী জড়িয়ে পড়ছে মীম জান্নাতের মতো অপরাধ কর্মে। বাংলাদেশি কমিউনিটির এ ধরনের বখাটে যুব তরুণদের ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার সময় এখন এবং এ ব্যাপারে প্রতিটি পরিবার এবং আশেপাশের লোকজনকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন বলে অনেকেই মনে করেন।

নতুন বছর মঙ্গলের হোক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দোলাচলে হারিয়ে যাওয়া সময়। এগিয়ে যাওয়ার প্রতিটি ধাপে মানুষ পেছনে ফিরে দেখে। লব্ধ অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করেই রচিত হয় সাফল্যের অগ্রযাত্রা। ২০২৪ সাল ব্যক্তি, সমাজ, স্বদেশ ও বিশ্বের জন্য এমন সাফল্য ও শান্তির হাতছানি নিয়ে এসেছে।

২০২৩ আন্তর্জাতিকভাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে রক্তাক্ত ফিলিস্তিনের জন্য। হামাস- ইসরাইল সংঘর্ষের জের ধরে হাজারও মানুষের মৃত্যু, বাস্তুচ্যুত হওয়া, সারা বিশ্বের বিবেক নাড়িয়ে দেয়ার নারকীয় যজ্ঞ এখনও চলমান। এর জের ধরেই বিশ্ব ২০২৪ সালকে বরণ করছে। থামবে কি এ রক্তক্ষরণ? আর কত শিশুর রক্তে, কত নিরপরাধ মানুষের রক্তে সিক্ত হলে আরবের তপ্ত বালুমাটিতে উড়বে শান্তির পতাকা?

রক্তপাত বন্ধ হয়নি ইউক্রেনে। রাশিয়ার দখলদারিত্ব থেকে বাঁচার জন্য ইউক্রেনের মানুষের রক্তাক্ত লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়া বিশ্ব ! পরাশক্তির যুদ্ধ যুদ্ধ নিষ্ঠুর খেলার বলি বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ। বেড়েছে খাদ্যসংকট। বেড়েছে অর্থনৈতিক অস্থিরতা। রাশিয়া- ইউক্রেন যুদ্ধের জের ধরে সর্বত্র উত্তেজনা ও অশান্তি। ২০২৩ সাল জুড়ে অস্থিরতা চলমান ছিল। অস্থিরতা আর অশান্তির ধারাবাহিকতা নিয়েই বিশ্ব আলিঙ্গন করেছে ২০২৪ সালকে।

বাংলাদেশের বাইরে একটি 'বিশ্ব বাংলা' গড়ে উঠেছে আজ। বিভিন্ন দেশে বসবাস করা বাংলাদেশিরা স্বদেশের চেতনায় একাত্ম।প্রবাসী বা অনাবাসিক বাংলাদেশি হিসেবে পরিচিতি পাওয়া এসব দেশছাড়া লোকজন ২০২৩ সাল জুড়ে আলোচিত হয়েছেন নানাভাবে। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা সংকটে এসব প্রবাসীরা পালন করছেন মুখ্য ভূমিকা। প্রতিটি দেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশি স্থানীয় সব সমস্যাকে মোকাবেলা করেছেন নিজেদের অদম্য প্রচেষ্টায়। তাদের পাশে কেউ না দাঁড়ানোর হতাশা আছে। মধ্যপ্রাচ্যে বসবাসরত আমাদের পরিশ্রমী প্রবাসীদের জন্য বছরটি ভালো যায়নি। কর্মহীনতা, ভিসা জটিলতা, রিক্রুটিং এজেন্টদের রক্ত চোষা নীতি , সরকারের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সহযোগিতা না পাওয়ার বেদনা ধারণ করতে হয়েছে প্রবাসীদের। পশ্চিমের দেশে দেশে বাংলাদেশি ফেরারই মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। কর্মক্লিষ্ট যুবক যুবতীরা স্বপ্নের জীবনের হাতছানির জন্য ব্যাপকভাবে দেশ ছেড়েছেন। অনেকেই অপ্রস্তুত অবস্থায় শত বৈরিতা মোকাবেলা করে টিকে থাকার প্রাণান্ত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। নতুন বছরেও তাদের এ লড়াই চলমান থাকবে। দেশের পাসপোর্ট অফিস থেকে বিমানবন্দর, পুলিশ অফিস থেকে কাস্টম অফিস- প্রবাসীদের প্রতি হয়রানি বন্ধ হয়নি। ২০২৩ সালে প্রথম বারের মত ৩০ ডিসেম্বরকে প্রবাসী দিবস ঘোষণা করা হয়েছে। প্রবাসীরা আশা করেন, ২০২৪ সালে প্রবাসীদের নিজ দেশে পরবাসী না হওয়ার প্রত্যাশাটাই প্রবল হবে।

দেশের রাজনীতি ২০২৩ সালে তাড়া করেছে সবাইকে। ভিসানীতি, রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের কর্মকাণ্ড, ইইউ, ভারতসহ পশ্চিমা বিশ্বের বাংলাদেশ নিয়ে তৎপরতা ছিল প্রকাশ্য। অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের দাবি উঠেছে। সরকার পতনে পদযাত্রা, অবস্থান কর্মসূচি, গণমিছিল ও রোডমার্চ কর্মসূচি নিয়ে রাজপথ উত্তপ্ত হয়েছে। মানুষের রক্ত ঝরেছে। মামলা হামলা যেমন হয়েছে, তেমনি সহিংসতা ও ষড়যন্ত্রও চলমান ছিল। দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহল ক্রমাগত কথা বলেছে। দেশের ভাবমূর্তি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। নতুন বছরের শুরুতেই প্রায় একতরফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নির্বাচনে শক্তিশালী বিরোধী পক্ষগুলো অনুপস্থিত। নির্বাচনকে ঘিরে এবং নির্বাচন-পরবর্তী তাদের কর্মতৎপরতা কী হবে, আন্তর্জাতিক মহল বাংলাদেশ নিয়ে কোন খেলায় মেতে উঠেছে, এমনসব কৌতূহলের মধ্যেই মানুষ স্বাগত জানাচ্ছে নতুন বছরকে। যারা ক্ষমতায় , যারা ক্ষমতার বাইরে - তারাসহ উদ্বেগ উৎকণ্ঠার বাইরে নয় সাধারণ জনগণও। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে গিয়ে, এমন ভাবনা থেকে কেউই মুক্ত নয়।

২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রেও নাটকীয় রাজনৈতিক পরিবর্তনের আশঙ্কা বিদ্যমান। মহামারিতে প্রায় ধসে পড়া অর্থনীতি উঠে দাঁড়িয়েছে। বেকারত্ব সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে। এরপরও মার্কিন ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের জনপ্রিয়তা তলানিতে পৌঁছেছে। ইসরাইলের প্রতি একাট্টা সমর্থনে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের উপর ক্ষুব্ধ অনেকেই। পাশাপাশি মামলা মোকাবেলা করে শক্তভাবেই এগিয়ে আসছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার রাজনীতিতে ট্রাম্পীয় অস্থিরতা মানুষকে ভোগাবে, এমন আশঙ্কার মধ্যেই আমেরিকার মানুষ নতুন বছরকে বরণ করছে।

ব্যক্তিগতভাবে আমরা অনেক স্বজন পরিজনকে হারিয়েছি ফেলে আসা বছরে। যে মুখগুলো হারিয়ে গেছে, তাদের আর ফিরে পাওয়া যাবে না। স্বজন পরিজনের ঝাপসা স্মৃতিও একদিন ফিকে হয়ে যাবে। দিন বছর এভাবেই এগিয়ে যায়। পাওয়া না পাওয়ার বেদনায়। নতুন বছরকে মানুষ স্বাগতও জানায় এমন আশা নিরাশার দোলাচলে।

নতুন বছর মঙ্গলের হোক। প্রাপ্তির হোক। সবাইকে নব বর্ষের শুভেচ্ছা।

ট্রাম্প কি নির্বাচনের মাঠে টিকে থাকতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

থেকে বিরত রাখারও কোন নজীর নেই। ১৪তম সংশোধনীতে বলা হয়েছে রাষ্ট্রদ্রোহী কোন লোক রাষ্ট্রের লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন না। এখানে রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং রাষ্ট্রের লাভজনক পদ নিয়েই শুরু হয়েছে আইনের বিতর্ক।

আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই ডেমোক্র্যাট শাসিত রাজ্যগুলোতে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নির্বাচন থেকে সরিয়ে রাখার প্রচেষ্টা বেশ আগে থেকেই চলছে। আমেরিকার প্রতিটি রাজ্যের নির্বাচনি আইন ভিন্ন এবং রাজ্যগুলোর নির্বাচন স্ব স্ব রাজ্যের নির্বাচন অফিস নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কলোরাডো ডেমোক্র্যাট রাজ্য। যদিও সে রাজ্যে নির্বাচনের ব্যালট থেকে ট্রাম্পকে বিরত রাখার আদেশ এসেছে রাজ্যের ফেডারেল আদালত থেকে। মেইন রাজ্যের নির্বাচন অফিস থেকেই বলে দেয

কাসেম সোলেইমানির স্মরণ অনুষ্ঠানে নিহত ১০০ ছাড়িয়ে গেছে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

চার বছর আগে ইরাকে মার্কিন হামলায় নিহত ইরানি জেনারেল কাসেম সোলেইমানির সম্মানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে এখন ১০৩ জন হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও দেড় শতাধিক মানুষ। বুধবার ইরানের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে এ খবর জানিয়েছে সিএনএন।

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের চলমান যুদ্ধ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে বিস্তৃত উত্তেজনার মধ্যে এমন ঘটনা ঘটল। তবে এই হামলার পেছনে কারা থাকতে পারে তা স্পষ্ট করে না বললেও ইরানের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এই বিস্ফোরণকে 'সন্ত্রাসী' হামলা বলে অভিহিত করেছেন। এপি'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—তাৎক্ষণিকভাবে বিস্ফোরণের ঘটনায় কোনো গোষ্ঠী দায় স্বীকার করেনি। ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন হতাহতের পরিসংখ্যানের জন্য দেশটির জরুরি সেবার মুখপাত্র বাবাক ইয়েকতাপারস্তকে উদ্ধৃত করেছে। বিপ্লবী গার্ডের অভিজাত কুদস ফোর্সের প্রধান জেনারেল কাসেম সোলেইমানিকে হত্যার চতুর্থ বার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানী তেহরান থেকে প্রায় ৮২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে কেরমানে অবস্থিত তাঁর সমাধির কাছেই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছিল।

ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মিশিগানে বর্ষ বরণ

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ইংরেজী নববর্ষ বরণ উদযাপন করেছে। ৩১ ডিসেম্বর রোববার সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত অবধি হ্যামট্রাম্যাক, ডেট্রয়েট, মেডিসন হাইটস, ওয়ারেন সিটির বিভিন্ন হল ও রেষ্টুরেন্টে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রবাসী বাঙালি সংগঠন নববর্ষ উদযাপন করে। অনুষ্টানে উপস্থিত দর্শক শ্রোতারা এতে মুগ্ধ হন। বিনোদনের বিভিন্ন পসরা নিয়ে হাজির হয়েছিল খুদে ও শিশু শিল্পীরা। ছোট ছোট নৃত্য শিল্পীদের নূপুরের রুনুঝুনু আওয়াজে মন ভরে ওঠে সকলের। স্থানীয় শিল্পীরা সঙ্গীত, কৌতুক পরিবেশন করেন। রাত ১২টা ১ মিনিটে প্রদীপ প্রজ্বালন ও কেক কাটার মাধ্যমে সবাই নববর্ষকে বরণ করেন। কোন কোন অনুষ্ঠানে ছিল আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র। র‍্যাফেল ড্রতে ছিল বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুরষ্কার।

নববর্ষকে স্বাগত জানাতে হ্যামট্রাম্যাক সিটির মদিনা ইন্ডিয়ান রেষ্টুরেন্ট ৩১ ডিসেম্বর রাতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শফিক রহমান, হারান কান্তি সেন, সঞ্জয় দেব, শর্মিলা দেব, হাবিবুর রহমান রনি,



মৌটুসী দাম, মাহমুদুল হক লিটু, গোলাম মোস্তফা নাদির, আবলুছ মিয়া প্রমুখ। রাত ১২টা ০১ মিনিটে 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' গানটি সমবেত কণ্ঠে পরিবেশন করার পর কেক কেটে বর্ষ বরণ করা হয়। সব শেষে ছিল র‍্যাফেল ড্র।

মৃধা বেঙ্গলি কালচারাল সেন্টারের উদ্যোগে মেডিসন হাইটসস্থ তাদের নিজস্ব কার্যালয়ে ৩১ ডিসেম্বর রাতে ইংরেজী নববর্ষ বরণ উদযাপন করা হয়েছে। এতে ছিল নৃত্য, সঙ্গীত, কৌতুকসহ বিভিন্ন পরিবেশনা। রং বেরংয়ের পোষাক পরে শিশু, কিশোর, কিশোরীরা অনুষ্টানে অংশ গ্রহণ করে। রাত ১২টা ১ মিনিটে কেক কাটার মাধ্যমে সবাই নববর্ষকে বরণ করেন। উপস্থিত সবাইকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

ওয়ারেন সিটির 'ওয়ারেন ইটস' নামক একটি রেষ্টুরেন্টে একদল প্রবাসী বাঙ্গালি ৩১শে ডিসেম্বর রাতে ইংরেজী নববর্ষ বরণ উপলক্ষে তাদের পরিবার, পরিজন বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে সমবেত হয়েছিলেন। তাদের অনুষ্ঠানমালায় ছিল গান, বাজনা, কেক কেটে বর্ষ বরণ ও নৈশভোজ।

ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা ২৫৬০০ ছাড়াল

ফিলিস্তিন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনের গাজা ও পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২২ হাজার ৬০০ ছাড়িয়েছে। নিহতদের মধ্যে ২২ হাজার ৩০০ জনের বেশি নিহত হয়েছে গাজায়। বাকি তিন শতাধিক নিহত হয়েছে পশ্চিম তীরে। গাজা ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও জনসংযোগ বিভাগের তথ্য অনুসারে, গাজায় ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছে অন্তত ২২ হাজার ৩১৩ জন। এ ছাড়া আহত হয়েছে ৫৭ হাজার ২৯৬ জন। অন্যদিকে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে, পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে অন্তত ৩২৫ জন। আহত হয়েছে আরও অন্তত ৫ হাজার জন।

এদিকে গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের গণহারে বের করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ইসরায়েলের কট্টরপন্থী দুই মন্ত্রী। দেশটির জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন-গভির ও অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মতরিচ ফিলিস্তিনিদের গাজা থেকে বের করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

বাসা ভাড়া

বেইজমেন্টে দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train ,bus station ,মসজিদ,মাদ্রাসা,বাংঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে।৯২৯৩২৮৫০৪২

বাসা ভাড়া

সানিসাইডে ৪৬ ষ্ট্রিট ও ৫০ এভিনিউর ওয়াকিং রেইসমেন্টের ৩ বেডরুম বাসা অধুমপায়ি মুসলিম পরিবারের কাছে ভাড়া হবে। যোগাযোগ ৯১৭-৫৬২-১৩৬৮

বাসা ভাড়া

উডহ্যাভেন বুলেভার্ড আট-লান্টিক এভিনিউ এর সাথে (৭৯৩০৮) এ এবং জে ট্রেন ৫ ব্লক এর দূরত্ব। ঘরের সামনে কিউ-১১, কিউ-২১,কিউ-৫৩ এবং কিউ-৫২ বাস আছে। ২ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন বাথরুম। যোগাযোগ: 347-248-0925

লাইভ ইন বেবিসিটার আবশ্যক

লং আইল্যান্ডে সোমবার-শুক্রবার নবজাতক শিশুর যত্ন নেওয়ার জন্য লাইভ ইন বেবিসিটার খুঁজছেন। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে 917-280-7656 নম্বরে কল করুন।

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিস্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে।
ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

World Travel and Vacation

TRAVEL THE WORLD

Mohammad Hossain
President
214.714.3110 (24/7)
1901 Knightsbridge Rd, Farmers Branch, TX-75234
Mohammad.benu@gmail.com

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্ততার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস ৭ ট্রেনের সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ দুইজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৯৭-২৭৯০।

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্রী চাই

বাংগালি আমেরিকান অবিবাহিত ধার্মিক প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার ৪০ পাত্রের জন্য অনুদ্ধ ৩৫ বয়সী কানাডা আমেরিকান মার্জিত, সুশ্রী ধার্মিক পাত্রীর সন্ধানে। ফোন 203-559-6862

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

সুখবর! সুখবর!!



আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন ।

571-830-9213

Email: rashid.ozonepark@gmail.com

হার্ভার্ড প্রেসিডেন্ট ক্লাউডিন গে পদত্যাগ করেছেন

উত্তর আমেরিকা অফিস



হাসান শরিফ

অন্যের লেখা নিজের নামে চালিয়ে দেয়া সহ ইহুদি বিরোধী অবস্থানের অভিযোগের জের ধরে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্টকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে মাত্র ছয় মাসের দায়িত্ব পালন শেষে ক্লাউডিন গে ২ জানুয়ারি মঙ্গলবার তাঁর পদত্যাগের কথা জানিয়েছেন।

হামাস ইসরাইলের সংঘাতের জের ধরে গাঁজায় ইসরাইলের ক্রমাগত হামলার কারণে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ব্যাপক বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন ক্ষোভ বিক্ষোভ উত্তেজনার দিকে ছড়ায়। ইহুদিদের অনেকেই অভিযোগ করতে থাকেন, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক আচরণ করা হচ্ছে। আমেরিকার আইনে এন্টাইসিমেটিক(ইহুদি বিদ্বেষ) দণ্ডনীয় অপরাধ। তোপের মুখে এ নিয়ে মার্কিন কংগ্রেসে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানি নিউইয়র্ক থেকে নির্বাচিত রিপাবলিকান এলিস স্টেফেনিক প্রশ্ন রাখেন, ইসরাইলিদের হত্যার হুমকি দেয়াকে কী হার্ভার্ডে বিদ্বেষমূলক হয়রানি হিসেবে বিবেচনা করা হবে? এর উত্তরে হার্ভার্ড প্রেসিডেন্ট সরাসরি হ্যাঁ বা না উত্তর না দিয়ে বলেছিলেন, ইহুদীদের লক্ষ্য করে দেয়া বক্তব্যের ধরনের উপর তা নির্ভর করবে। এরপর থেকেই এ নিয়ে জাতীয়ভাবে বিতর্ক শুরু হয়। আমেরিকার ইহুদি বা ইহুদি বান্ধব ধনকুবেররা হার্ভার্ডসহ এমন বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের নিয়মিত চাঁদা প্রদানের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে দাঁড়ানর ঘোষণা দিলে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। সারা বিশ্বে এ নিয়ে সংবাদ শিরোনাম হতে থাকে। আমেরিকায় মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চত করার অধিকার অনুযায়ী কংগ্রেসে হার্ভার্ড প্রেসিডেন্টের দেয়া উত্তরটি সঠিক ছিল। এরপরও আমেরিকার ক্ষমতাবান মহলগুলোর প্রভাব ও শক্তির কাছে হার মানতে হয়েছে। কংগ্রেসের শুনানিতে একই ধরনের উত্তর দেয়ার কারণে পেনসিলভেনিয়া ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট লিজ ম্যাগিলকে চাকুরী হারাতে হয়েছে। গত অক্টোবর মাসে রক্ষণশীল পত্রিকা নিউইয়র্ক পোস্ট এক প্রতিবেদনে হার্ভার্ড প্রেসিডেন্ট ক্লাউডিন গে' এর নামে নব্বই দশকের একাধিক প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধে অন্যের লেখা ব্যবহার করার অভিযোগ প্রকাশিত হয়।

ইংরেজি নববর্ষের রঙে রঙিন আটলান্টিক সিটি

সুব্রত চৌধুরী



সমগ্র বিশ্বের মতো ইংরেজি নববর্ষের রঙে রঙিন হয়ে উঠেছিল নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটি। বিশ্ববাসীর মতো আটলান্টিক সিটিতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরাও "ইংরেজি নববর্ষ-২০২৪" বরণ করেছে বিভিন্ন আনন্দ আয়োজনে।

ক্যাসিনো শহর হিসাবে খ্যাত আটলান্টিক সিটির বিখ্যাত ক্যাসিনোসমূহ নানা বর্ণিল আয়োজনে নতুন বছরকে বরন করে।প্রবাসী বাংলাদেশিরা এসব আনন্দ আয়োজনে পরিবার- পরিজন নিয়ে অংশগ্রহন করে।

ঘড়ির কাঁটা রাত বারোটা ছুঁতেই সবাই ভেঁপু বাজিয়ে, উল্লাসধ্বনি করে নতুন বছরকে সুস্বাগত জানায়। এর আগে নতুন বছর বরন উপলক্ষে আটলান্টিক মহাসাগরের সৈকত জুড়ে চলে চোখ জুড়ানো আতশবাজি পোড়ানোর উৎসব।প্রবাসী বাংলাদেশিরা তীব্র শীত উপেক্ষা করে নয়নাভিরাম আতশবাজি পোড়ানোর দৃশ্য অবলোকন করে। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে এক সময় নিভে আসে বর্ষবরনের আনন্দ আলো। প্রবাসী বাংলাদেশিরা নতুন বছরকে আবাহনের আনন্দ রেণু গায়ে মেখে ফিরে যায় নিজ ডেরায়, প্রত্যাশা তাদের নতুন বছর বয়ে আনবে সবার জন্য সুখ ও সমৃদ্ধি।

গাজায় গণহত্যায় বাইডেনের নীতির সমালোচনা করে শিক্ষা কর্মকর্তার পদত্যাগ

অনলাইন ডেস্ক

গাজায় চলমান গণহত্যায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নীতির প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন তারই প্রশাসনের এক জ্যেষ্ঠ শিক্ষা কর্মকর্তা। গতকাল বুধবার পদত্যাগ করেন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগের পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও নীতি উন্নয়ন বিষয়ক কার্যালয়ের বিশেষ সহকারী তারিক হাবাশ। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ খবর বলা হয়েছে।

গাজায় ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্বিচারে গণহত্যা চললেও বাইডেন প্রশাসনের ইসরায়েল-ঘেঁষা নীতির সমালোচনা চলছে সর্বত্র। অসন্তোষ বাড়ছে বাইডেনের প্রশাসনেও। তারই সর্বশেষ ইঙ্গিত ছিল তারিক হাবাসের পদত্যাগ। এ ছাড়াও, গাজা ইস্যুতে বাইডেন ভোটার হারাতে পারেন বলে গতকালই এক বেনামি চিঠিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে সতর্ক করেছে বাইডেনের নির্বাচনী প্রচারণায় যুক্ত ১৭ জন কর্মী।

শিক্ষামন্ত্রী মিগুয়েল কর্ডোনার কাছে লেখা এক চিঠিতে তারিক হাবাশ বলেছেন, 'নিরীহ ফিলিস্তিনিদের ওপর সংঘটিত নৃশংসতা যেভাবে দেখেও না দেখার ভান করছে এই (বাইডেন) প্রশাসন তাতে আমি নীরব থাকতে পারি না। শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসনকে গণহত্যা বলে অভিহিত করেছেন।'

ফিলিস্তিনি-আমেরিকান নাগরিক তারিক হাবাশ শিক্ষার্থী ঋণের বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম দিকে তাকে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগে শিক্ষার্থীদের ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

অন্যদিকে, গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাইডেন প্রশাসনের প্রতি বেনামি চিঠিতে আহ্বান জানিয়েছে তার নির্বাচনী প্রচারণার ১৭ কর্মী। চিঠিতে বলা হয়, ডেমোক্রেটিক পার্টির নির্বাচনী প্রচারণা সঙ্গে যুক্ত স্বেচ্ছাসেবকদের দলে দলে প্রচারণা ছেড়ে চলে যেতে দেখা গেছে। যারা কয়েক দশক ধরে ডেমোক্রেটিক পার্টিকে ভোট দিয়ে আসছে তারাও গাজায় চলমান সহিংসতার কারণে প্রথমবারের মতো নীল দলে ভোট দেওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়তায় ভুগছে।

জামিন না দেওয়ায় বিচারককে পেটালেন আসামি

ঢাকা অফিস

জামিন না দেওয়ায় বিচারকের এজলাসে ঢুকে বিচারককে অসংখ্যবার কিল-ঘুষি মেরেছেন এক আসামি। গতকাল বুধবার (৩ জানুয়ারি) যুক্তরাষ্ট্রের লাসভেগাসে এ ঘটনা ঘটেছে।

সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক পোস্ট জানিয়েছে, দিউব্রা রেডেন নামের ৩০ বছর বয়সী এক আসামিকে আদালতে তোলা হয়। সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে অপর ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে আঘাত করার অপরাধে বিচার চলছিল।

ওই সময় আদালতের নারী বিচারক জানান, তাঁর বিরুদ্ধে আগেও এ ধরনের ঘটনা ঘটানোর অভিযোগ ছিল। এ কারণে এবার তাঁকে আর জামিন দেওয়া হবে না।

বিচারক এমন কথা বলার পর আসামি দিউব্রা রেডেন লাফ মেরে (অনেকটা উড়ে গিয়ে) এজলাসে ঢুকে পড়েন এবং বিচারককে উপর্যুপরি ঘুষি মারতে থাকেন। তখন এজলাসে উপস্থিত অন্য ব্যক্তিরা দ্রুত তাঁকে থামাতে যান। কিন্তু তাঁরা বাধা দেওয়া সত্ত্বেও বিচারককে মাটিতে ফেলে তিনি মারতেই থাকেন। একপর্যায়ে অন্যরা আসামি দিউব্রা রিডেনকে ঘুষি মারা শুরু করেন; যেন তিনি থেমে যান।

আমেরিকা বাংলাদেশ ল' এসোসিয়েশন ইউএসএ নামে নতুন সংগঠন

উত্তর আমেরিকা অফিস

সনদ নিয়ে বিরোধের জেরে বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ'র একটি পক্ষ নতুন এ সংগঠনটি সৃষ্টি করেছে নিউইয়র্কে।

আমেরিকা বাংলাদেশ ল' অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ নামে নতুন সংগঠনটির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। । ১৮ ডিসেম্বর সোমবার জ্যাকসন হাইটসের কাবাব কিং পার্টি হলে নয়া সংগঠন আমেরিকা বাংলাদেশ ল' অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ'র এক বিশেষ সভায় ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরি কমিটি এবং ৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। কার্যকরি কমিটির সভাপতি পদে এডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুল এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম নির্বাচিত হয়েছেন।

নব নির্বাচিত কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- সহ সভাপতি এডভোকেট সাইফুল ইসলাম, সহ সভাপতি এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট শিউলি পারভীন, কোষাধ্যক্ষ এডভোকেট ফিরোজা আক্তার ন্যান্সি, সাংগঠনিক সম্পাদক পর্না ইয়াসমীন, প্রচার সম্পাদক নূর ফাতেমা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক এডভোকেট শাহনাজ পারভীন, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ফাহিমা নাজনীন নিশা, দপ্তর সম্পাদক সৈয়দ আজহারুল ইসলাম, আইন সহায়তা ও পুনর্বাসন সম্পাদক মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, কার্যকরি সদস্য এটিএম শাহ আলম ও আবিদুর রহমান।

উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা হলেন- দস্তগীর জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ এন মজুমদার, আবুল কালাম আজাদ তালুকদার, মোর্শেদা জামান ও এডভোকেট জাকির মিয়া।

সভা সূত্র জানায়, সংগঠনের সাবেক সভাপতি এডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুলের সভাপতিত্বে এবং মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলামের পরিচালনায় ১৮ ডিসেম্বরের সভায় ১৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় নতুন সংগঠনের নাম দেয়া হয় আমেরিকা বাংলাদেশ ল' অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক। উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরি কমিটি এবং ৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। শিগগিরই নব নির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত হবে বলে সভায় জানান হয়।

'বাংলা বসন্ত'

শিতাংশু গুহ



(১) রাশিয়া নাকি বলেছে যে, নির্বাচনের পর আমেরিকা বাংলাদেশে 'আরব বসন্ত' ঘটাতে চাইতে পারে। আরে ভাই, 'আরব বসন্ত না বলে 'বাংলা বসন্ত' বললে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে নাকি? 'ফুল ফুটুক আর না ফুটুক, বসন্ত যদি আসেই' সেটা হবে 'বাংলা বসন্ত'। (২) থিওরী এরকম: ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ, দুর্ভিক্ষ ঘটাবে বিএনপি। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কোটালিপাড়ায় (৮ই ডিসেম্বর) এক জনসভায় বলেছেন, 'বিএনপি আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চের দিকে দেশের এমন অবস্থা করবে যাতে দুর্ভিক্ষ হয়। এতে বিদেশী প্ররোচনাও আছে'।

নির্বাচন হয়ে যাচ্ছে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসছে। এরপর কি সেটাই এখন মূল প্রশ্ন, বাংলা বসন্ত, দুর্ভিক্ষ ভাল সংবাদ না! আরব বসন্ত মধ্যপ্রাচ্যে আলোর ঝলকানি দিতে পারেনি, বাংলা বসন্ত হয়তো 'জল-বসন্ত' হয়ে যেতে পারে? কেউ কেউ ৭৪'র দুর্ভিক্ষের সাথে ছিয়াত্তর ও পঞ্চাশের মন্বন্তরের তুলনা করছেন। একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না? ৭৪-এ ঢাকা ভার্সিটি'র ছাত্রাবস্থায় ৩ মাসের কিছুটা দুর্ভিক্ষাবস্থা আমি দেখেছি। খাদ্য রাজনীতি ও ষড়যন্ত্রের ফসল ঐ দুর্ভিক্ষ কিছু লোক অতিরঞ্জিত বর্ণনা করেন, যা 'জাল-পরা বাসন্তী'র মতই মিথ্যাচার।

নির্বাচন সম্পন্ন করাই এখন সরকারের মূল দায়িত্ব। সরকারের মনোভাব, পরে কি হবে তা দেখা যাবে? আসন ভাগাভাগি শেষ, আওয়ামী লীগ-জাতীয় পার্টি প্রেম মজেছে। একটি ছোট্ট গল্প বলি: মহিলা ৪০, ভদ্রলোক ৬০, প্রেম-প্রেম ভাব, তাঁরা বিয়ে করবেন। ভদ্রলোক মহিলাকে একটি বাড়ী কিনে দেবেন। বললাম, বিয়ের আগেই বাড়িটি কিনে দিন? ভদ্রলোক বললেন, প্রেম কি আর বাড়ীর জন্যে ঠেকে থাকবে? বললাম, আপনাদের বিয়েটা প্রেমের নয়, ভোগের; দু'জনের চাহিদা পূরণের। আওয়ামী লীগ ও জাপা'র প্রেম তেমনি চাহিদা পূরণের, জাপার নৌকা দরকার সংসদে যেতে, আওয়ামী লীগের জাপাকে দরকার বৈধতার জন্যে।

গল্পের মহিলা ও ভদ্রলোক বিয়ে হয়েছিলো, টেকেনি, বাড়ীও আর কেনা হয়নি! তবে আওয়ামী লীগ কিন্তু শেষমেষ শরিক ও মিত্রদের ছাড় দিয়েই নির্বাচন করছে। শাহজালাল ও শাহ-পরানের ওপর ভর করে শেখ হাসিনা ২০ তারিখ নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করছেন। প্রণয় ভার্মা তো বলেই দিয়েছেন, বাংলাদেশের সাথেই ভারত হাঁটছে। রাশিয়া কথা বলছে। চীনের 'ভেটো' আছে? আওয়ামী লীগের সবই আছে, নাই শুধু বিএনপি, আমেরিকা, ইউরোপ।

অনেকেই বলতে চাইছেন, দেশে রাজনীতি নেই, গণতন্ত্র নেই, এক দলীয় শাসন চলছে। আচ্ছা, দেশে গণতন্ত্র ছিলো কবে? কয়টি নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে? জনগণ যেমন, সরকারও তেমন, নির্বাচনও তো তাই হবার কথা? সেই রকম নির্বাচনই হবে, পছন্দ হলে ভালো, নাহলে কেটে পড়ুন। এবার নির্বাচন নিয়ে কেন যে পুরো বিশ্ব বাংলাদেশের দিকে নজর দিচ্ছে বোঝা মুশকিল। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সবাই যেন ঢাকার মাঠে 'টি-২০' খেলতে চাচ্ছে!



ডেমোক্র্যাটিক ক্লাবের নৈশভোজ, মিট এন্ড গ্রিট ১৩ জানুয়ারি

ডেস্ক রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে সক্রিয় তিনটি বাংলাদেশি আমেরিকান সংগঠন আসছে ১৩ জানুয়ারি শনিবার তাদের বার্ষিক নৈশভোজ ও মিট এন্ড গ্রিট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। 'অ্যানুয়াল ডিনার, মিট এন্ড গ্রিট ২০২৪' নামের এ অনুষ্ঠান হবে নিউইয়র্কের বাংলাদেশিবহুল জামাইকার আল আসকা রেস্টুরেন্ট ও পার্টি হলে। নিউ আমেরিকান ডেমোক্র্যাটিক ক্লাব, নিউ আমেরিকান ইয়থ ফোরাম অব নিউইয়র্ক এবং নিউ আমেরিকান উওম্যান ফোরাম অফ নিউইয়র্ক যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

নিউ আমেরিকান ডেমোক্র্যাটিক ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেন্ট মোরশেদ আলম জানিয়েছেন, অনুষ্ঠানটি শুরু হবে সন্ধ্যা ১৩ জানুয়ারি শনিবার সন্ধ্যা ৬টায়। অনুষ্ঠানে মূলধারার রাজনীতিবিদ সহ বেশ কিছু নির্বাচিত প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। ৫০ ডলারের প্রবেশ মূল্যের এ অনুষ্ঠানে সম্মাননা প্রদান, সঙ্গীত বিনোদন পর্বসহ নানা জমকালো বিষয় থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

কেরি কেনেডির সংহতি ড. ইউনূসের প্রতি

ঢাকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট আইনজীবী, লেখক এবং মানবাধিকারকর্মী কেরি কেনেডি, যিনি বিশ্বখ্যাত মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠন রবার্ট এফ কেনেডি হিউম্যান রাইটস এর প্রেসিডেন্ট ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতের রায় নিয়ে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (আগের টুইটার) বাংলাদেশ সময় ৩ জানুয়ারী বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সিনেটর রবার্ট এফ কেনেডির মেয়ে এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির ভাতিজি কেরি কেনেডি ড. ইউনূসকে নিজের 'প্রিয় বন্ধু' সম্বোধন করে লিখেছেন।

দুর্বৃত্তের গুলিতে টেক্সাসে বাংলাদেশি নিহত

উত্তর আমেরিকা অফিস



আবির হোসেন

যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে শেখ আবির হোসেন (৩৪) নামের এক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ২৯ ডিসেম্বর শুক্রবার টেক্সাসের বিউমন্টে একটি কফি শপে এ ঘটনা ঘটেছে। শেখ আবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী এবং লামার ইউনিভার্সিটিতে গবেষণারত ছিলেন। গত জানুয়ারি মাসেই তিনি উচ্চশিক্ষার্থে আমেরিকা এসেছিলেন।

আবির টেক্সাসের ক্রিস ফুড মার্টে নিহত হন। সেখানে তিনি স্টোর ক্লার্ক হিসেবে কাজ করতেন। দোকান থেকে সিগারেট নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় দুই সন্দেহভাজন তাকে গুলি করে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আবিরকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়।

বিউমন্ট পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের কয়েক ঘণ্টা পরে ১৯ বছর বয়সী সন্দেহভাজন একজনকে গ্রেফতার করেছে এবং সন্দেহভাজন অপর একজন এখনো পলাতক। যুক্তরাষ্ট্রে আসার আগে আবির ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক হিসেবে কাজ করতেন। পরে তিনি অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টি হিসেবে যোগ দেন।

আবির সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। উনার স্ত্রীও যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেন বলে জানা গেছে।

নিউইয়র্কে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি, হাসপাতালগুলোতে মাস্ক বাধতামূলক পুনর্বহাল

মনজুর হক

শীতের মৌসুম শুরু হওয়ার পর থেকে আবারও করোনা সংক্রমণ বেড়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটিতে। পরিস্থিতি সামলাতে শহরের হাসপাতালগুলোতে মাস্ক বাধ্যতামূলক পুনর্বহাল করেছে কর্তৃপক্ষ। আদেশটি সিটির ১১টি হাসপাতাল, কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং নার্সিং হোমের জন্য প্রযোজ্য হবে বলে জানা গেছে। ৩ জানুয়ারী বুধবার বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন নিউইয়র্কের স্বাস্থ্য কমিশনার ডা. অশ্বিন ভাসান।

তিনি বলেন, ভাইরাসজনিত রোগ, ঠান্ডাজনিত রোগ এবং করোনার প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাওয়ায় শহরের বেশি মানুষ অসুস্থ হচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে হাসপাতালগুলোতেও রোগীর সংখ্যাও বেড়েছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় শহরের হাসপাতালগুলোতে মাস্ক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে হাসপাতালের কর্মীদের অসুস্থতা থেকে রক্ষা করার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের রোগনিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের (সিডিসি) তথ্য মতে, এই মৌসুমে নিউইয়র্কে ৭ দশমিক ১ মিলিয়ন মানুষ অসুস্থ হয়েছেন। তারমধ্যে ৭৩ হাজার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এবং ৪ হাজার ৫শ জন মারা গেছেন। ক্রিসমাসের আগের সপ্তাহে ২৯ হাজার মানুষ করোনা এবং ১৫শ মানুষ জ্বর এবং ঠান্ডাজনিত রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। আর বর্তমানে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে।

নিউইয়র্ক স্বাস্থ্য বিভাগের এক মুখপাত্র বলেন, মূলত ক্রিসমাসের পরেই শহরের পাবলিক হাসপাতালগুলোতে মাস্ক বাধ্যতামূলক কার্যকর করা হয়েছিলো। রোগী এবং সেবাপ্রদানকারী উভয়ের সুরক্ষার জন্য এই সিদ্ধান্ত ও নেওয়া হয়েছে। সিডিসির বরাত দিয়ে তিনি আরও বলেন, ক্রিসমাসের আগের সপ্তাহে দেশজুড়ে ১৭ শতাংশ করোনা সংক্রমণ বেড়েছে। আমাদের সবার উচিত বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা।

রিকশা

রতন শরীফ



কানাডায় ভাগিনা ইসামের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী রিকশা দেখে উত্তেজনার সাথে নষ্টালজিকও হয়ে যাই। ছবি তোলার লোভ সামলাতে পারিনি। আমাকে দেখে অন্যরাও শুরু করে। স্কুল ও কলেজ জীবনে আমি সাইকেল বেশী ব্যবহার করতাম। তারপর রিকশাই ছিলো প্রধান বাহন। দুরের রাস্তা হলে বেবি-ট্যাক্সি বা বাস। অবশ্য ছোট বেলায় আখাউড়া থাকাকালীন সময়ে সাইকেলের পর রিকশাই ছিলো একমাত্র বাহন। দেশে দুই ধরনের রিকশা দেখেছি - কুমিল্লার রিকশা আর ঢাকার রিকশা। কুমিল্লার রিকশা ছিলো একটু নিচু ও ফ্লাট ধরনের। যাত্রীদের জন্য ছিলো আরামদায়ক। তবে রিকশাওয়ালার উপর চাপ বেশী পড়তো। সামনের পা-দানি অনেক চওড়া ছিলো। অনেক মালামাল রাখা যেতো। মফস্বলে বাচ্চারা সিটে জায়গা না পেলে দিব্যি পা-দানিতে বসতো। একবার নানীর সাথে উনার বোনের বাড়ি তারাগন যাবো। সাথে আমার এক খালাম্মা ও খালাতো ভাই। নানী ও খালাম্মা সিটে বসেছেন। আমি প্যাসেন্জারদের দিকে ফিরে রিকশাওয়ালার সিটে বসেছি। খালাতো ভাইকে বলা হলো পা-দানিতে বসতে। একথা শুনে বেচারা লজ্জা আর রাগে ফুসে উঠলো। সে তারাগন হেটে যেতে রাজী, তবু পা-দানিতে বসবে না। ভদ্রতা করে আমিও রিকশা থেকে নেমে তার সাথে হেটে তারাগন গিয়েছিলাম। ঢাকার রিকশা ছিলো উঁচু ও খাড়া ধরনের। তা যাত্রীদের জন্য আরামদায়ক না হলেও রিকশাওয়ালার উপড় চাপ কম পড়তো। আমার আম্মার পছন্দনীয় ছিলো কুমিল্লার রিকশা। তবে ঢাকার রিকশা ছিলো সাজানো গুছানো জমকালো ধরনের। প্রতিটি রিকশার পিছনে শিল্পীর আঁকা বিভিন্ন ধরনের সুন্দর ছবি থাকতো। এই কারনে ঢাকার রিকশাকে বলা হতো - মুভিং আর্ট গ্যালারি। কিন্তু ঢাকার রিকশার পা-দানি অনেক ছোট বিধায় মাল-পত্র তেমন রাখা যেতো না।

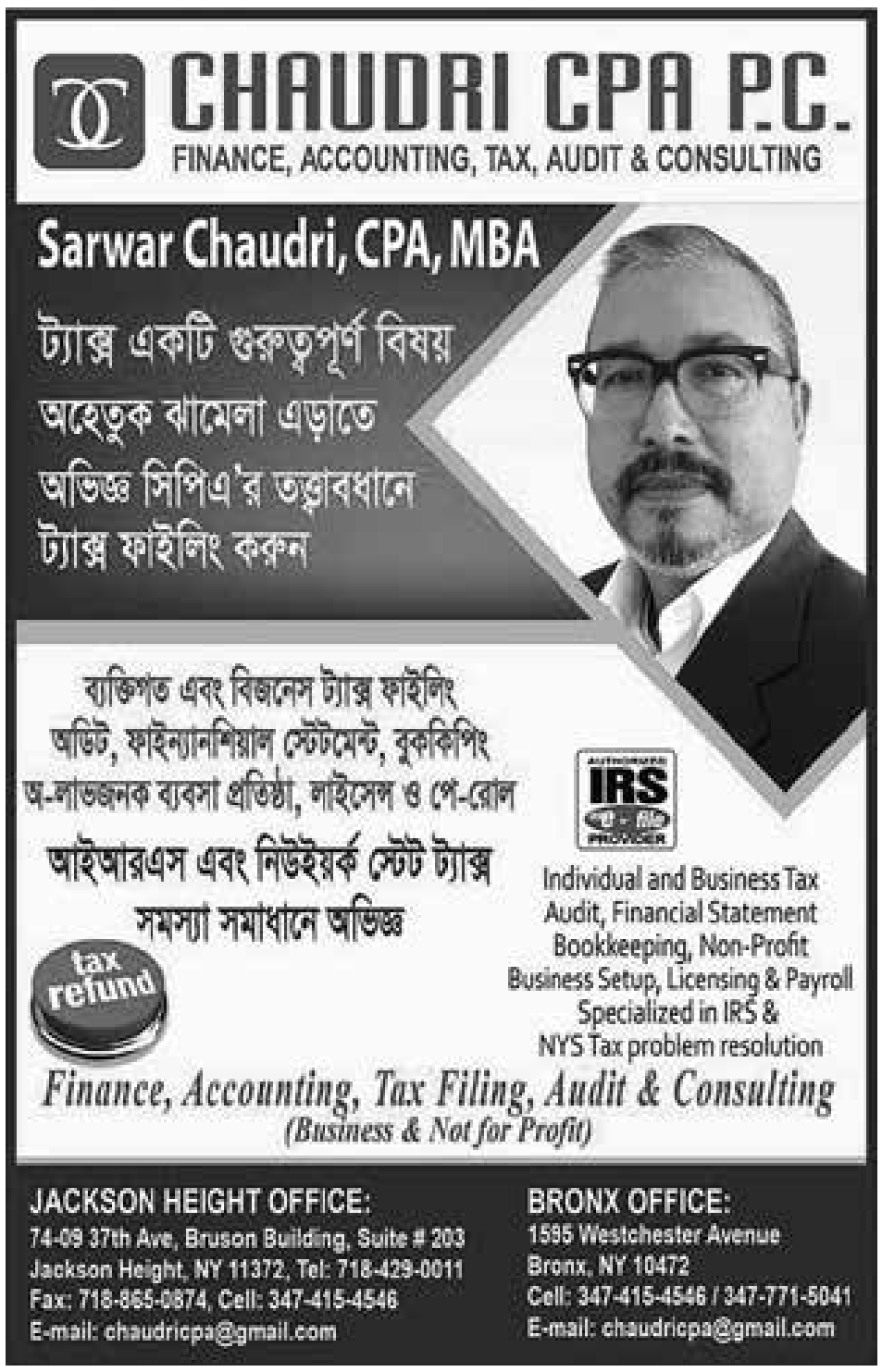
খুব ছোটবেলায় আম্মার চাকুরির সুবাদে আমরা হবিগঞ্জের বাল্লা বর্ডারে থাকতাম। বয়সের কারনে তখন যে কোন নতুন কিছুই অবুঝ মনে বিস্ময় জাগাতো। দেওয়ান নামে এলাকার একজন চেয়ারম্যান নতুন একটা রিকশায় চড়ে মাঝে মাঝে আম্মার অফিসে আসতেন। রিকশার আগে পিছে "প্রাইভেট" লিখা সাইন ছিলো। কৌতুহলী মন নিয়ে প্রশ্ন করাতে আম্মা বুঝিয়ে দিলেন যে রিকশাটা ভাঁড়ার জন্য নয়, দেওয়ান সাহেবের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য। রিকশাওয়ালা মাসিক বেতনে উনার চাকুরি করে। তখন ধরেই নিয়ে ছিলাম যে দেওয়ান সাহেব পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী লোক আর উনার রিকশাচালকের কাজটা হলো সবচেয়ে আরামের কাজ।

ছোটবেলায় আখাউড়ায় মজা করার জন্য চুপিসারে চলতি রিকশার পিছনে ঝুলে থাকতাম। কুমিল্লার রিকশাগুলি চালানো এমনিতেই কষ্টকর - তার উপড় ছিলো আমাদের দুষ্টমির বাড়তি অত্যাচার। এখন এইসব মনে করে রিকশাওয়ালার জন্য কষ্ট হয়। প্রসংগত আখাউড়ায় আন্চলিক ভাষায় রিকশাকে বলে "রিশকা"। ছোটবেলায় রিকশার গ্যারেজ থেকে পুরানা বিয়ারিং সংগ্রহ করা ছিলো আমাদের নেশা। তিনটা বিয়ারিং আর কাঁঠ বা গাছের ডাল দিয়ে ত্রিকোনাকৃতির বিয়ারিং গাড়ী তৈরি করতাম। অনেক সময় পাঁচটা বিয়ারিংও ব্যবহার করতাম। তাতে পালা করে একজন বসতাম, আরেকজন পিছন থেকে ধাক্কা দিতাম। আমরা তখন রেলওয়ে পূর্ব কলোনির পূর্ব পাশে মানিক ভাইদের বাড়িতে ভাড়া থাকি। আমাদের বাসার পাশে ছিলো আখাউড়া- খড়মপুর কংক্রিটের রাস্তা। সেই মসৃন রাস্তায় আমরা বিয়ারিং গাড়ি চালাতাম। গতি বাড়ানোর জন্য বাসার কাছে রেলগেটের ঢালুটা বেশী ব্যবহার করতাম। একবার আমাদের এক প্রতিবেশী ছেলে চালকের আসনে। আমি পিছন থেকে খুব জোড়ে ধাক্কা দিচ্ছি। বেচারা বিয়ারিং গাড়িতে এতোটা অভ্যস্ত ছিলো না । তাল সামলাতে না পেরে চলন্ত অবস্থায় কাতে হয়ে রাস্তায় পড়ে যায়। তার এক পাশের গাল কংক্রিটের সাথে ঘষা খেয়ে চামড়া ছিলে যায়। গাল দিয়ে তীব্র গতিতে রক্ত বের হতে থাকে। তার শার্ট খুলে গাল চেপে ধরি। শার্টও রক্তে লাল কিন্তু রক্তপাত বন্ধ হওয়ার কোন লক্ষন নেই। সে তাড়াতাড়ি তার বাসায় যায়। আমি ভয়ে আমার বাসায় না ঢুকে খড়মপুরে নানা বাড়ি চলে যাই। সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যায় চুপিচুপি বাসায় ফিরি। আম্মার সামনে যেতে বুক কাঁপছে। সব কিছু স্বাভাবিক দেখে বুঝলাম যে ছেলেটি তার মা-বাবার কাছে আসল ঘটনা বলেনি। বুক থেকে যেন একটা ভারী পাথর সরে গেলো।

কলেজ জীবনের পর সাইকেল আর তেমন চালানো হয়নি। রিকশা, বেবি বা বাসেই বেশী চড়া হতো। সবুজে ঘেরা ঢাকার ফাঁকা রাস্তায় তখন রিকশায় চড়ে খুব আনন্দ পেতাম। ভাড়াও ছিলো খুব কম। কমলাপুর থেকে সদরঘাট যেতাম দুই টাকায়। আবার ঘন্টা হিসেবেও ভাড়া নেয়া যেতো। ছোট-বোন রিতার বিয়ের নিমন্ত্রন কার্ড বিতরনের জন্য প্রতি ঘন্টা আড়াই টাকা হিসেবে ভাড়া নিয়েছিলাম। এখন গুলশান এলাকায় রিকশার মিনিমাম ভাড়াই বিশ টাকা। মুদ্রার কি বিস্ময়কর অবমূল্যায়ন !

কমলাপুরে আমাদের গলির শেষ মাথায় আবুল কাকার খালি জমিতে একটা রিকশা গ্যারাজ ছিলো। মালিকের অনেক রিকশা ভাড়ায় ছিলো। ঢাকা শহরে নতুন আগত এক রিকশাওয়ালা সেই গ্যারাজ থেকে রিকশা ভাড়া নিতো। একদিন তার রিকশাটা চুরি হয়। মালিক কিছুতেই তা মানতে রাজী নয়। তার ধারনা যে সে রিকশাটা বিক্রি করে দিয়েছে। রিকশাওয়ালাকে বেঁধে মালিকের লোকেরা সারাদিন নির্যাতন করেছে।







অসাম্প্রদায়িক চেতনায় মেরিল্যান্ডে আন্তঃধর্মীয় বড়দিন উদযাপন

সুবীর কাস্মীর পেরেরা

'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার' এমন চেতনার বিশ্বাসে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ফোরাম ২৬ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সর্ব ধর্মের মানুষদের নিয়ে আন্তঃধর্মীয় বড়দিন উদযাপন করে। রক্সো আর নিক্স এলিমেন্টারি স্কুল অডিটোরিয়ামে সন্ধ্যা ৭ টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। মেট্রো ওয়াশিংটন এলাকার দুই শতাধিক চার ধর্মাবলম্বীর মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট জনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নাট্য ব্যক্তিত্ব ও নৃত্যশিল্পী লায়লা হাসান, অভিনেতা কল্যাণ কোরাইয়া,সুবাস আব্রাহাম ডি'কস্তা, সাংবাদিক সরকার কবিরুদ্দিন,ড নজরুল ইসলাম, সাংবাদিক দস্তগীর জাহাঙ্গীর,ডা প্যাট্রিসিয়া শুক্লা গমেজ,ড পল ফেবিয়ান গোমেজ,তপন দত্ত, সাংবাদিক আরিফ খান,সংগঠক আবু রুমি,কচি খান, ছবি গমেজ, নীলু গমেজ,অতুল পিউরিফিকেশন,গ্রেগরি শীতল পেরেরা,লিলি রেগো,কবি মিজানুর রহমান খান, কুলসুম আরা খুকি, হাসনাত সানি,কাঁলাচান সরকার, প্রদীপ ঘোষ,প্রণব বড়ুয়াসহ সমানের সর্ব শ্রেণী ও পেশার মানুষ।

বিপুল এলিট গনছালভেস ও কাঁকন রোজারিও'র উপস্থাপনায় শুরুতে চার ধর্মের পবিত্র ধর্মীগ্রন্থ থেকে পাঠ করেন ফাদার তিয়াস গমেজ, সিএসসি, প্রণব বড়ুয়া, তিলক কর ও সরকার কবিরুদ্দিন। বড়দিনের উপর সহভাগিতা করেন নাট্য ব্যক্তিত্ব ও নৃত্যশিল্পী লায়লা হাসান, অভিনেতা কল্যাণ কোরাইয়া। এর পর একে একে বড়দিনের অনুভূতি ব্যক্ত করেন-বাস আব্রাহাম ডি'কস্তা,ড নজরুল ইসলাম, সাংবাদিক দস্তগীর জাহাঙ্গীর,কাঁলাচান সরকার,ছবি গমেজ, লিলি রেগো,কচি খান,শ্যামল ডি'কস্তা, জনি জন গমেজ,অতুল পিউরিফিকেশন, ডা প্যাট্রিসিয়া শুক্লা গমেজ, যোসেফ বাবলু গমেজ, চার্লস রেগো,তপন দত্ত,আবু রুমিসহ অনেকে।

সাংস্কৃতিক পর্বে উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করেন মেট্রো ওয়াশিংটনের জনপ্রিয় নাচের স্কুল সৃষ্টি নৃত্যাঙ্গনের একঝাঁক নৃত্যশিল্পী। কোরিওগ্রাফিতে সৃষ্টি নৃত্যাঙ্গনের পরিচালিকা নৃত্যশিল্পী রোজ মেরী মিতু রিবেরু। সহযোগিতায় খ্রিষ্টিন রোজারিও। এ প্রজন্মের শিল্পী কথা সম্মাদার ও গল্প সমাদ্দার পরিবেশন করেন জনপ্রিয় কিছু গান।

বড়দিনের প্রধান আকর্ষণ কীর্তন। বিসিএ তরুণ দল, বাকার সদস্য এবং উপস্থিত অতিথিরা এক সাথে মেতে উঠেন বড়দিনের কীর্তনে। পর পর তিনটি কীর্তন শেষে শিশু-কিশোরদের উপস্থিতিতে বড়দিনের কেক কাটেন লায়লা হাসান।

তিনঘন্টা ব্যাপী অনুষ্ঠানে খাবারের আয়োজনে ছিল বাহারি পিঠা,নানা ধরণের ভর্তা ও রাতের আহারে ছিল দেশীয় খাবার।

অনুষ্ঠানে মিডিয়া পার্টনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনআরবি কানেক্ট টিভির আরিফ, সময় টিভির দস্তগীর জাহাঙ্গীর,নিউজ বাংলা ও প্রথম আলো।

অনুষ্ঠান সফল করতে যারা আর্থিক ও শ্রম দিয়ে সহায়তা করেছেন শরীফ আহমেদ, আলবার্ট গোমেজ,খ্রিষ্টিন রড্রিক্স,রোকসানা পারভীন,মোহাম্মদ কাজল,আবু রুমি, চার্লস রেগো,সুকুমার পিরিফিকেশন,বিপুল এলিট গনছালভেস, শ্যামল ডি"কস্তা, চপল ইগ্নেসিয়াস পেরেরা,বিভাস ফ্রান্সিস রোজারিও,আগষ্টিন বিপুল ডি'কস্তা,সুব্রত রোজারিও,পলাশ ডেমিয়ান পিরিজ, অনিল বার্নার্ড ক্রুশ, পলাশ ফ্রান্সিস কস্তা, চিত্ত ষ্ট্যানলি পেরেরা, বিলাস রোজারিও,সন্তোষ রোজারিও, খোকন মাইকেলসহ অনেকে।

অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধারণ করে আগামী বছর শুধু বড়দিন নয় সব ধর্মের অনুষ্ঠান সার্বজনীন ভাবে উদযাপনের মন্ত্র নিয়ে বিদায় নেয় অতিথিবর্গ।

সিগারেটের ছাই ফেলতে গিয়ে ৩৩ তলা থেকে পড়ে মৃত্যু!

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বছরের শেষ দিনগুলো উদ্‌যাপন করতে বন্ধুর বাড়িতে এক হয়েছিলেন সবাই। বৃহস্পতিবার রাত থেকেই শুরু করেছিলেন পার্টি। ইচ্ছে ছিল বন্ধুর বাসায় থেকেই নতুন বছরটা আনন্দের সঙ্গে বরণ করবেন।

কিন্তু তা আর হলো না। সিগারেটের ছাই নিচে ফেলতে গিয়ে ৩৩ তলা থেকে নিচে পড়ে মারা গেলেন এক বন্ধু। বাকিদের উদ্‌যাপনটাও মাটি হয়ে গেল।

শুক্রবার সকালে ভারতের বেঙ্গালুরুর একটি ফ্ল্যাটে এই ঘটনা ঘটে। পুলিশের বরাতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া বলছে, নিহত ওই যুবকের নাম দিব্যাংশু শর্মা (২৭)।

সুব্রত চৌধুরীর পিতার মৃত্যুতে সমবেদনা কংগ্রেসম্যান, গভর্নরের

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটি নিবাসী লেখক-সাংবাদিক সুব্রত চৌধুরী পিতৃহারা হওয়ায় তাঁকে সমবেদনা জানিয়েছেন কংগ্রেসম্যান জেফ ভ্যান ড্রিউ, নিউ জারসি রাজ্য গভর্নর ফিল মারফি,নিউ জার্সি রাজ্য সিনেটর ভিন্স পলিসতিনা,নিউ জার্সি রাজ্য সিনেটর ভিন গোপাল, এসেম্বলিম্যান ডন গার্ডিয়ান, এসেম্বলিওম্যান ক্লারা সুইফট, আটলান্টিক কাউন্টির ডেমোক্র্যাটিক কমিটির চেয়ারম্যান মাইক সুলেমান প্রমুখ।

পৃথক পৃথক সমবেদনা পত্রে তাঁরা সুব্রত চৌধুরীর পিতা দীপেশ চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, তাঁর মৃত্যুতে সুব্রত চৌধুরীর পরিবারের সবাই যে ব্যথা পেয়েছেন তাঁরাও সেই ব্যথায় সমব্যথী। তাঁরা দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য দীপেশ চৌধুরীর অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

উল্লেখ্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা দীপেশ চৌধুরী দীর্ঘদিন রোগভোগের পর গত ২৮ নভেম্বর, মংগলবার রাত ১০ টা ২৮ মিনিটে চট্টগ্রামের একটি ক্লিনিকে মৃত্যুবরন করেন। চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার গুয়াতলী গ্রামের সন্তান দীপেশ চৌধুরীর মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল বিরাশি বছর।

যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় বংশোদ্ভূত দম্পতির লাশ উদ্ধার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক



ইলন মাস্ক



ইলন মাস্ক

ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক দম্পতি ও তাঁদের মেয়ের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে ম্যাসাচুসেটসে প্রাসাদোপম বাড়ি থেকে। ২৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাকেশ কামাল (৫৭), তাঁর স্ত্রী টিনা (৫৪) ও তাঁদের মেয়ে আরিয়ানার (১৮) লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

ভার্জিনিয়ার নরফোক ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি (ডিএ) মাইকেল মরিস সাংবাদিকদের বলেন, প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে, কোনো মারাত্মক পারিবারিক সহিংসতার জেরে এবং বাইরের কোনো সংশ্লিষ্টতা ছাড়াই এ ঘটনা ঘটেছে।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত পরিবারটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি শিল্পে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাঁরা এডুনোভা নামের একটি শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করতেন। প্রতিষ্ঠানটি এখন বিলুপ্ত।

বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী রাকেশ কামাল এমআইটি স্লোন স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট এবং স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়ালেখা করেছেন। শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শে তাঁর বিস্তৃত ক্যারিয়ার ছিল। তিনি ২০১৬ সালে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মিলে এড-টেক নামের একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন।

বোস্টন গ্লোব সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুসারে, এডুনোভা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয় এবং কলেজ শিক্ষার্থীদের গ্রেড উন্নয়নে শিক্ষাসহায়ক প্ল্যাটফর্ম। শুরুতে কোম্পানিটি বেশ ভালোই করছিল। ২০১৯ সালে কামাল ডোভারে ৪০ লাখ ডলার মূল্যের ১৯ হাজার বর্গফুটের ১১টি বেডরুম বিশিষ্ট একটি বাড়ি কেনেন।

তবে নথিপত্র অনুসারে, ২০২১ সালে কোম্পানিটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ থেকেই কামাল পরিবারে আর্থিক অনটনের শুরু। দম্পতিটি রিক এবং টিনা নামে পরিচিত ছিলেন। এক বছর আগে তাঁদের প্রাসাদতুল্য বাড়িটি নিলামে তোলা হয় এবং ম্যাসাচুসেটসভিত্তিক আইনি সংস্থা উইলসোনডেল অ্যাসোসিয়েটস এলএলসি ৩০ লাখ ডলারের বিনিময়ে বাড়িটি কিনে নেয়। বিক্রির সময় সম্পত্তিটির মূল্য আনুমানিক ৫৪ লাখ ৫০ হাজার ডলার ছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী টিনা কামাল ২০২২ সালে নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করেন। এ থেকে দম্পতিটি ব্যাপক আর্থিক অনটনের মধ্য ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।

১৮ বছর বয়সী আরিয়ানা মিডলবারি কলেজে নিউরোসায়েন্স বিষয়ে পড়াশোনা করছিলেন। এটি ভারমন্টের একটি বেসরকারি কলেজ, সেখানে বছরে ৬৪ হাজার ৮০০ ডলার খরচ হয়।

২৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা ২৪ মিনিটে কামালের এক আত্মীয় পুলিশকে ফোন করেন। বেশ কয়েক দিন ধরে কোনো ধরনের যোগাযোগ করতে না পারায় তাঁরা কামালের বাড়িতে খোঁজ নিতে যান। পুলিশ বলছে, ওই সময় বাড়িতে শুধু পরিবারের এ সদস্যরাই থাকতেন। ডোভার এলাকাটি ম্যাসাচুসেটসের সবচেয়ে ধনী এলাকার মধ্যে একটি।

পুলিশ বাড়ির ভেতর থেকে রাকেশ, টিনা ও আরিয়ানার লাশ উদ্ধার করে। পুলিশ বলছে, তদন্ত শেষে এ ঘটনার নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হবে। ময়নাতদন্ত শেষেই বলা যাবে এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা। তবে রাকেশের মৃতদেহের পাশে একটি বন্দুক পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। মরিস বলেন, 'ঘটনাস্থলে একটি বন্দুক পাওয়া গেছে।'

পুলিশের মতে, ২০২০ সাল থেকেই ডোভারে কোনো হত্যার ঘটনা ঘটেনি। এ ঘটনাটি বেশ মর্মান্তিক।

পুলিশের মতে, ২০২০ সাল থেকেই ডোভারে কোনো হত্যার ঘটনা ঘটেনি। এ ঘটনাটি বেশ মর্মান্তিক। মরিস সাংবাদিকদের বলেন, 'নরফোক কাউন্টিতে বিশেষ করে ডোভারে এ ধরনের সহিংসতার ঘটনা খুবই বিরল।'

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব



অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

গণঅধিকার পরিষদ থেকে পদত্যাগ রেজা কিবরিয়ার

ঢাকা অফিস

গণঅধিকার পরিষদের আহ্বায়ক ও দলীয় সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেছেন রেজা কিবরিয়া। আজ বুধবার রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তিনি এই তথ্য জানিয়েছেন।

রেজা কিবরিয়ার ব্যক্তিগত সহকারী ও দলের দপ্তর সহ-সমন্বয়ক শাহাবুদ্দিন শুভ আজকের পত্রিকাকে প্রেস বিজ্ঞপ্তির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। বিজ্ঞপ্তিতে রেজা কিবরিয়া বলেন, আপনাদের মাধ্যমে দেশবাসীর সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমি গণঅধিকার পরিষদের আহ্বায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করছি এবং আমার পদত্যাগ পত্র কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ বরাবর জমা দিয়েছি।

শপথ নিলেন

শেষ পৃষ্ঠার পর

কোনো মুসলিম নারী জয়ী হতে পারেননি। প্রথমবারের মতো বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সমাজকর্মী ডঃ নিনা আহমেদ নির্বাচিত হন।

ফিলাডেলফিয়া সিটির মেয়রসহ কাউন্সিলের অনেক সদস্যই নারী। ফিলাডেলফিয়া সিটির ৩৪১ বছরের ইতিহাসে শেরেল পার্কার ফিলাডেলফিয়ার ১০০ তম মেয়র হিসাবে শপথ নিয়েছেন। তিনি শহরের ইতিহাসে প্রথম মহিলা এবং প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা মেয়র।

ডঃ নিনা আহমেদের শপথগ্রহণের মাধ্যমে ফিলাডেলফিয়া সিটি হলে বাংলাদেশিদের জন্য নতুন ইতিহাস রচিত হলো। ১৬৮২ সালে ফিলাডেলফিয়া সিটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার পর ৩৪১ বছরের ইতিহাসে ডঃ নিনা আহমেদই প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত, যিনি সরাসরি ভোটে কাউন্সিল অ্যাট লার্জ হলেন। ২ জানুয়ারি মঙ্গলবার থেকে তার কার্যকাল শুরু হয়েছে।

পথগ্রহণের সময় নিনা আহমেদের স্বামী আহসান নাসরতুল্লাহ, দুই মেয়ে, বাংলাদেশী কমিউনুটির প্রতিনিধি এবং তার ক্যাম্পেইন অফিসের কয়েকজন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। শপথগ্রহণের সময় নিনা আহমেদ যে পবিত্র কোরান ছুঁয়ে শপথ নেন সেটি মায়ের দেয়া বলে জানিয়েছেন। পবিত্র কোরান বাসা থেকেই সঙ্গে করে নিয়ে আসেন ডঃ নিনা আহমেদ। শপথের সময় তার মেয়েরা পবিত্র কোরান শরীফ হাতে রাখেন। শপথ গ্রহণের পর সিটি হলের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সিটি কাউন্সিল অধিবেশনে নিনা আহমেদের জন্য নির্ধারিত আসন দেখিয়ে দেন। এর আগে প্রয়োজনীয় নথিপত্রে তিনি স্বাক্ষর করেন।

শহরের নাইটলাইফ নিরাপদ রাখতে

শেষ পৃষ্ঠার পর

বরোর স্থানীয়দের প্রায়শই নাইটলাইফ-সম্পর্কিত সহিংসতা, আবর্জনা এবং কোলাহলের সাথে লড়াই করতে হয়। অভিযোগের ফলে অঘোষিত পরিদর্শনে নাইটলাইফ স্থাপনাগুলিকে কখনও কখনও স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে বাধ্য করা হয়।"

১ জানুয়ারি সোমবার , ২০২৪-কমিউনিটি অপ:এড-এ মেয়র অ্যাডামস্ বলেন, "আমাদের নাইটলাইফ প্রতিষ্ঠানগুলি দুর্দান্ত পার্টি দেয় বলেই, বাসিন্দা এবং ব্যবসায়িকদের পরের দিন আটকে রাখা উচিত নয়। আমরা আমাদের নাইটলাইফ ব্যবসা খোলা রেখে জননিরাপত্তা রক্ষা করতে চাই। তাই, আমাদের নাইটলাইফের স্থানগুলিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য, গত সপ্তাহে আমি ব্রুকলিনের প্যারাগন নাইটক্লাবের মালিকদের সাথে যোগ দিই এবং পাশাপাশি একটি নতুন জননিরাপত্তা কর্মসূচি ঘোষণা করেছি। CURE (Coordinating a United Resolution with Establishments) এনওয়াইপিডি, ছোট ব্যবসা এবং অফিস অফ নাইটলাইফ- কে একত্রিত করে যাতে নাইটলাইফ প্রতিষ্ঠানে জননিরাপত্তা উন্নত করা যায় এবং শাস্তিমূলক প্রয়োগ নয়, কমপ্লায়েন্স এবং শিক্ষার উপর ফোকাস করে ব্যবসার মালিকদের আরও ভালভাবে জড়িত করা যায়।"

তিনি বলেন."নাইটলাইফ ভেন্যুগুলি পূর্বে অঘোষিত ছিল, মার্চ(MARCH) প্রোগ্রামের মাধ্যমে গভীর রাতে মাল্টি-এজেন্সি দ্বারা পরিদর্শনের বিষয় ছিল যা ১৯৯০-এর দশকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নাইটলাইফ ইন্ডাষ্ট্রি স্পষ্টভাবে আমাদের জানিয়েছিল যে, এই উদ্যোগটি কার্যকর হচ্ছে না। স্থানীয়দের এবং ব্যবসার মালিকদের মতামতের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার পরে, আমরা নিরাপত্তা বজায় রেখে নাইটলাইফ স্থাপনাগুলি খোলা রাখা নিশ্চিত করতে বেশ কয়েকটি সংস্থার সাথে কাজ করেছি। CURE-এর মাধ্যমে, অফিস অফ নাইটলাইফ এবং আশেপাশের ব্যবসাগুলি সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে এবং প্রয়োগকারী পদক্ষেপ নেওয়ার আগে সমস্যাগুলি সংশোধন করার সুযোগ দেয়। আমাদের শহরে আর বিশৃঙ্খল নাইটলাইফ নেই। যখন কোনও স্থান সম্পর্কে গোলমালের অভিযোগ বা ট্র্যাশের অভিযোগ আসে, আমরা সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য ব্যবসাগুলির সাথে কাজ করি যাতে বাসিন্দারা মানসিক শান্তিতে থাকতে পারে এবং ব্যবসাগুলি তাদের ব্যবসার কাজ অব্যাহত রাখতে পারে।"

মেয়র বলেন, "অপরাধ হ্রাস করা, স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা এবং আমাদের সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা আমাদের মিশনের একটি অংশ। এই বছর, আমাদের আরও চাকরি বেড়েছে, অপরাধ কমেছে, পরিষ্কার রাস্তা রয়েছে এবং আমরা আমেরিকার সবচেয়ে নিরাপদ শহর হয়ে উঠেছি।

আমরা এমন উদ্যোগগুলি বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি যা আমাদের শহরে নাগরিক এবং ব্যবসার মালিকদের জীবনযাত্রাকে সহজ করবে, আমাদের আশেপাশের এলাকাগুলিকে শান্ত করবে, আমাদের রাস্তাগুলিকে পরিষ্কার রাখবে, ছোট ব্যবসাকে সমর্থন করবে এবং অপরাধ কমাবে। যারা এ শহরে বাস করেন, বিশ্রাম এবং খেলাধুলা করেন তাদের প্রত্যেকের জন্য আমরা একটি উন্নত-মানের জীবন তৈরি করতে যাচ্ছি।"

২০১৪ আর ১৮-তে কামডা আমরাই

শেষ পৃষ্ঠার পর

যদি মন্ত্রী হইয়া স্বতন্ত্রকে ভয় পান তাইলে নির্বাচনে দাঁড়াইলেন কেন?'

একই দিন রাসেলের সমর্থনে কালিয়াকৈর উপজেলার চাপাই মেদি বাজারে আরেকটি পথসভায় দেওয়া বক্তৃতায়ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রীকে আক্রমণ করেন জাহাঙ্গীর আলম। তিনি বলেন, 'আপনাদের বলে দিই, এখানে ভোট চুরি করার কোনো পথ নাই। আরে আমার মা তো একটা মহিলা, একটা নারী। তাঁর লগে দল ছিল না, পার্টি ছিল না, একটাও নেতা ছিল না। তাঁর ভোটটাও মিশিনে আইছে। তারপরেও লক্ষ লক্ষ ভোটটা রাত্র হলেও গুইনা দিয়া যাওন লাগছে। পারছে নিতে? পারে নাই কিন্তু। রাত্রে ভোটটা গুইনা দিয়া যাওন লাগছে। তাইলে নারীর ভোট যদি আটকাইয়া দিতে পারি, মার ভোট যদি আটকাইয়া দিতে পারি, ভাইয়ে-বোনের ভোট আটকাইতে পারতাম না? হাজার হাজার লাখ লাখ মাইনষের ভোট আটকাইয়া দিতে পারতাম না?'

জাহাঙ্গীর আরও বলেন, 'এখন সমান সমান। এহন আর পুলিশও থাকব না। এখন সমান সমান, এখন আসেন। ২০১৪ আর ২০১৮ আর পাইতেন না। এটা ২০২৩-২৪ সাল। একটা ভোট চুরির নিয়ত কইরা দেহেন। নিয়ত কইরা দেহেন, আমাদের বাড়িও গাজীপুর। আপনারা যেই কামডা করছিলেন, আমরাই এই কামডা কইরা দিছিলাম। আমরা জানি, আপনে কী কাজ করবেন। এসব ধান্দাবাজি, ধোঁকাবাজি, মিথ্যাবাদী, মানুষ ঠকানো, মানুষের সাথে প্রতারণা কইরা ১৭ বছর, ১৫ বছর এমপি-মন্ত্রী থাইকা আবার চুরির নিয়ত করেন ক্যা?'

মন্ত্রীর উদ্দেশে জাহাঙ্গীর আলম বলেন, '১৫ বছর তো আপনি সরকারি বরাদ্দ পাইছেন। ১৫ বছর তো রাষ্ট্র আপনেরে ট্যাকা দিছে। ১৫ বছর তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনেরে অর্থ দিছে। ১৫ বছর আপনি মানুষের মন জয় করতে পারেন না। কিছু চামচা রাখছেন। ওরা ভাবে, রাইতে কাম কইরা ফালামু, যা আছে বাক্সে ভইরা ফালামু। এই বুদ্ধি শিখছেন ক্যামনে? এটা তো জনগণের বুদ্ধি না।'

জাহাঙ্গীর আলম বলেন, 'ভাবছিল কী, ৩০ তারিখে সবাই কাগজ জমা দিব। ১৭ তারিখে সবাই ইড্রো করইরা লইবো। ১৮ তারিখে অ্যারা এমপি হইয়া যাইব। আমি কইছি না, এইবার দেখাইয়া দিমু জনগণের পাওয়ার আছে।'

এসব বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে বিভিন্ন আইডি ও পেজ থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। এসব ভিডিও এখন ভাইরাল হয়েছে। বক্তব্যের বিষয়ে জানার জন্য জাহাঙ্গীর আলমের মুঠোফোনে গতকাল মঙ্গলবার ফোন করা হলে, তিনি ফোন কেটে দেন।

একজন ভালো সন্তানই ভালো স্বামী পারে

শেষ পৃষ্ঠার পর

লেখক দিলতাজ রহমান। প্রসবোত্তর বিষণ্ণতা নিয়ে আলোচনা করেন তারা। অনুষ্ঠানটির পরিচালনা ও কারিগরি সহযোগিতায় ছিলেন এইচ বি রিতা।

সন্তান জন্মের পর নিজ অনুভূতি এবং মায়ের যত্ন নিয়ে তিলতাজ রহমান বলেন, "সন্তান জন্ম মানে আনন্দ নিয়ে আসা। দেখছি, কারো কারো মাঝে সেটা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তবে বেবি ব্লুজ বা প্রসবোত্তর বিষণ্ণতার বিষয়গুলো আরো জটিল হয় পরিবারে সাপোর্টের অভাবে। দেখা যায় কেউ বাবা মা বা শ্বশুর শাশুড়ির কাছে থাকেন না এ সময়। তখন একজন স্বামীরই উচিত তার স্ত্রীকে এ সময় সার্বিক সাহায্য করা, বোঝা। আরো একটু গোড়ায় যদি যাই, সেই স্বামীও কারো সন্তান এবং একজন মাকেই কিন্তু সেই সুসন্তানটি গড়ে তুলতে হয়। একজন ভালো সন্তানই পারে একজন ভালো স্বামী হয়ে উঠতে। আমাদের ছেলে মেয়েদের সুসন্তান হিসাবে গড়ে তোলতে হবে যেন তারা অন্যের প্রতি সমব্যাথি হয়, তাহলে হয়তো এসব বিষণ্ণতার বিষয়গুলোও এতোটা ছড়াবে না।"

প্রসবোত্তর বিষণ্ণতার ধারণাটি আরেকটু স্পষ্ট করতে গিয়ে এইচ বি রিতা যুক্ত করেন, "একটি শিশুর জন্মের পরে মেজাজের পরিবর্তন অস্বাভাবিক কিছু নয়। পরিবারে একটি নতুন শিশু যুক্ত হওয়ার আনন্দ ও সুখানুভূতিই অন্যরকম। তবে অনেক সময় আনন্দদায়ক অনুভূতির পর পরই মায়েদের মধ্যে একটা দুঃখবোধের জন্ম হয়। মায়েরা কখনো আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেন, খিটখিটে মেজাজ বোধ করেন, অজানা কারণে অশ্রুসিক্ত হোন, উদ্বিগ্ন হোন, ধৈর্যহীন ও অস্থির বোধ করেন। এবং তারা প্রায়শই এটি সম্পর্কে কথা বলেন না, এ বিষয়ে কথা বলতে বিভ্রান্তবোধ করেন। একে বিশেষজ্ঞরা "বেবি ব্লুজ" বলে চিহ্নিত করেন। সদ্য জন্ম নেয়া মায়ের জন্য এই লক্ষণগুলি স্বাভাবিক। আমেরিকান প্র্যাগনেন্সি এসোসিয়্যাশনের মতে, ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ মায়েরা সন্তান জন্মের পরে কিছু নেতিবাচক অনুভূতি বা মেজাজের(বেবি ব্লুজ) পরিবর্তন অনুভব করেন। মেজাজের এই পরিবর্তন মূলত একারণে নয় যে, একজন মা তার সদ্য জন্ম নেয়া শিশুটিকে অপছন্দ করছেন। এটি গর্ভাবস্থায় এবং শিশুর জন্মের পরে ঘটে যাওয়া হরমোনের পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। গর্ভবতী হওয়ার সময় থেকেই নারীদের শরীরে এস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন হরমোনের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকে, যা সন্তান জন্ম দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আগের অবস্থায় ফিরে আসতে শুরু করে। এই আকস্মিক পরিবর্তনের কারণে প্রসব-পরবর্তী বিষণ্ণতা হতে পারে। এছাড়াও, ঘুমের ব্যাঘাত, রুটিন পরিবর্তন হওয়া, শিশুর জন্মের পরে যে পরিমাণ পরিশ্রম আসে এবং অভিজ্ঞতামূলক আবেগগুলি সবই একটি মায়ের অনুভূতিতে অবদান রাখতে পারে। যদি বেবি ব্লুজ লক্ষ্যণগুলি সময়ের সাথে পরিবর্তন না হয় বরং লক্ষণগুলোর তীব্রতা বাড়তেই থাকে এবং এগুলি একজন মাকে শিশুর যত্ন নেওয়া এবং অন্যান্য দৈনন্দিন কাজগুলি পরিচালনা করার ক্ষমতাকে হস্তক্ষেপ করে, তবে এটি গুরুতর কিছু হতে পারে যা সনাক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন বা প্রসবোত্তর বিষণ্ণতা পরিণত হয়ে পারে।"

গর্ভাবস্থায় থাকাকালীন এবং জন্মের পর, একজন মায়ের শরীর ও মনের যত্ন নেয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ -এ নিয়ে সোহানা নাজনীন বলেন, "গর্ভাবস্থা থেকে শিশু জন্মের পর একজন মায়ের শরীর ও মন



দুটোরই যত্ন নেয়া গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। গর্ভাবস্থায় আমরা মায়েদের শরীরের যত্নে সচেতন থাকি কিন্তু শিশু জন্মের পর সে যত্নে ভাটা পড়ে যায়। কারণ তখন আমরা শিশুটির যত্ন নিয়ে ব্যস্ত হই, একজন মা'ও হোন। শিশু জন্মের পর একজন মায়ের দৈনন্দিন জীবনে পরিবর্তন আসে। এখানকার হাসপাতাল থেকে পরামর্শ দেয় যে, বুকের দুধ খাওয়ানো একজন মাকে অন্তত ৮ ঘন্টা ঘুমাতে হয়। সেই মা কিন্তু শিশুর যত্নে ঠিকমত ঘুমাতে পারেন না, কোথাও যেতে পারেন না, খেতে পারেন না। এ সময় পরিবারের সদস্যদের, বিশেষ করে স্বামীর পক্ষ থেকে শারীরিক যত্নের পাশাপাশি মানসিক যত্ন নেয়া খুব দরকার। মায়ের সাথে কথা বলা, শিশুযত্নে কিছু কাজ ভাগ করে নেয়া, মা'কে বিশ্রাম বা নিজের জন্য কিছু সময় ব্যয় করতে সুযোগ করে দেয়া, তাকে মানসিকভাবে প্রশান্তি দিতে পারে। শিশু জন্মের পর একজন মায়ের বিষণ্ণতায় হরমোনাল ইমব্যালেন্স একটা কারণ, আরো একটা কারণ কিন্তু পরিবার থেকে সাহায্য ও সহানুভূতির অভাব।"

সন্তান প্রসবের পর মা ও শিশুর শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব দিলেও মায়ের মানসিক স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করছি কেন-এ প্রশ্নে দিলতাজ রহমান বলেন, "সন্তান জন্মের পর একজন মা'কে আমরা অনেক সময় প্রয়োজনের বেশি যত্ন করে ফেলি, স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ফেলি। কিন্তু মনের যত্ন নিয়ে ভাবি না। যত্ন কেবল নিজে নিজে আসে না, এতে চারপাশও জড়িত থাকে। আজকের এ আলোচনা একজন গর্ভবতী বা সন্তান জন্ম দেয়া মায়ের এবং তার চারপাশের সবার শোনা দরকার। এখন সবারই একটা পরিণত বয়সে বাচ্ছা হয়, মায়েরা নিজের যত্ন নিবে, সন্তানের ভালোর জন্য চারপাশের বিপর্যয় থেকে নিজেকে সরিয়ে নিবে, সে স্বাধীনতা আছে সবার। শাশুড়ি বা মা বলে কথা নয়, একজন কল্যালকামী মানুষের কাছে প্রতিবেশীও ভালো থাকে, আমাদের সন্তানদেরকে তাদের জীবনসঙ্গী ও অন্যদের যত্ন নিতে আমাদেরই শেখাতে হবে। মনের যত্ন নিতে আরো জানতে হবে আলোচনা করতে হবে।"

বছরের পর বছর বাইরের দেশে বাস করেও আমরা মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলতে চাই না। শরীরের যত্ন করি কিন্তু মনের যত্নে যত অবহেলা। এ নিয়ে সোহানা নাজনীন বলেন, "আমরা প্রবাসে বাস করেও মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলোকে একটি সোশ্যাল স্টিগমা হিসাবে ধরে নেই। আমরা ২০/২৫ বছর যাবত এদেশে থেকে শরীরের যত্নে সকল সুবিধাই নিচ্ছি কিন্তু এখনো আমরা মনের যত্নে কোনো চিকিৎসা বা সুবিধা নিতে প্রস্তুত নই। এসব নিয়ে কথা বললে, কাউনসেলিং বা চিকিৎসকের কাছে গেলে অনেকেই পাগল হিসাবে ধরে নেয়। এই সামাজিক ভীতিও একটি কারণ আমাদের এসব নিয়ে কথা না বলার। সেই সাথে পরিবারেও কথা বলার, অনুভূতি প্রকাশ করার স্বাধীনতা থাকতে হবে।"

সোহানা নাজনীন নিজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তোলে ধরেন যেখানে তিনি তৃতীয় সন্তান জন্মের পর বেবি ব্লুজ পর্যায়ে যান এবং চিকিৎসক বন্ধুর পরামর্শে ও স্বামীর সার্বিক সহযেগিতায় কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে নিজেকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনেন।

একজন নারীর গর্ভবতী অবস্থা থেকে সন্তান জন্মের পর পর্যন্ত তার শরীরের যত্নের সাথে মানসিক স্বাস্থ্যেরও যত্ন নিয়ে ভাবা দরকার বলে মনে করেন তিলতাজ রহমান ও সোহানা নাজনীন। এ সময়ে পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতার আগে স্বামীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে কথা বলেন সোহানা নাজনীন। তিনি নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে তোলে ধরেন কীভাবে তার স্বামী এ সময়ে তাকে সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে পাশে থেকেছেন। সবশেষে তিনি বলেন, "পরিবারে সন্তান জন্মের পর একজন মায়ের হরমোনাল পরিবর্তনের সাথে মেজাজের উত্থানপতন এবং সেই সাতে একজন মায়ের মনে কি চলছে তা সম্পর্কে পরিবারের সবাইকে সচেতন হতে হবে এবং বিষণ্ণতার কেনো লক্ষণ দেখা দিলে অবশ্যয়ই এ নিয়ে কথা বলতে হবে এবং চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।"

তিলতাজ রহমান যদিও সন্তান জন্মের পর এমন কোনো অভিজ্ঞতায় যাননি তবে তিনি মনে করেন, প্যারেন্টিং সম্পর্কে আগে যদি আরো উন্নত ধারণা থাকতো তবে সেটা তাকে আরো ভালো প্যারেন্টিং এর দিকে নিয়ে যেতো। তিলতাজ রহমান ফোকাস করেন সন্তান লালন পালনে পিতামাতার ভূমিকার দিকে। তিনি বলেন, "আমাদের সমতানদের অন্যের প্রতি সহানুবূতিশীল হতে শিখাতে হবে, সেই সাথে আমাদের সবারই সংসার ও ব্যক্তি জীবনে মৌলিক দায়িত্বগুলো সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। আমরা যেন একটি ছোট শিশুর জন্মকে দুঃখবোধ নয় বরং আনন্দের সাথে নতুন পৃথিবীর আলো দেখতে গড়ে তুলতে পারি-এই প্রত্যাশা।"

প্রসবোত্তর বিষণ্ণতা মূলত বেবি ব্লুজ থেকে আলাদা। প্রসবোত্তর বিষণ্ণতার অনুভূতিগুলি "বেবি ব্লুজ" এর চেয়ে বেশি তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। প্রসবোত্তর বিষণ্ণতার লক্ষণগুলি সাধারণত সন্তান জন্ম দেওয়ার পর প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। এ নিয়ে মনোবিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞরা কিছু প্রাথমিক লক্ষণ তোলে ধরেল যেমন-বিষণ্ণতা, মুড সুইং, ক্রমাগত কান্না করা, কারণ না জেনে কান্না করা, শিশু সন্তানটির সাথে বন্ধনে জড়াতে না পারা, পরিবার এবং বন্ধুদের কাছ থেকে প্রত্যাহার হওয়া, ক্ষুধা কমে যাওয়া বা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি খাওয়া, ইনসোমনিয়া বা খুব বেশি ঘুমানো, অত্যধিক ক্লান্তি বা শক্তি হ্রাস পাওয়া, উপভোগযোগ্য কার্যকলাপে আগ্রহ কমে যাওয়া, তীব্র বিরক্তি এবং রাগ প্রকাশ করা, ভালো মা -না হতে পারার ভয়, আশাহীনতা, নিজেকে মূল্যহীন ভাবা, লজ্জাবোধ বা অপরাধবোধ, সঠিকভাবে চিন্তা বা মনোনিবেশ করতে না পারা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস হওয়া, অস্থিরতা, গুরুতর উদ্বেগ এবং প্যানিক এ্যাটাকে জড়ানো, নিজের বা শিশুর ক্ষতি করার চিন্তা, মৃত্যু বা আত্মহত্যার চিন্তা..ইত্যাদি।

এভাবেই প্রসবোত্তর বিষণ্ণতা নিয়ে সেদিনের "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। প্রতি বৃহস্পতিবার "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার হয় প্রথম আলো ইউএসএ ফেসবুক পেইজে। মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সমাজ সচেতনা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কমিউনিটির অভিজ্ঞদের সহায়তায় এ পর্বটি পরিচালনা করেন এইচ বি রিতা।

২০১৪ সালে অটোপাস, ২০১৮ সালে

শেষ পৃষ্ঠার পর

খোরশেদ আলম চৌধুরী চট্টগ্রাম-১৫ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী এম এ মোতালেবের নির্বাচনী প্রচারণায় এসব কথা বলেন। সম্প্রতি বক্তব্যটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ বক্তব্য নিয়ে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের মধ্যেও নানা আলোচনা-সমালোচনা চলছে। ভিডিওতে খোরশেদ আলম চৌধুরীকে বলতে শোনা যায়, 'এখন নদভী (চট্টগ্রাম-১৫,সাতকানিয়া-লোহাগাড়া আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী) বলেছেন উনি দু'বার এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। এর মধ্যে একবার ২০১৪ সালে অটোপাস করেছেন। এর মানে হলো করোনার সময় এসএসসি পরীক্ষা হয়নি। তারপরও সবাই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এরকম ২০১৪ সালের নির্বাচনে সাতকানিয়া-লোহাগাড়ায় করোনাকাল ছিল।

ওই নির্বাচনে বিএনপি, জামায়াতসহ কোনো দল যায়নি। সংবিধান রক্ষার জন্য একটি ভোট দেয়া হয়েছিল। এতে করে উনি এমপি হয়েছিলেন। ওইবার ২২৬টার মতো আসনে অটোপাস হয়ে গিয়েছিল। বাকিগুলোতে কোনোমতে ভোট হয়েছিল। এরপর ২০১৮ সালে এসে রাতে কাজ সেরে দিছি। এখন আবার উনি এসেছেন।' খোরশেদ আলম বলেন, 'এখন নদভী আমাদের বলছেন এই নৌকায় ওঠার জন্য। তবে আমরা তার ছিদ্রযুক্ত নৌকায় উঠতে পারবো না। প্রকৃতপক্ষে আমরা হলাম নৌকার দাবিদার এবং নৌকার মানুষ। এজন্য আমরা এবার নদভীর নৌকায় না উঠে মোতালেব সাহেবকে আপনাদের কাছে নিয়ে আসলাম। কারণ নদভীর এ ছিদ্রযুক্ত নৌকা দিয়ে খাল নয়, বিল পর্যন্ত পার হওয়া যাবে না। তাই এই নৌকায় আমরা না উঠে পালিয়ে আসছি।'

এর আগে গত ২৪শে ডিসেম্বর স্বতন্ত্র প্রার্থী এমএ মোতালেবের নির্বাচনী প্রচারণায় গিয়ে ২০১৪ সাল ও ২০১৮ সালের নির্বাচন নিয়ে একইভাবে বেফাঁস মন্তব্য করেছিলেন রিটন বড়ুয়া রোনা। তিনি আওয়ামী লীগের এক কেন্দ্রীয় নেতার নিকটাত্মীয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সেই বক্তব্যে রোনাকে বলতে শোনা যায়, 'আমি একটি কথা বলতে চাই। আমরা ২০১৪ সালের নির্বাচনে ভোট ডাকাতি করেছি, সোজা কথা। আমরা এমনিতে আসিনি। ২০১৮ সালে আমরা ভোট ডাকাতি করেছি। এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি কথা বারবার বলেন, আমাদেরকে বহির্বিশ্বে চাপ দিচ্ছে। আমাদের একজনের গা-পায়ে আরেকজন না বাজে (লাগে), আমাদের সোজা লাইন ধরে ভোট দিতে হবে। এটি বহির্বিশ্বকে দেখাতে হবে।'

ডাক্তার নাসরিন রুপার-স্নেহ কুঞ্জ

শেষ পৃষ্ঠার পর

আমার সাথে যোগাযোগ করেন নিপসনের একজন মহিলা ডাক্তার নাসরিন রুমা। আমার সাথে পূর্ব পরিচয় না থাকলেও তিনি রাশেদা কে চৌধুরীর নিকট থেকে আমার নাম ও টেলিফোন নাম্বার যোগাড় করেন বলে জানান।

জানা গেল তিনি আমার সামরিক পরিবারের সদস্য; ঢাকা সেনানিবাসে একজন সামরিক কর্মকর্তার স্ত্রী যিনি বর্তমানে গাজীপুর বিএনসিসিতে কর্মরত আছেন। আমাকে অনুরোধ করলেন তার একটি প্রতিষ্ঠান "স্নেহ কুঞ্জ" এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে। আমি জানতে চাই প্রতিষ্ঠানটি কি করে? ডাঃ নাসরিন রুমা সহজ সরল ভাষায় বলেন গ্রামের গরীব ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং সাথে নিঃসঙ্গ অসহায় অগ্রজদের একটি আবাসিক বাসস্থান। অগ্রজদের আবাসিক ব্যবস্থার উপর আমার অনেক দিনের ইচ্ছা কোন একটা প্রকল্প গ্রহণ করা। ঐ দিন আমার পূর্ব প্রস্তুতি ছিল আমাদের বাঁশবাড়ী এনআরবি ভিলেজে যাওয়ার। সিদ্ধান্ত নিলাম ডাঃ নাসরিনের প্রতিষ্ঠান হয়ে যাব। কাপাসিয়ার তিলশুনিয়া এলাকার ভাটপাড়া গ্রাম কাপাসিয়া বাজারের নিকটবর্তী।

২৯ ডিসেম্বর ২০২৩, শুক্রবার সকাল ১০-৩০ মিনিটে প্রকল্প এলাকায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মওলা আমাকে আমন্ত্রণ জানান। দেখলাম দুই তলা বিশিষ্ট একটি বিল্ডিং এর মধ্যে অনেক শিশু/কিশোর অবস্থান করছে। জানা গেল, ঢাকা থেকেও বেশ কয়েকজন অতিথি আসবেন। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাওলা তাঁর স্ত্রীর প্রকল্প এলাকা এবং সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখালেন। তিনি বললেন চাকুরীর সুবাদে যে ষ্টেশনেই তার পোস্টিং হয়, সেই এলাকার নিকটবর্তী গ্রামেই তার স্ত্রী অসহায় শিশু/কিশোর এবং গরীব মানুষের জন্য কিছু একটা করার চেষ্টা করে। তাদের দুইজনের বাড়ী পটুয়াখালী এবং তার বাড়ীর এলাকায় একটি "স্নেহ কুঞ্জ" আছে বলে জানান। তিনি বলেন আমার স্ত্রী ডাক্তার, যা অর্জন করে এবং আত্মীয় স্বজন থেকে টাকা সংগ্রহ করে সব সময় অসহায় মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করে। স্বল্প মুল্যে ০৬ বিঘা জমি কিনে এই স্থানে কাজ শুরু করে যখন তিনি রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসে চাকুরীরত ছিলেন।

বর্তমানে "স্নেহ কুঞ্জ" নামে এই প্রতিষ্ঠানটি তার স্ত্রী সে অনেক কষ্টে গড়ে তুলেন। প্রতিষ্ঠানটির সংক্ষিপ্ত কাজ নিম্নরূপ বলে তিনি জানানঃ

ক। উদ্দেশ্যঃ অবহেলিত শিশু এবং নিঃসঙ্গ বয়স্কদের আবাসন ও খাওয়ার ব্যবস্থা।

খ। শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

গ। শিশুদের একজন কর্মঠ, সৎ নাগরিক হিসেবে তাদের গড়ে তোলার চেষ্টা।

ঘ। বয়স্কদের সম্মানের সহিত তাদের স্বল্প মূল্যে জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা। আপাততঃ ৫০ জন বয়স্ক পুরুষ/মহিলা থাকার সুবন্দোবস্ত করা এবং তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

কিছুক্ষণ পরেই পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এসে উপস্থিত হন। আমরা একটি গাছের নিচে বসে ঢাকার অতিথিদের জন্য অপেক্ষা করি এবং ডাঃ নাসরিন রুমার কর্ম জীবন সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করি। অতি সহজ সরল মিষ্টি ভাষী এই সমাজ সেবক তার ব্যক্তি পর্যায়ে অসহায় মানুষের জন্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ার চেষ্টার গল্প শুনালেন। আমি অনেকগুলি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগী হিসেবে কাজ করি। কিন্তু ডাঃ নাসরিনের মত এমন নিবেদিত একজন ডাক্তার আমার কোন প্রতিষ্ঠানে আছে বলে মনে হয় না। আমি ব্যক্তিগতভাবে তার সাথে পরিচয় হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করি। দেশের জন্য যুদ্ধ করেছি। সম্মান পেয়েছি কিন্তু অসহায় মানুষের অবস্থার পরিবর্তনে তেমন কোন অবদান রাখতে পারিনি। তাই যারাই ভালো কাজের চেষ্টা করে যাচ্ছে তাদেরকেই আমার কাছে সত্যিকারের দেশ প্রেমিক মনে হয়। তারাই আমার আপনজন। ডাঃ নাসরি

স্বাগতম নূতন বৎসর ২০২৪

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন



বিশ্ববাসী আমরা নূতন বৎসর ২০২৪ খ্রিষ্টবর্ষে পদার্পণ করেছি। ঘটনাবহুল ২০২৩ কে পিছনে ফেলে নূতন প্রত্যাশায় বুক বেঁধে অনেক স্বপ্ন সামনে রেখে এগিয়ে এসেছি সকলেই। বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জন্য বিগত বৎসরটি সাফল্য এবং ব্যর্থতার মিশেল ব্যঞ্জনে মুখর ছিল। অনেকে আমরা চড়াই-উতরাই বন্ধুর পথ পেরিয়ে আমাদের ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছে যেমন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়েছি। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়েছি। আমাদের অনেকের প্রত্যাশিত, অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি আমাদের জীবনে যোগ করেছে নূতনমাত্রা। কারও কারও পরীক্ষায় সাফল্য, নূতন চাকুরি, বৈবাহিক জীবনে প্রবেশ, আকাঙ্ক্ষিত সন্তানলাভ, বিদেশযাত্রা, নূতন জমি, বাড়ি ইত্যাদি অর্জনে এবং অন্যান্য প্রাপ্তিযোগে পরিতৃপ্ত হয়েছি। আত্মীয়-স্বজনের উষ্ণ সান্নিধ্যে রঙিন হয়েছি!

অন্যদিকে আমরা অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতা ও হারানোর বেদনায় মূহ্যমান হয়েছি। যা স্মরণ করে এখন বিগত সময়কে ভুলে যেতে চাইছি। প্রিয়জনের বিরহযাতনায় এখনও নীরবে অশ্রুসিক্ত হয়ে চলেছি। তখন মনে হয়, বিগত বছরটি আমাদের জীবনে না আসলেই ভালোই হতো! আমাদের যাদের সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতার পাল্লা ভারী, তারা অর্জিত সাফল্যের আলো দিয়ে ব্যর্থতার গ্লানি মুছে দিতে চাইছি। এবং এমনটি চাইছি, এই নূতন বৎসরে বিগত বৎসরের মত না হয়। আমরা সকলেই চাইছি, কোন বিরহ, ব্যর্থতা আর নয়।

এ তো গেল ব্যক্তিগত ভাবনা। আমাদের সামাজিক, বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায় বিগত ২০২৩ বছরটি কেমন ছিল, তাও আমাদের ব্যতিব্যস্ত করছে এখন।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে

আমাদের বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন পরিস্থিতি দেশব্যাপী আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে নির্বাচনের পক্ষের এবং বিপক্ষের আপোষহীন অবস্থান উদ্ভূত পরিস্থিতি অনেক স্থানে সহিংসতায় রূপ নিয়েছে। জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে ২০২৩ বৎসরটি অতিবাহিত হয়েছে। বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলোর পারস্পরিক শক্তির মহড়া এখন প্রকটভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে।

দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ২০২৪ এর সাত জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন ঘিরে সারা বছরই উত্তাপ-উত্তেজনা ছিল। যুক্তরাষ্ট্র সহ বিভিন্ন দেশের সংগঠন এবং প্রতিনিধিরা দুই পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন। আগামী ৭ জানুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচন বয়কট করেছে বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৬৩টি রাজনৈতিক দল। সরকারের পদত্যাগের একদফা দাবি আদায়ে বিএনপি ও সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর ২৮ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া যুগপৎ আন্দোলন এবং কর্মসূচি তপসিল ঘোষণার পর গতি পায়। তারা দফায় দফায় হরতাল-অবরোধ কর্মসূচি দিয়ে আসছে। এরই মধ্যে ৭ জানুয়ারির ভোট বর্জন করে সর্বসাধারণের প্রতি সরকারকে অসহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তপসিল ঘোষণার পর বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান পদধারীসহ বেশ কয়েক জন জননেতা দল ছেড়ে নির্বাচনে অংশ নেয়ার ঘোষণা দেন। ফলে দেশের রাজনৈতিক মাঠ আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এমন প্রেক্ষাপটে নির্বাচন উত্তর বাংলাদেশ কোথায় গিয়ে থামবে, তা বলে দেবে ভবিষ্যৎ।

অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং পরাশক্তির প্রশ্নে বিশ্ব যেমন বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে তার প্রভাব থেকে বাংলাদেশ মুক্ত থাকতে পারেনি। বিগত বছরে তাই দেখা গিয়েছে বাংলাদেশকে নিয়ে নাটকের মহড়া। আসন্ন নির্বাচনকে নিয়ে আমেরিকা, রাশিয়া মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি চীন এবং ভারতও বসে নেই। উত্তর কোরিয়া ও ইরানও নড়ে চড়ে বসেছে। চলতি বছরের ২৪ মে আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার ঘোষণা দেন, বাংলাদেশের জন্য ভিসা-নীতি প্রয়োগ করতে যাচ্ছে আমেরিকা। যারা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধা দেবে বা এই কাজে সহযোগিতা করবে তাদের ভিসা দেবে না আমেরিকা। এই ভিসা-নীতিতে দেশের বর্তমান-সাবেক-সরকারি-বিরোধীদলীয় যে কেউ পড়তে পারেন। পাশাপাশি থাকবে আইনশৃঙ্খলা পরীক্ষার বাহিনীর সদস্য, বিচার বিভাগের সদস্যরা।

আগের শিক্ষাক্রমের (২০১২ সালের) প্রায় ১০ বছর পর বিদায়ি শিক্ষাবর্ষের শুরুতে তিনটি শ্রেণিতে শুরু হয়েছে নূতন শিক্ষাক্রম। কিন্তু রূপান্তরিত এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণয়ন করা ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির দুটি বই শিক্ষাবর্ষ শুরুর এক মাসের বেশি সময় পর আকস্মিকভাবে প্রত্যাহার করে নিয়েছিল জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। বিগত বছরের নূতন শিক্ষাক্রম নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা চলছেই।

২০২৩ সালের দিকে ফিরে তাকালে বাংলাদেশের ক্রিকেটের আরও অনেক অর্জনের পরও ক্রিকেট বিশ্বকাপে শোচনীয় ব্যর্থতাই সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে।

বিগত ২০২৩ সাল ডেঙ্গু শনাক্ত ও মৃত্যুর সংখ্যায় আগের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। এই হিসেবে বিগত ২৩ বছরে দেশে ডেঙ্গুতে মোট মৃতের সংখ্যা ছিল ৮৬৮ জন। কিন্তু ২০২৩ এর ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১ হাজার ৬৯৭ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

এভাবে প্রতি বছরে শত কোটি টাকা খরচ করেও রাজধানীবাসীকে মশার কবল থেকে মুক্তি দিতে পারছে না দুই সিটি কর্পোরেশন। নানা পরিকল্পনা ও উদ্যোগ নেওয়া হলেও সবকিছু ব্যর্থ করে দিয়ে অপ্রতিরোধ্য গতিতে বিস্তার হচ্ছে এডিস মশার।

নগরবাসীর অভিযোগ, ঢাকা দুই মেয়র মশা নিধনে ব্যর্থ। মশা নিধনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীও ঠিকমতো ওষুধ ছিটান না। মশার ওষুধের গুণগত মান নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন। তারপরও এডিস মশা বাসা-বাড়ির আঙিনায় জন্মায়-এমন কথা বলে দায় এড়িয়ে গেছে ডিএনসিসি ও ডিএসসিসি। অথচ ডেঙ্গু জ্বরে আড়াইশোর বেশি মানুষ মারা গেছে। কিউলেক্স মশাও তারা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না।

কিছু দিন আগেও ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রাজধানীর অনকে হাসপাতালেই শয্যা ফাঁকা ছিল না। ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর মধ্যে অনেকেরই চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে রক্ত। ডেঙ্গু আক্রান্তদের রক্তে প্লাটিলেট বা অণুচক্রিকা কমে যায়। ফলে এখন দেশজুড়ে প্লাটিলেটের জন্য হাহাকার দেখা দেয়। ডেঙ্গুতে আক্রান্তদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আক্রান্ত হওয়ার তৃতীয় বা চতুর্থ দিন হতে কমতে থাকে রোগীর প্লাটিলেট। হঠাৎ করেই নেমে আসছে ২০-৩০ হাজারের নিচে। ২০ হাজারের নিচে প্লাটিলেটের সংখ্যা নেমে এলে কোনো প্রকার আঘাত ছাড়াই রক্তক্ষরণ হতে পারে রোগীর। এতে অনেক সময় রোগী মারা যায় ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে আক্রান্ত হয়ে।

ডলার সংকটে ভুগেছে দেশ। গত বছরের আগস্ট মাসে হঠাৎ বাজার থেকে উধাও হয়ে যায় নগদ ডলার। চাহিদা আর জোগানের সংকটে প্রতি ডলারের জন্য গুণতে হয় ১২৫ টাকা পর্যন্ত। বাতিল করা হয় ৭ মানি এক্সচেঞ্জের লাইসেন্স। একে অপরের ওপর দোষারোপ আর দর বেঁধে দেয়ার প্রতিযোগিতা চলে দিনের পর দিন। অন্যদিকে সংকট বাড়তে থাকায় বছরের শেষ প্রান্তিকে আবারও উত্তপ্ত হয় ডলারের বাজার।

২০২৩ সালের শুরু থেকেই দেশে ডলারের সংকট ছিল তীব্র। আর বছর শেষ হয়েছে চলমান ডলার সংকট নিয়েই। ব্যবসায়ী, বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও চিকিৎসাপ্রার্থী অনেককেই ডলারের জন্য হাহাকার করতে দেখা গেছে। বছর জুড়ে খোলা বাজারেও ছিল ডলার সংকট। কোথাও ডলার পাওয়া গেলেও নগদে তা কিনতে গ্রাহকদের গুনতে হয়েছে বাড়তি দাম। খোলাবাজারে নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করে ডলারের দর ওঠে ১২৮ টাকায়। ডলার সংকটের কারণে ব্যাহত হচ্ছে আমদানি। যার প্রভাব পড়েছে সবকিছুর ওপর। সমস্যা সমাধানে একাধিক পদক্ষেপ নেয়া হলেও তা খুব বেশি কাজে আসেনি।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেঃ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

২০২৩ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের এক বছর পূর্ণ হয়। ইতোমধ্যে যুদ্ধের খবর কিছুটা পুরনো হয়ে যাওয়ার পর বড় আলোচনা সৃষ্টি হয় জুন মাসে রাশিয়ার পক্ষে যুদ্ধ করা ভাড়াটে ওয়াগনার বাহিনীর বিদ্রোহের ঘটনায়। আগের বছরের ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালে ইউক্রেন যুদ্ধ সবচেয়ে বড় প্রভাব সৃষ্টি করেছে বিশ্বের অর্থনীতিতে। বিশ্ব বাণিজ্যের সাথে সাথে প্রায় বেশিরভাগ দেশের অর্থনীতিতে সৃষ্টি হয় বাড়তি চাপের। পশ্চিমা মিত্ররা একসময় ইউক্রেনকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে আসছিল, গতবছর তারাও ইউক্রেনের যুদ্ধে জয়ের বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। এদিকে আবার ধুঁকতে থাকা ইউক্রেন যুদ্ধ যেন আরেকটি বড় ধাক্কা খায় হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে। নূতন এ যুদ্ধ সবার মনোযোগের কেন্দ্রে চলে আসে। ইউক্রেন যুদ্ধ এখনো চলছে, আরও কতদিন চলবে বা কীভাবে শেষ হবে তা এখনো অনিশ্চিত।

ভূমিকম্প

বিগত বছরে বাংলাদেশ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে কয়েকবার। বার্মিজ প্লেট ও ইন্ডিয়ান প্লেটের পরস্পরমুখী গতির কারণেই এ ধরণের ভূমিকম্প হচ্ছে। এই দুটি প্লেটের সংযোগস্থলে প্রচুর পরিমাণে শক্তি জমে রয়েছে যেগুলো বের হয়ে আসার পথ খুঁজছে। আর সে কারণেই ঘন ঘন এমন ভূমিকম্প অনুভূত হচ্ছে। গত বছর বেশ কয়েক বার ছোট থেকে মাঝারি আকারের যে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে, তার মধ্যে প্রায় প্রতিটিরই উৎপত্তিস্থল ছিল দেশের সীমানার ভেতর বা আশেপাশে। পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা আশংকা প্রকাশ করছেন, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ বড় ধরণের ভূমিকম্পের শিকার হতে পারে।

২০২৩ সালে বিশ্বের অন্যান্য দেশে সংঘটিত বেশ কিছু ভূমিকম্পের ঘটনা উঠে এসেছে সংবাদ শিরোনামে। এর মাঝে সবচেয়ে আলোচিত তুরস্ক-সিরিয়া এবং মরক্কোর ভূমিকম্পের ঘটনা। ৬ই ফেব্রুয়ারি সিরিয়া-তুরস্ক সীমান্তের কাছে প্রায় ১০০ কিলোমিটার ধরে ৭.৮ রিখটার স্কেল মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। যার কারণে ভবনগুলোতে মারাত্মক ক্ষতি হয়। তুরস্ক ও সিরিয়া মিলে মৃত্যু হয় ৫০ হাজার এর বেশি মানুষের, গৃহহীন হয় লাখো মানুষ। যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ার জন্য বিষয়টি আরও বেশি কঠিন হয়ে যায় কারণ বিধ্বস্ত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকাটি ছিল বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত যেটি ভূমিকম্পে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতার দিক দিয়ে পিছিয়ে ছিল দেশটি। পরবর্তীতে আরও বেশ কয়েকটি আফটারশক চলতে থাকে, যার মধ্যে দুটির মাত্রা ছিল ৬.৮ ও ৫.৮। আর মরক্কোতে ৬.৮ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে ৮ই সেপ্টেম্বর রাতে। মৃত্যু হয় প্রায় ৩০০০ মানুষের। ক্ষতিগ্রস্তদের একটা বড় অংশ দুর্গম এলাকায় হওয়ায় উদ্ধারকাজ ও ত্রাণ পৌঁছাতে বাড়তি সমস্যার সৃষ্টি হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ মেদিনার বিভিন্ন অংশ এবং অন্যতম ঐতিহাসিক পর্যটন আকর্ষণ কুতুবিয়া মসজিদের মিনারও। এর প্রায় একমাস পরে সাতই অক্টোবর আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশে ৬.৩ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত করে, যাতে দুই হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। এই ২০২৪ নববর্ষে জাপানে ৭ দশমিক ৬ মাত্রার ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। এবং একই দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মাত্রায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।

সৌদি-ইরান সম্পর্ক, আরব লীগে সিরিয়া

এ বছরের আলোচিত একটি ঘটনা ছিল মধ্যপ্রাচ্যের দুই বৈরি দেশ ইরান আর সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এপ্রিল মাসে বৈঠকের ঘটনা যার মধ্যস্থতা করেছিল চীন। সাত বছর পর দুই দেশের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয় এবং দুই দেশ তাদের মধ্যে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে রাজি হয়। চীনের জন্য এটিকে একটি কূটনৈতিক বিজয় হিসেবে দেখা হয়। আবার মে মাসে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের আরব লীগে পুনরায় যোগদানও ছিল আলোচিত বিষয়।

রাজার অভিষেক

গত বছর ব্রিটেনের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী রাজশাসক বর্ষীয়ান রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পর রাজা হন তার ছেলে চার্লস। আর তাঁর অভিষেকের অনুষ্ঠান ছিল এ বছরের ৬ই মে। নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে পালন করা হয় অভিষেক অনুষ্ঠান, আনুষ্ঠানিকভাবে রাজমুকুট পরানো হয় রাজা চার্লসকে। রাজার অভিষেকের কিছুক্ষণ পরই তাঁর স্ত্রী ক্যামিলার অভিষেক হয় রানি হিসেবে। ৭০ বছর পর এসব রীতির পুনরাবৃত্তি দেখলো বিশ্ব। যুক্তরাজ্য ছাড়াও আরও ১৪টি দেশে তাকে রাজা হিসেবে মান্য করা হয়।

টাইটানডুবি

১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিল তারিখে ১৫০০ যাত্রী ও ক্রু সমেত নিমজ্জিত টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ দেখতে ১৮ই জুন উত্তর আটলান্টিকের গভীর তলদেশে পাড়ি দিয়ে নিখোঁজ হন পাঁচজন আরোহী। ওশেনগেট কোম্পানির টাইটান নামে ছোট সে ডুবো-যানটি সাগরে ডুব দেয়ার এক ঘণ্টা ৪৫ মিনিট পরে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিপজ্জনক এবং ব্যয়বহুল এ অভিযানে ওশেনগেটের প্রধান নির্বাহীসহ যারা ছিলেন তারা প্রত্যেকেই ছিলেন অত্যন্ত ধনাঢ্য। গভীর সাগরের অন্ধকার ও আবহাওয়ার প্রতিকূলতার মধ্যে খোঁজ চলতে থাকে। বিষয়টি গোটা বিশ্বে কৌতূহল ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন মেলে। জানা যায় সাগরে ডুব দেবার ৯০ মিনিট পর ১২,৫০০ ফুট নিচে পানির প্রচণ্ড চাপে টাইটান ধ্বংস হয়ে যায়। মানব দেহাবশেষের চিহ্নও মেলে সেখানে।

ভারত-কানাডা দ্বন্দ্ব

কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের একটি শিখ মন্দিরের বাইরে ১৮ই জুন গুলি করে হত্যা করা হয় কানাডার শিখ নেতা হারদিপ সিং নিজ্জারকে। তবে এটি বড় ঘটনায় রূপ নেয় যখন এই হত্যার পেছনে ভারত সরকারের হাত থাকতে পারে বলে মন্তব্য করেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। ১৮ই সেপ্টেম্বর কানাডার হাউজ অব কমন্সের সভায় মি. ট্রুডো বলেন, কানাডার গোয়েন্দা সংস্থা মি. নিজ্জারের হত্যার সাথে ভারত সরকারের সংশ্লিষ্টতার 'বিশ্বাসযোগ্য' প্রমাণ খুঁজে পেয়েছে। এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় ভারতে। অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে ভারত এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে দাবি করে। একই সাথে ভারতের নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ 'খালিস্তানি সন্ত্রাসী ও চরমপন্থিদের' আশ্রয় দেয়ার অভিযোগ তোলে কানাডার বিরুদ্ধে। সম্পর্কের অবনতি ঘটে দুই দেশের মধ্যে।

তবে ডিসেম্বর মাসে নূতন অভিযোগ আসে যুক্তরাষ্ট্রে তরফ থেকে। স্বাধীন শিখ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার 'খালিস্তান আন্দোলনে' থাকা মার্কিন নাগরিক গুরপতওয়ান্ত সিং পান্নুকে হত্যার ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ আনা হয় দিল্লির বিরুদ্ধে। দিল্লি এটিও অস্বীকার করে, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ তোলার পরে ভারতের দিক থেকে কিছুটা সংযমী বক্তব্য পাওয়ার কথা উল্লেখ করেন মিঃ ট্রুডো।

রেকর্ড তাপমাত্রা এবং দাবদাহ

বিশ্বের গড় তাপমাত্রা প্রতি বছর অভূতপূর্ব হারে বাড়ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা। এ বছরে দাবদাহ নানা দেশে মানুষসহ প্রাণীকুলকে ভুগিয়েছে। দাবানলে প্রাণহানি ও বাস্তুচ্যুতির ঘটনা ঘটেছে। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রার নূতন রেকর্ড তৈরি বিশ্বব্যাপী গড় তাপমাত্রা উচ্চতম রেকর্ড ছুঁয়েছে যার একটা প্রধান কারণ ছিল 'এল নিনো' নামে প্রাকৃতিক আবহাওয়া চক্র। দেশে দেশে অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে অস্বস্তিতে পড়ে কোটি কোটি মানুষ। ১৭ জুলাই পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বে সর্বোচ্চ রেকর্ড তাপমাত্রা হয় ৫৬ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা ক্যালিফোর্নিয়ার ডেথ ভ্যালিতে ১৯১৩ সালে রেকর্ড করা হয়।

অতি উত্তপ্ত এই বিশ্ব আগামী কয়েক বছরের মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সর্বোচ্চ সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানীরা।

সর্বোচ্চ জনসংখ্যা

বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ হিসেবে এ বছর চীনকে ছাড়িয়ে গেছে ভারত। উর্বরতার হার দুটি দেশেই কমছে, কিন্তু বলা হচ্ছে আগামী বছর থেকে চীনের জনসংখ্যা কমার সম্ভাবনা রয়েছে যেটা ভারতের ক্ষেত্রে লাগবে কয়েক দশক। জাতিসংঘ মনে করছে ২০৬৪ সালে সর্বোচ্চ হয়ে এরপর থেকে ক্রমে কমতে শুরু করবে ভারতের জনসংখ্যা। জন্মহার কমাতে এক সন্তানের নীতিতে বেশ কড়াকড়ি করেছে চীন। দেরিতে বিয়ে উদ্বুদ্ধ করার মতো পদক্ষেপও ছিল। অন্যদিকে ভারতের স্বাধীনতার পরের ছয় দশকে ভারতের জনসংখ্যা তিনগুণেরও বেশি বেড়েছে। উভয় দেশের জনসংখ্যাই ১৪০ কোটির ওপরে এবং গত ৭০ বছর ধরে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশেরও বেশি বাস করে এ দুটি দেশেই। এখন বলা হচ্ছে চীনের জনসংখ্যা ১৪১ কোটি, ভারতের ১৪২ কোটি।

ইসরায়েল-হামাস হামলা

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ২০২৩ সালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলা যায় ইসরায়েলে হামাসের হামলা এবং এরপর গাজায় ইসরায়েলের পাল্টা আক্রমণের ঘটনা। ৭ই অক্টোবর ইসরায়েলে স্মরণকালের সবচেয়ে বড় হামলা চালায় হামাস। রকেটের পর রকেট হামলা ছাড়াও হামাস যোদ্ধারা শক্তিশালী সীমানা প্রাচীর ভেঙ্গে ইসরায়েলের ভেতরে ঢুকে পড়ে। ইসরায়েলের ১২০০ জন নিহত হয়, ২৪০ জনকে জিম্মি করা হয়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভেল্কী

প্রযুক্তির জগতে ২০২৩ সালের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় বলা যায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এআই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স)-কে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইতিহাস পুরোনো হলেও প্রযুক্তি দুনিয়া ২০২৩ সালকে সম্ভবত মনে রাখবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মূল ধারায় যুক্ত হওয়ার বছর হিসেবে। কোডিং থেকে আর্ট, রচনা, এআই সিস্টেম খুব দ্রুতই বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট তৈরি করে দিতে পারে, যা হয়তো একেবারে নিখুঁত নয়। তবে নানান পেশা ও শিল্পের সঙ্গে জড়িতদের জন্য দরকারি অনুসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে সৃষ্টিশীল এআই। তবে একই সাথে রয়েছে অনেক কাজ হারানোর ঝুঁকি বা অপব্যবহারের ঝুঁকি। যেমন ডিপফেক প্রযুক্তি ব্যবহার একজনের ছবি যে কোনোভাবে অন্য কোনও ভিডিওতে বসিয়ে দেয়ার মত ঘটনা ঘটছে। বিশ্বের শীর্ষ কয়েকজন বিজ্ঞানী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, এটি একসময় হয়তো মানব প্রজাতির জন্য একটি হুমকি হয়ে উঠতে পারে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্যও এআইকে হুমকি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

কোভিড -১৯

বিশেষজ্ঞরা কোভিড -১৯ সম্পর্কিত একটি নূতন এবং "বৈশ্বিক স্বাস্থ্যসেবা ঝুঁকি" সম্পর্কে গুরুতর সতর্কতা জারি করেছেন। তারা উল্লেখ করেছেন যে এটি থেকে "হৃদরোগের মহামারী হতে পারে। এমনকি হতে পারে স্ট্রোকও!কোভিড-১৯ শনাক্ত বৃদ্ধি, বিশেষ করে নূতন স্ট্রেনের কারণে, যা JN.1 নামে পরিচিত হার্টের সমস্যা হতে পারে। জাপানি বিজ্ঞানীদের একটি নূতন গবেষণায় এখবর প্রকাশ করা হয়েছে । সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন এবং ভারতসহ বেশ কয়েকটি দেশে কোভিড কেস বৃদ্ধির পরে, মূলতঃ একটি নূতন স্ট্রেন JN.1 এর আগমনের কারণে, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে এটি সম্ভাব্য হৃদরোগের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে। যারা রোগে আক্রান্ত তাদের জন্য সমস্যা বেশি হবে ।

বিশ্বব্যাপী জাতীয় নির্বাচন

বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে জাতীয় নির্বাচন বা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আগামী বছর। এর মধ্যে আছে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, বৃটেন, কানাডা, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান সহ কমপক্ষে ৫৮টি দেশ। ফলে বিশ্বজুড়ে নূতন বছর ২০২৪কে নির্বাচনের বছর বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। এরই মধ্যে বাংলাদেশে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভিন্ন মাত্রায় এক উত্তেজনা বিরাজ করছে। সরকার সংবিধানের দোহাই দিয়ে তার অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানে বদ্ধপরিকর। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর মার্কা বিতরণ করা হয়েছে। চলছে প্রচারণা। অন্যদিকে বিএনপি'র নেতৃত্বে বিরোধী দলগুলো ভোটের অধিকারের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এরই মধ্যে নির্বাচনের দিন ভোট না দিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে নানা কর্মসূচি পালন করছে। বাংলাদেশের এই নির্বাচনের দিকে দৃষ্টি রেখেছে বিশ্ববাসী। ২০২৪ সালে যে ৫৮টি দেশে নির্বাচন হবে, তার মধ্যে খুব সম্ভবত বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যতিক্রমধর্মী।

আমেরিকার নির্বাচন

যুক্তরাষ্ট্রের ২০২৪ এর আসন্ন নির্বাচনে নাটকীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডেমোক্রেট দল থেকে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দিয়েছেন। দৃশ্যতঃ এখন পর্যন্ত তার বড় প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান দল থেকে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প।

রেকর্ড তাপমাত্রা

এ বছরের জুলাই মাসে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রার নূতন রেকর্ড তৈরি হয়েছে। ইউরোপীয় জলবায়ু পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র কোপার্নিকাসের হিসেব অনুযায়ী এ বছরের ৬ই জুলাই গড় বৈশ্বিক তাপমাত্রা ছিল ১৭.০৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ইতিহাসে এই প্রথম গড় বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রির ওপর উঠেছে।

এবার তীব্র গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা পার করেছে ইউরোপ-আমেরিকার কিছু অঞ্চল যেখানে মানুষ শীতের সাথে বেশি অভ্যস্ত। ভয়াবহ দাবানলের ঘটনা ঘটেছে কানাডা, গ্রীস, চিলি, আমেরিকার হাওয়াইয়ের একটি দ্বীপে। চীন, অস্ট্রেলিয়া সহ অনেক দেশ বন্যাকবলিত হয়েছে।

২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী গড় তাপমাত্রা উচ্চতম রেকর্ড ছুঁয়েছে যার একটা প্রধান কারণ ছিল 'এল নিনো' নামে প্রাকৃতিক আবহাওয়া চক্র। অতি উত্তপ্ত এই বিশ্ব আগামী কয়েক বছরের মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সর্বোচ্চ সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানীরা।

সর্বোচ্চ জনসংখ্যা

বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ হিসেবে এ বছর চীনকে ছাড়িয়ে গেছে ভারত। উর্বরতার হার দুটি দেশেই কমছে, কিন্তু বলা হচ্ছে আগামী বছর থেকে চীনের জনসংখ্যা কমার সম্ভাবনা রয়েছে যেটা ভারতের ক্ষেত্রে লাগবে কয়েক দশক। জাতিসংঘ মনে করছে ২০৬৪ সালে সর্বোচ্চ হয়ে এরপর থেকে ক্রমে কমতে শুরু করবে ভারতের জনসংখ্যা।

উভয় দেশের জনসংখ্যাই ১৪০ কোটির ওপরে এবং গত ৭০ বছর ধরে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশেরও বেশি বাস করে এ দুটি দেশেই। এখন বলা হচ্ছে চীনের জনসংখ্যা ১৪১ কোটি, ভারতের ১৪২ কোটি।

নূতন বৎসরে প্রত্যাশা

গত বছরের প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির হিসাব খুঁজতে খুঁজতে নূতন বছরকে সামনে রেখে আবর্তিত হবে নবতর প্রত্যাশা, স্বপ্ন। বাংলাদেশে খ্রিষ্টীয় নববর্ষ পালনের ধরন বাংলা নববর্ষ পালনের মতো ব্যাপক না হলেও এ উৎসবের আন্তর্জাতিকতার ছোঁয়া থেকে বাংলাদেশের মানুষও বিচ্ছিন্ন নয়।

বিপন্ন সময়ে দাঁড়িয়েও মানুষ আশায় বুক বাঁধে। নূতন বছরে প্রত্যাশায় বুক বাঁধে সবাই। বিগত বছরকে পিছনে ফেলে প্রত্যাশা জাগ্রত করে আমরা মানুষ সামনে এগিয়ে যেতে চাই। অতীতের সব অপ্রাপ্তিকে ভুলে গিয়ে আগামী সম্ভাবনার সেরাটুকু পাওয়ার অদম্য বাসনায় জাগ্রত হয়ে নূতন বৎসরকে স্বাগতম জানাতে চাই। ব্যর্থতার পাহাড়ে দাঁড়িয়েও সম্ভাব্য সাফল্য নিয়ে উদ্বেলিত হয়ে আমরা ২০২৪ খ্রিষ্টবর্ষকে এমনি করেই স্বাগত জানাই বিশ

আমি নির্বাক হয়ে যাই

শেলী জামান খান



একটা বছর এমন নিস্ফলা চলে গেল? একেবারে বছরের শেষপ্রান্তে এসে এমন একটি বোধোদয় হয়তোঅনেকেরই হয়। আবার এর বিপরীত-যে হয় না; তাও নয়। অনেকেই তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলেন; যখন তাদের সারা বছরের আশাতীত অর্জন প্রাপ্তির আকাংখাকেও ছাড়িয়ে যায়।! আমার বোধোদয় হ'ল এক্কেবারেখাদের কিনারায় এসে, পা হড়কে যাওয়া টের পাবার পরই। কে যেন ভেতর থেকে জানান দিল, সময় চলেযাচ্ছে... চলে যাচ্ছে!

খুব ইচ্ছে ছিল, একদিন লেখক হব। আব্বা বলতেন, 'তুমি পারবে। চাইলে তুমি লিখতে পারবে। আমারউপর আব্বার অগাধ আস্থা ছিল। আব্বা ভাবতেন, শুধু খামখেয়ালিটুকু ছাড়তে পারলে অনেক কিছুইকরার সামর্থ আছে তার মেয়েটির। কিন্তু এই খামখেয়ালিটুকুই যে আমার চরিত্রের অংশ! এটা আরআমার ছাড়া হল না!

টুকটাক লেখক হলেও পুরোদস্তর লেখক হওয়া আমার ভাগ্যে সত্যিই হল না। শুরুতে যাও টুকটাকলিখতাম, করোনা মহামারি পাড়ি দিয়ে এসে, অলসতায় পেয়ে বসল। মাথার ভেতরে ঘুণপোকার আবাস তৈরি হল। সব ভুলে যাই। কেবল দুঃখ ছাড়া! ইদানিং সত্যিই তেমন লিখছি না। তবে কী খুবপড়ছি? আসলে, আগে যাও পড়তাম; এখন তাও পড়ছি না। পড়ব, পড়ব করে কত কী জমিয়ে রেখেছি, পড়া হচ্ছে না। কী এক আলস্য, কী এক হতাশা যেন চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে।নিজের পক্ষে হাজারটা অজুহাত এনে দাঁড় করাই। ইদানিং কোন আড্ডা বা অনুষ্ঠানেও তেমনভাবে যাচ্ছি না। মনে মনে ভেবেরেখেছি, আসন্ন শীতকালটা অজগরের মত দীর্ঘ এক হাইবারনেশনে কাটিয়ে দেবো। নিজের কাছেনিজেকে সমর্পণ করার সাধনা করব। আত্মসংযম, আত্মপলব্ধি এবং দেহ-মনের উৎকর্ষ সাধনেমনোনিবেশ করব।

চারিদিকে এই যে এত কোলাহল, এত গল্প, আড্ডা, শাড়ি-চুরির রিনিঝিনি, মন কষাকষি, যুদ্ধ, মৃত্যু এসব মিলিয়ে একধরনের মানসিক টানাপড়েন তৈরি হয়েছে। সবকিছু যেন মাথার ভেতরে একযোগে সাইরেনবাজাচ্ছে। প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে উঠছে শব্দ!

চোখ খুললেই দেখতে হচ্ছে... কান পাতলেই শুনতে হচ্ছে প্রচুর। কেবলই এটা-ওটা শুনছি।দেখছি,দেখারতো কোন শেষ নেই। অথচ যা লিখতে চাই, তা লিখতে পারি না।যা বলতে চাই, তা বলা যায় না।বলার উপায় নেই বলে। না সংসারে, না সমাজে, না স্বদেশে, না পরদেশে। উচিত কথাগুলো, দরকারীকথাটুকু বলতেও বড় ভয় লাগে। বলতে গেলে দুবার ভাবতে হয়! মানুষের অধিকার এবং কল্যাণের কথা বলাও অপরাধ এখন। মানবতা নয়, ধর্মের কট্টরতা এখন আকাশচুম্বী। ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক মারপ্যাচে মানুষ ধরাশায়ী। ধর্মীয় আগ্রাসন, রাজনৈতিক কূটচালের বিরুদ্ধে মুখ খুললেই টুঁটি চেপে ধরা কিংবা গলাধাক্কা খাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। সুতরাং নির্বাক হওয়াই উত্তম পন্থা!

আমাদের মানুষদের বেঁচে থাকার জন্য, সুখী হওয়ার জন্য আসলে খুব বিস্তর কিছুর প্রয়োজন ছিল না। এখনও নেই। অল্পতেই খুশি হতে জানা মানুষগুলো রাতারাতি কেমন করে যেন বদলে যাচ্ছে। মায়া-মমতা, সহানুভূতির বড় অভাব চারিদিকে।ধৈর্যের প্রচন্ড অভাব। সময়ের অভাব তারচেয়েও বেশী। কেবলই ছুটে চলা। কেবলই নিজের কথা বলা। শোনার কেউ নেই! কী এক লেজেগোবরে অবস্থাআমাদের!

স্বদেশের রাজনৈতিক ডামাডোল, মেট্রোরেল-সেতু- ফ্লাইওভার- এক্সপ্রেসওয়ে-উন্নয়নের হট্টগোলে, ডিজিটাল বাংলাদেশের গালভরা গল্পে, সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। সুদূর প্রবাসে বসেও আমরাকেউ কেউ সেই শ্বাসকষ্ট টের পাই। কিন্তু সেইসব মুমূর্ষ মানুষের কথা শোনার কেউ নেই। তাদের অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা বা মাথা গোঁজার সংস্থান, সুরাহার কথা কেবলই ধামাচাপা পড়ে যায় নানা বাকপটুতায়। আমরা স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দি পরেও, মানবিকতা ভুলে, বন্ধুত্ব এবং সৌহার্দ্য ভুলে, স্বাধীনতা এবংমুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রশ্ন তুলে, পক্ষ-বিপক্ষ তুলে, পরস্পরের দিকে তর্জনি তুলি। অনর্থক কলহে জড়িয়েপড়ি! পরস্পরকে ঠেলে উপরে তুলতে নয়, আমরা মহাব্যস্ত পরস্পরকে টেনে নিচে নামাতে। সে দেশেই হোক; বা বিদেশেই হোক। কাঁদা ছোঁড়াছুড়িতে আমরা বাঙালিরা বড় সিদ্ধহস্ত!

ক'দিন আগে, নিজের টাইমলাইনে হৃদি হক নির্মিত চলচিত্র '১৯৭১ সেই সব দিন' নিয়ে নিজের কিছু অনুভূতি লিখেছিলাম। লিখেছিলাম, 'তেপ্পান্ন বছর আগে ঘটে যাওয়া দেশের স্বাধীকার আন্দোলন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের সেই কঠিন বাস্তবতাকে সেলুলয়েডের পর্দায় বিমূর্ত করেছেন পরিচালক এবং সংশিষ্ট কলাকুশলীরা।' সেই লেখার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ ক'জন ফেইসবুক বন্ধু তেড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমাকে নসিহত করতে।

একজনতো বিশাল নসিহতনামা লিখে পাঠাল। তার সার কথা ছিল, "খুব আপত্তিকর একটা কথা লিখেছেন আপা। বাঙালির এই যুদ্ধকে পশ্চিম পাকিস্তানের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ বললে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অপমান হয়। আশা করছি এরকম বিশেষণ বা সংজ্ঞা আপনি কোথাও ব্যবহার করবেন না একজন সচেতন, শিক্ষিত বাংলাদেশি মানুষ হিসেবে।"

আরেক জন লিখল, "মুক্তিযুদ্ধকে অন্তরে লালন করা মানুষের অভাব খুব আজকাল।"

কী করা! নিজের স্বচক্ষে দেখা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে, যুদ্ধের মাঝে বসবাস করার অভিজ্ঞতা নিয়ে, যুদ্ধ পরবর্তী দেশ নিয়ে আমি কী লিখব, কী লিখব না, কী বলব, কী বলব না, তাতেও আমাকে শিখিয়ে দেয়া কথা তোতাপাখির মত বলতে হবে।

কিন্তু কে তাঁদের বোঝাবে, যুদ্ধ'তো অন্তরে লালন করার মত সুখকর কোন ঘটনা নয়।এর পেছনে অনেক অশ্রু আছে। মানুষ আনন্দে যুদ্ধ করে না। বাধ্য হলেই যুদ্ধে যায়। তাই আমাদের লালন করতে হবে যুদ্ধ করে ছিনিয়ে আনা সেই অমূল্য স্বাধীনতাকে। সন্মান জানাতে হবে যুদ্ধ করতে গিয়ে যাঁরা হারিয়ে গেছেন, ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন সেই মহান মানুষগুলোর স্মৃতিকে।তাদের অবদানকে।

যে দেশ, যে শাসকরা মানুষের বাকস্বাধীনতা, প্রতিবাদ করার ভাষা কেড়ে নিচ্ছে, তা নিয়ে দুটো কথা বলতে গেলেই আরেকদলের তোপের মুখে পড়তে হবে, এ কেমন বাকস্বাধীনতা? তবে কী আমি পরাধীন মানুষ!

খোদ আমেরিকা অথাৎ বাকস্বাধীনতার সূতিকাগারে বসেও এখন নিজের মনের কথা, নিজের বিশ্বাসের কথা বলতে দু'বার ভাবতে হচ্ছে। ইদানিং যে বিষয়টি মাথার ভেতরে যন্ত্রনা দিচ্ছে, সেই ইসরাইল-ফিলিস্তিন যুদ্ধ নিয়ে, নিজের অকপট অনুভূতিটুকু পর্যন্ত মন খুলে বলার সুযোগ নেই। শুনছি, এখানেও নাকি আড়িপাতা আছে। হায়রে বাকস্বাধীনতা! তারচেয়ে বরং নির্বাক হয়ে যাই...সেও ভাল!

দীর্ঘদিন মার্কিনমুল্লুকে বসবাস করে ধারনা হয়েছিল, সত্যিকারের গনতন্ত্র এবং বাকস্বাধীনতার একটি দেশে বসবাস করছি। অন্তত এই দেশটি মানুষের বাকস্বাধীনতাকে সন্মান করে! কিন্তু হায়; এখানেও ডাল মে কুছ কালা হ্যায়!

গাজায় যুদ্ধ চলছে, আমরা বিশ্ববাসীরা টেলিভিশনের পর্দায় সেই মর্মান্তিক যুদ্ধ দেখছি। তারপর, যথাসময়ে, যার যার নিত্যনৈমন্তিক কাজ করছি। মানুষ নয়; আমরা দেখছি ইহুদিরা মারা যাচ্ছে। মুসলিমরা মারা যাচ্ছে। তাই আমাদের মত ইহুদি বিদ্বেষী বা মুসলিম বিদ্বেষীদের তেমন কষ্ট হচ্ছে না। টনক নড়ছে না। গাজার ভবনগুলোর নিচে, বোমায় বিধ্বস্ত, চাপা পড়া ইহুদিদের লাশগুলো যতটাসহানুভূতি পায়, জেরুজালেমের ফিলিস্তিনিদের লাশের স্তুপ এবং দুর্দশার খবরগুলো তেমন করেবিশ্বনেতাদের সহানুভূতিটুকুও পায় না। তাদের মৃত্যুর খবরগুলো কেমন করে যেন ধামা-চাপা পড়ে যায়।

ধরে নিতে হবে; এটাই ফিলিস্তিনিদের নিয়তি! মহা উন্নত, শক্তিধর দেশগুলো আমাদের এভাবেই শেখায়, ভাবায়! তাছাড়া, পশ্চিমা বিশ্বের অনেকের অনুযোগ হামাসের এবারের অতর্কিত হামলা নিয়ে।তা বটে! যেমন কর্ম, তেমন ফল। ঢিলটি মারলে, পাটকেলটি'তো খেতেই হবে!

কিন্তু ঠান্ডা মাথায়, উভয়পক্ষের আচরণ লক্ষ্যে করলে, একটা ব্যাপার হয়ত বোঝা সম্ভব। আসলে 'ভয়' শুধু একপক্ষের নয়। দু'পক্ষই ভীত।ইসরাইলের অধিকাংশ জনগণের আতঙ্ক হল 'কার্স অব এইট্থডেকেড'! হামাসের সর্বশেষ এই হামলাকে তারা 'অষ্টম দশকের অভিশাপ' মনে করে প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছে।ইসরায়েলী সরকারও তাই এই অভিশাপ রুখে দিতে প্রবল শক্তিতে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।'অষ্টম দশকের অভিশাপ' কথাটি ইহুদিদের জন্য যেমন ভয়াবহ তেমনি অতিগুরুত্বপূর্ণ। কারন এটি তাদের ধর্মীয় ন্যায়শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণী! উপেক্ষা করার বিষয় নয়।

দেখা গেছে, অতীতে কোনো ইহুদি রাষ্ট্রই আট দশকের বেশি টিকে থাকতে পারেনি। ভাঙন এসেছেনিজেদের ভেতরকার কোন্দল থেকে। ১৯৪৮ সালে জন্ম নেয়া ইসরায়েলের 'আট-দশক' পূরণ হবে২০২৮ সালে। অভিশাপ সত্য হলে আর কয়েক বছরের মধ্যে ইসরায়েলের ভেঙে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনারয়েছে। সুতরাং ইহুদিদের ভীতি ন্যায়সঙ্গত।

অন্যদিকে, ইসরায়েল কর্তৃক আল-আকসায় মুসলমানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং 'থার্ড টেম্পল' নির্মাণেরপায়তারায় ফিলিস্তিন সহ পুরো মুসলিম বিশ্বের উদ্বেগ বেড়েছে। এই উদ্বেগও যুক্তিসম্মত! অক্টোবরেহামাসের আচমকা হামলার পেছনে একটা আশঙ্কা কাজ করেছে, তাতেও সন্দেহ নেই।

ইহুদিদের বিশ্বাস, সারা বিশ্বে ইহুদী-শাসন প্রতিষ্ঠা করতে এবং তাদের মুক্তিদূত হিসেবে একজন 'মসিহ'অবশ্যই আসবেন। অপর দিকে ইসলাম ধর্মমতে, এই মসিহ

SE CI
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন?
সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা
› আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
› আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
› আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
› আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
› আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
› আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৩ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DOBI, MI DIFS, GA DBAF AND MD OCFR
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
ASTORIA 718-777-7001
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MANHATTAN 212-808-0700
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

পেবলো নিরোদা ও কাজী নজরুল ইসলাম

অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুই মহান কবির কাব্যিক সংগ্রাম

ড: মুস্তফা মুনীর





মানবতার প্রতীক পেবলো নিরোদা(১৯০৪-১৯৭৩) ও কাজী নজরুল ইসলাম(১৮৯৯-১৯৭৬) সমাজে ন্যায়পরায়ণতা, সাম্য ও একতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে সংগ্রাম করেছেন, সেজন্য চিরদিন আমরা তাঁদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে যাবো। পরাধীন জাতির পীড়ন, যন্ত্রনা ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের নিদারুণ চিত্রকে তাঁরা অপূর্ব কাব্যের আবেগ ও ব্যঞ্জনা দিয়ে তুলে ধরেছেন বিশ্বের কাছে। যারা শাসকবর্গের ক্রমাগত অত্যাচার, রাজনৈতিক জিঘাংসা ও অবহেলার শিকার হয়েছিলেন তাদের হৃদয়ে তাঁরা আশার সঞ্চার করেছিলেন অসাধারণ শ্রেষ্ঠ কাব্য সম্ভারের গতি দিয়ে, শক্তি দিয়ে— সর্বকালের, সর্বসময়ের চেতনাময়ী কবিতা, গীতি, উপন্যাস, গল্প ও নাটকের আবেগ দিয়ে। বিশ্বের যেখানে উৎপীড়িতের ক্রন্দন ও হাহাকার শুনা যায়, আজও সেখানে তাঁদের কাব্য প্রতিধ্বনিত হয় মুহুর্মুহু। পেবলো নিরোদা ও কাজী নজরুল ইসলাম আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন বারবার যে কবিতায় শুধু ভালোবাসা ও বিয়োগ-বেদনার ছোঁয়াচ থাকে না, কবিতা থেকে উৎসারিত হতে পারে প্রতিবাদের লেলিহান শিখা, সেই শিখা সাধারণ মানুষকে আলোর সন্ধান দেয়, স্বাধীনতার সংগ্রামে উজ্জীবিত করে।

১৯৭১ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে ষ্টকহোলম'এ পেবলো নিরোদা তাঁর ভাষণে বলেছিলেনঃ

"In the midst of the arena of America's struggles I saw that my human task was none other than to join the extensive forces of the organized masses of the people, to join with life and soul, with suffering and hope, but it is only from this great popular stream that the necessary changes can arise for writers and for nations."

চিলির কবি, কূটনৈতিক দূত ও রাজনীতিবিদ পেবলো নিরোদা (অন্য নাম রিকার্ড রেইস বাসোয়ালতো) যদিও তাঁর প্রথম জীবনে বেশীরভাগই প্রেমের কবিতা লিখেছিলেন তবে পরবর্তীকালে তিনি তাঁর দেশ চিলি ও স্পেনের সংঘাতময়, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন থেকে নেয়া অভিজ্ঞতার আলোকে কবিতা রচনা করেন।তাঁর কবিতায় ধ্বনিত হয় চিলির কৃষক-শ্রমিকের আর্ত কণ্ঠ, স্পেনের ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ প্রতিবাদী মানুষের মরণ রক্ত-চিৎকার। চিলির কৃষক-শ্রমিক ও স্পেনের সাধারণ মানুষকে আজও ঐ ইতিহাসের পাতা তাড়না করে, ভুলেননি তারা ঐ রক্ত-লেখা দিনগুলিকে। কবি নিরোদার কবিতাকে এখনও তারা অন্তর দিয়ে ভালোবাসেন। নিরোদা তাঁর জীবন-স্মরণ গ্রন্থে (Memoirs) লিখে গিয়েছেন স্পেনের গৃহযুদ্ধ তাঁর কবিতাকে বদলে দিয়েছে। সেই গ্রন্থে লিখা তাঁর সেই অম্লান উক্তি —

"যখন প্রথম বুলেটগুলো স্পেনের গিটারকে বিদ্ধ করে— যখন সুমধুর সঙ্গীতের বদলে রক্ত স্ফুরিত হয় সেই গিটার থেকে— তখনই আমার সুকান্ত কবিতার মৃত্যু ঘটে। মনে হলো যেন একটি প্রেত ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায় যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের মাঝে তার অনেকগুলো শিকড় নিয়ে, শিকড় থেকে বেরিয়ে আসছে রক্তের স্রোতধারা, ক্রমাগত। সেই মুহুর্তে আমার পথ মিলিত হলো সব মানুষের পথের সাথে। হঠাৎ অনুভব করলাম, আমার নিঃসঙ্গ জীবন নিয়ে আমি দক্ষিন থেকে উত্তরের দিকে যাচ্ছি। সেখানে মিলিত হয়েছিলাম অসংখ্য মানুষের সাথে, যাদের হাতের তরবারি ও রুমাল আমাকে আমার বিনম্র কবিতা সৃষ্টির যোগান দিয়েছিল।" (অনুবাদ :Memoirs, page149).

স্পেনে গৃহযুদ্ধ (১৯৩৬-১৯৩৯) চলাকালে পেবলো নিরোদা তাঁর একটি কবিতায় কয়েকটি পংতিতে ফুটিয়ে তুলেছেন স্পেনের করুণ চিত্র।

'What Spain Was Like'

ভাষান্তর:

"স্পেন তুমি উদ্বেলিত। উত্তেজিত!
তোমার শুষ্ক ড্রামটি অনুভূতিহীন ছন্দে বেজে যাচ্ছে প্রতিদিন,
একটি ঝড় এসে কেড়ে নিল তোমার
সমতল ভূমির সব প্রশান্তি,
আর ঐ ঈগল-নীড়ের নীরবতা,
আর কত? কান্নায় প্রায় ভেঙ্গে পড়লাম,
হে স্পেন,
আমি ভালোবাসি তোমার শক্ত মৃত্তিকা
আর ভালোবাসি তোমার বিত্তহীন রুটি!"

স্পেনের গৃহযুদ্ধের কিছুদিন পর(১৯ শে আগষ্ট ১৯৩৬) গ্রানাডায় নিরোদার বন্ধু, বিখ্যাত কবি ফেডেরিকো গারসিয়া লরকাকে রিপাবলিকানরা গুলি করে হত্যা করে। এই সংবাদ পেবলো নিরোদাকে হতাশ ও বিমর্ষ করে তুলে। তখন সেই বিখ্যাত কবিতাটি 'I'm Explaining A Few Things' লিখেছিলেন—

ভাষান্তর:

"এবং তোমরা জিজ্ঞাসা করবে
কেন তার কবিতা কথা বলে না— স্বপ্নের, বৃক্ষ পত্রের
কিংবা তার জাতক ভূমির আগ্নেয়গিরির জীবন্ত উত্তাপে?
এস, দেখে যাও রক্তাক্ত রাস্তা,
এস, দেখে যাও রক্তাক্ত রাস্তা,
রক্ত এখনও শুকোয়নি!"
" ফেডেরিকো, তোমার মনে পড়ে?
আমার ঘুমহীন চোখে প্রচন্ড জ্বালা,
মাদ্রিদ এখন ক্ষত-বিক্ষত আগ্নেয়াস্ত্র ও পাথরের সংঘাতে!
তুমি নিজকে রক্ষা করতে পেরেছিলে কী?
আহত তুমি রাস্তায় দেহের পবিত্র রক্ত-চিহ্ন রেখে গিয়েছ!
রেখে গিয়েছ পর্বতসম প্রতিশোধের বাসনা!"

১৯৪৩ সালে রাষ্ট্রদূত পেবলো নিরোদাকে স্পেন থেকে ফিরিয়ে আনা হলো তার দেশ চিলিতে। ফ্যাসিস্ট চিলি সরকারের বিরুদ্ধে চিলির সাধারণ মানুষের জন্য তিনি জাগরণী কবিতা লিখতে শুরু করলেন—

ভাষান্তর কবির শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'কান্টো জেনারেল' থেকে

In 'The Heights of Machu Picchu'(XII)

যে সকল ক্রীতদাস দিবারাত ঘর্মাক্ত পরিশ্রম করে কোন ইনকা সম্রাটের দূর্গ নগরী(মাচু পিচু)তৈরী করেছিল, চাবুকের আঘাতে ক্লিষ্ট হয়েছিল, মৃত্যুবরণ করেছিল অনেকে এন্ডিস পর্বতের পাথরের নীচে চাপা পড়ে, তাদের স্মরণে, বিশ্বের সব নির্যাতিতের স্মরণে পেবলো নিরোদা রচনা করেছিলেন সুদীর্ঘ কবিতা 'দা হাইটস ওব মাচু পিচু'।

কয়েকটি পংতির ভাষান্তর—

"জাগো, আবার জন্ম নাও আমার সাথে,
ভাই আমার! সব দুঃখ, সব বেদনা থেকে
তোমার কম্পিত হাতটি বাড়িয়ে দাও!
জগদ্দল পাথরের নীচ থেকে তুমি আর ফিরে আসবে না,
তুমি ফিরে আসবে না নিমজ্জিত সময়ের আবহ থেকে,
আর ফিরে আসবে না কখনও তোমার ঐ মুহ্যমান কণ্ঠস্বর!"

ঐ একই শতাব্দিতে একটি পৌর্ণমাসী রাত্রে উজ্বল সন্ধ্যাতারার মতো বাংলার কাব্য-দিগন্তে কবি নজরুলের আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রভূত সঞ্চিত প্রকুপিত অনুভূতি দূর্দম কাল বৈশাখির প্রভঞ্জনের মতো অমিত শক্তি নিয়ে যুবক নজরুলের কাব্যিক হৃদয়কে ধাক্কা দিয়েছিল, এলোমেলো করে দিয়েছিল তাঁর নব যৌবনকে। সৃষ্টি হয়েছিল অগ্নিবীণা। ২৫শে অক্টোবর ১৯২২ সাল, বহ্নিবর্ণে এই দিনটি কাব্যের ইতিহাসের পাতায় সর্বযুগে সর্বকালের নিপীড়িত মানুষের জন্য লিখিত হয়েছিল। কবির ব্যথাতুর হৃদয়ের বীণায় বহ্নিরাগে বেদনবেহাগ বেজেছিল। সব ব্যথা ও সুর বহ্নিময় হয়ে উঠেছিল এই অগ্নিবীণার অগ্নি সুরে। ভারতে ঔপনিবেশিক শোষণ, সাম্রাজ্যবাদ, সংস্কার ও বৈষম্যের প্রতিবাদে বীণার সুরে বেজে উঠেছিল অগ্নীস্ফুলিংগের উত্তাপ। ঐ উত্তাপ ও আবেগ তিনি সাধারন মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তাদেরকে নানাভাবে দিয়েছেন উদ্দীপনা ও আশার আলো। জাগিয়েছেন তাদের অন্তরে অবিচার, অত্যাচার ও কুসংস্কার রুখে দাঁড়াবার অসীম সাহস। অগ্নিবীণা'র প্রতিটি পাতায়, প্রতিটি কবিতায় এর উজ্বল কাব্যিক ভাবধারা বহমান থাকবে চিরকাল।

'অগ্নিবীণা' কাব্যে ধ্বংস ও সৃষ্টির রুদ্র উপমা নিয়ে কবি নজরুলের কবিতাগুলির আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। সৃষ্টি হয়েছিল 'বিদ্রোহী','প্রলয়োল্লাস' 'রক্তাম্বরধারিণী মা' 'ধূমকেতু' ও কামাল পাশা'র মতো কবিতা ।

আবার একই দ্রোহমনের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসেছিল কবির সুললিত সুকমল মনের আবেগ—

"আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী
মহা সিন্ধু উতলা ঘুম ঘুম
ঘুম চুমু দিয়ে ক রি নিখিল বিশ্বে নিঝ্ঝুম
মম বাঁশরীর তানে পাশরি ।
আমি শ্যামের হাতের পাশরি।" ['বিদ্রোহী']

কোরাসের সুরে 'সর্বহারা' কাব্য-গ্রন্থে তাঁর 'কান্ডারী হুশিয়ার' গীতি কবিতাটির অপূর্ব অন্তর্নিহিত ভাবাবেগ সারা বাংলায়, তথা পরাধীন ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

"দূর্গম গিরি কান্তার –মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার"
"ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান?"

প্রতিক্ষিপ্ত হয়েছিল কারার দেয়াল থেকে দেয়ালে কবির অগ্নিবাণী—'কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট..'

['ভাঙার গান' গীতি-গ্রন্থ]

সাম্যের কবি নজরুলের হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছিল তাঁর 'মানুষ' কবিতায়–

"গাহি সাম্যের গান—মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!"
" ভূখারি ফুকারি কয়, ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়!" ['সর্বহারা' কাব্য গ্রন্থ]

'কুলি-মজুর' কবিতায় আর্ত পীড়িতের জন্য কবির হৃদয়ের উদ্বেলিত আবেগ তাঁর অসাধারণ প্রকাশ ভঙ্গিমার মাঝে উন্মোচিত হয়েছে। একটি প্রভাতের নবারুণ যেন বেদনা-আর্ত পীড়িতের রক্তে রঞ্জিত হয়ে উদিত হয়েছে স্বাধীন দেশের আকাশ-দিগন্তে।

"আজ নিখিলের বেদনা-আর্ত পীড়িতের মাখি' খুন
লাল লাল হয়ে উদিছে নবীন প্রভাতের নবারুণ!" ['সর্বহারা' কাব্য গ্রন্থ]

দারিদ্র দিয়েছিল তাঁকে 'খ্রীষ্টের সম্মান, কণ্ঠক মুকুট শোভা!'

আর দিয়েছিল- 'অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস'। ['দারিদ্র', সিন্ধু-হিন্দোল কাব্য গ্রন্থ]

কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রেম, মানবতা, সাম্যবাদ ও একতার দর্শন বিশ্বব্যাপী, সর্বকালের। তাই তিনি বলেছিলেন —"Even though I was born in this country (Bengal), in this society, I don't belong to just this country, this society. I belong to the world."

কবি কাজী জহিরুল ইসলামের 'ভোরের হাওয়া'-বাংলা সাহিত্যের অনন্য সম্পদ

রাশিদা তিথি



বেশ কিছুদিন আগে সংগ্রহ করেছিলাম কবি কাজী জহিরুল ইসলামের কবিতার বই 'ভোরের হাওয়া।' পড়ে শেষ করলাম। অসাধারণ লেগেছে বইটির প্রতিটা কবিতা। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত ১০০টি কবিতা আছে বইটিতে, প্রকাশ করেছে জলধি।

গ্রন্থের শুরুতে কবি মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ওপর একটি দীর্ঘ ভূমিকা-প্রবন্ধ লিখেছেন যা ছন্দ জানতে আগ্রহী পাঠকের জন্য বাড়তি পাওয়া। তিনি উদাহরণসহ সহজ করে ব্যাখ্যা করেছেন মাত্রাবৃত্ত ছন্দ।

কবির কবিতা আমাকে টানে। এই গ্রন্থের কবিতায় কবির ভাবনা পাঠকের অনুভূতির প্রতিটি তন্ত্রী ছুঁয়ে রোদের মতো আলো ছড়ায়। কবিতায় কেবল কাব্য নয় বুদ্ধির দীপ্তি হীরের মতো দ্যুতি ছড়ায়। ছন্দ ও শব্দের জাদুতে নিরর্থক দোল খাওয়া নয় বরং ছন্দের বৃত্তে নিজেকে বেঁধে রেখেও অর্থের সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে কবি দক্ষ। তিনি যেনো ছন্দ ও শব্দের ম্যাজিশিয়ান।

তাঁর কবিতা পড়লে আমার সরল সুন্দরের রূপ দেখার উপলব্ধি হয়। কবিতার চিত্রকল্পের মধ্যে মিশে যাই। চলচ্চিত্রের মতো দেখতে পাই অক্ষরে আঁকা ছবি।

কবির আবেগ-অনুভূতি, উপলব্ধি ও চিন্তার সংক্ষিপ্ত রূপ এবং তা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্পের সাহায্যে আন্দোলিত করে পাঠককে। বিষয়বস্তু ও ছন্দ নিয়ে কবি যেনো বাংলা সাহিত্য জগতকে আলোকসজ্জায় আলোকিত করছেন। প্রেম, দ্রোহকে ছোট গণ্ডিতে বেঁধে না রেখে অনেক উর্ধ্বে নিয়ে তিনি তাঁর ধ্যানমগ্নতায় খুঁজে বের করে এনেছেন জীবন, তারুণ্যের সুন্দর রূপ।

Franz Kafka তারুণ্যের বিষয়ে বলেছেন,

"Youth is happy because it has the ability to see beauty" এ-কথার স্বার্থক রূপ যেন 'ভোরের হাওয়া'।

তারুণ্য তার উদ্দামতায় সাগর পাড়ি দেয়ার মতো দুঃসাহস যেমন রাখে, ঠিক তেমনি হিমালয় পর্বত জয় করার মতো দুঃসাহস রাখে। জল, স্থল, আকাশ, মহাকাশ, পর্বত কোথায় নেই তারুণ্যের ছাপ। যেখানেই চোখ পড়বে তারুণ্যের জয়গান। কবির 'ভোরের হাওয়ায়' সুন্দর প্রচ্ছদে মাত্রাবৃত্তে অক্ষরের উচ্ছ্বাস বন্দি করেছেন মুন্সিয়ানার সাথে। কবির কবিতা বাংলা সাহিত্যে জ্যোতি ছড়াচ্ছে।

কবির 'ভোরের হাওয়ার' দ্বিতীয় কবিতা 'নীরবতা', সেখানে কবি লিখছেন,

"নীরবতার ভেতরে আমি স্বপ্নবীজ বুনি"
"নীরবতার কোলে পুষ্প অচেনা চোখ মেলে"

কালজয়ী হওয়ার মতো শক্তিশালী পঙক্তি। যেখানে প্রাণে ভরপুর নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখছেন কবি।

"স্বর্গচ্যুতি" কবিতায় একজন তরুণ তার প্রেম আর পাপ নিয়ে দ্বন্দের অপূর্ব প্রকাশ করেছেন।

"কার কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকি প্রভু?
যদি শয়তান না দিত ফলের
প্রলুব্ধ দোলা, আমার কি আসা
পৃথিবীতে হত কভু?"

কবির বহিরজগৎ আর অন্তর জগতের টানপোড়েনের মধ্যে চিরায়ত সত্য সবার সম্মুখে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

আর একটি কবিতা "আমাকেই পাবে'-

"যদি অরণ্য আঁধারে জোনাকী দেখো জ্বলে-নেভে
ছুঁয়ে দিও তার মৃদু আলো তুমি আমাকেই ভেবে"

আমরা জানি কবি প্রবাসী, এই কবিতার প্রতিটা চরণে তিনি কীভাবে এই বাংলার রূপে মিশে আছেন তার প্রকাশ পেয়েছে। দূরের প্রেম বেশি কাছে টানে, কবির জন্মভূমি কবিকে তেমনি করে বেঁধে রেখেছে।

কবিতা "অতিকায় কবি'-

'কচি এক কলাপাতায় ফুটেছে হাতের আঙুল কেটে
রচিত শব্দ, নবী ।
অত্যুজ্বল তারকা-বিভাস সবুজ আকাশ ফেটে উঠেছিল ভেসে, ছবি।
গৃহশিক্ষক ইরেজার ঘষে ন- স্থলে দেন এঁটে
অতিকায় সর্বগ্রাসী 'ক'

পৃথিবীর সব আলো শুষে নিয়ে বুঁদ হয়ে বসে আছে একা এক কবি।"

কবিতাটি পড়ে আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ছিলাম, বলতে ইচ্ছে করলো 'কবি তোমাকে প্রণাম।'

কবিতা 'তিন ভাগ' চমৎকার লেগেছে। এ যে পানি নদী পুকুর খাল বিলে তার বিভিন্ন রূপ একেঁছেন। এতো এতো কবিতার কথা আলোচনা করা সম্ভব না, এছাড়া কবিতা বিষয়ে আমার জ্ঞান অপ্রতুল। তবু বলতে ইচ্ছে করছে, রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, "বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ কেমনে দেই তোমায় ফাঁকি?" তেমনি কবি 'ভোরের হাওয়া'-র বিষয়বস্তুতে জগতের আকাশ, বাতাস, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, চাঁদ, উল্কাপিন্ড, তারা, আগুন, মাটি, পানি, বাতাস, পাহাড়-পর্বত ,প্রেম, জন্ম মৃত্যু, দেহ, দৈনন্দি জীবনের বিভিন্ন দৃশ্য-অদৃশ্য ছবি কিছুই বাদ দেননি তার মায়াবী শব্দের স্পর্শ থেকে। কোন কবিতার কথা বলি আমি! কবির জীবন থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা উপলব্ধি শিল্পাঙ্গনে সফল সার্থক ছাপ ফেলে রাখলো 'ভোরের হাওয়া'। আমি নিশ্চিত কবিতার আদি ও জনপ্রিয় প্রকাশ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে কবির এই অনন্য সৃষ্টি পাঠকের কাছে আদৃত হবে।

কবির স্বরবৃত্ত ছন্দে লেখা ১০০টি কবিতা নিয়ে 'শেষ বিকেলের গান' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ আছে। বইটি আমি পড়েছি । গ্রন্থটিতে আছে কবির লেখা একটি দীর্ঘ ভূমিকা যেখানে তিনি স্বরবৃত্ত ছন্দের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বইটির বিষয় 'মৃত্যু'; এই একটি মাত্র বিষয় নিয়ে তাঁর এই অপূর্ব সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্তা মানব সৃষ্টি করে বলেন "মানুষ আমার রহস্য।" এই রহস্যময় মানুষ নিয়েই কথা বলেছেন কবি।

কবি কাজী জহিরুল ইসলাম ৯০টিরও অধিক গ্রন্থের প্রণেতা এবং বাংলা সাহিত্যে ক্রিয়াপদহীন কবিতার প্রবর্তক। কবিতায় বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ থেকে কবি জসীম উদদীন পুরস্কার, নিউইয়র্ক থেকে ড্রিম ফাউন্ডেশন পুরস্কার, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে জেসমিন খান এওয়ার্ড, ভারত থেকে রসমতি সম্মাননা এবং ডালাস থেকে স্বাধীনতা পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। সম্প্রতি কবিতায় বিশ্বশান্তি ও আধ্যাত্মিক চেতনা বিকাশের জন্য লাভ করেছেন শ্রী চিন্ময় সেন্টার কর্তৃক প্রদত্ত আন্তর্জাতিক সম্মাননা "পিস রান টর্চ বিয়ারার এওয়ার্ড।"

তার কবিতা উড়িয়া, সার্বিয়ান, আলবেনিয়ান, ইংরেজি, রুশসহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

কবি কাজী জহুরুল ইসলাম প্রতিনিয়তই নিজেকে নতুন নতুন ধারায় ভাঙছেন, গড়ছেন, সৃষ্টি করে চলেছেন কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ। পাঠকের চিন্তার বিভিন্ন দিক খুলে দিচ্ছেন। কবির কবিতা মূলত কবির স্বভাবসুলভ আচরণেরই বহিঃ প্রকাশ বলে আমার মনে হয়েছে। তাঁর কাব্যে প্রতিয়মান হয় বাস্তব, পরাবাস্তবতার নতুন ধারা, এমনকি কবি পানতুম কবিতা রচনার নিরীক্ষাও করেছেন। এমনি করেই তাঁর দর্শন মানুষের চেতনাকে সমৃদ্ধি করছে। কাজী জহিরুল ইসলাম বিশ্বময় বাঙালিদের কাছে এবং বহুজাতিক মানুষের কাছে কবি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কবি কাজী জহিরুল ইসলাম সমকালীন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কবি। কবির জন্য আমার শুভকামনা রইল।

ধ্রুপদ ভালোবাসা

শেখর ভট্টাচার্য

মেঘালয়ের বুকের পাথর থেকে টুপ-টাপ ঝরে পড়ে
মুক্তোর দানার মতো জল,
সে জলে স্নাত হয়ে জাদুকাটার
হৃদয়ে ভাপ উঠে, ধ্রুপদ সংগীত বাজে,
ঝড় ওঠে,
পাহাড়ি হাওয়ায় নৃত্য করে কোমল মেঘের দল।

নির্জনতা আর স্তব্ধতার ছন্দে, দূর কোন গ্রহ থেকে
কোরাসের ধ্বনি ভেসে আসে,
এলিয়্যাবেথান কোরাস বলে ওঠে,
নীল জল আর আর নীল পাহাড়ের ভালোবাসা,
সমান্তরাল রেখার মতো মুখোমুখি থেকে যাবে,
আকাশে পড়বে ছায়া, থেকে যাবে মুগ্ধতার রেশ,
নক্ষত্র বাগানে যেমন জোছনা কবিতা লেখে
মুগ্ধতায় অপরাজেয় ভালবাসা থেকে যাবে অনিঃশেষ।

তিনজন পাখি

রিজোয়ান মাহমুদ

জলের ওপর ভাসে কোন্ গাঁও
বৃক্ষপাখিরা কাঁদছে হুলুস্থুল
দেখে এ-সব হরহামেশা -
আমি শীর্ণবক্ষে বেঁধেছি ত্রিশূল।

পরানে শিমুল তুলতুলে কান
যতবার যখনই ক্লান্ত হাঁটি
তখনও তোমার পায়ের শব্দ শুনে
অবেলায় নড়ে জলমগ্ন ঘাঁটি।

ফিরতি বেদনা দৌঁড়াই গঞ্জের হাটে
সুগন্ধী বকুল চামেলিরা ভীষণ নীরবে
ব্লেডের ধারালো ঘ্রাণ নিয়ে একতারা ছোটে
শুয়েছিল ছায়া মুখভর্তি আমারই শবে।

হালিশহরের মোড়ে তিনজন পাখি
কুহেলিকা থেকে উড়ে শূন্যের মাজারে
তাদের মরমে উন্মাদনা, মুক্তি রোদনের
জলের বিধুর স্রোত ভাসে কোন দুয়ারে।

সাধুর ধাম

হাশিম কিয়াম

লিবিডোর ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে,
হাইপারসেক্সুয়ালিটির ঘোড়ায়
চেপে সাধুর ধামে এসো না; সবুজ পাতা তুমি, ঝরা
পাতার বেশে উড়ে এসো, পোড়াও নিজেকে যতক্ষণ না
রূপান্তরিত হও আলোর মানুষে, একমুঠ কাঁচা মাটির গন্ধে
মাতোয়ারা হয়ে আপন মনে ছিঁড়ে ফেলবে হীরের শিকল;
বুঝবে পাখির ভাষা... জলের ইশারা... শিশুর দোলনার
বাতাসের সুর... শিখবে কীভাবে কাদা ছেনে বানাতে হয়
একটা কল্মিলতা পৃথিবী যার রাজা নেই... প্রজা নেই..
আছে প্রকৃত স্বাধীন মানুষ...একসুরে বাঁধা আত্মার গানে
নাচরত প্রকৃতি... মহাবিশ্বের নাড়িনক্ষত্র আর সংখ্যার
যাদুকরী কারিকুরি... রক্তের রঙে
রাঙানো তোমার মনকে জিগ্যেস করো কী চায় সে,
আগুনের খিদে নাকি জলের আদর...

পলিমাটির সুঘ্রাণ

শেখ জলিল

করতলে জেগে থাকে পলিমাটির সুঘ্রাণ
কেমনে যাই ভুলে সেই লৌহজঙ্গের তীর
হাজার স্মৃতির ঢেউ এসে নাচে এই বুকে!
আমি তো রয়েছি আজ বেশ নিদারুণ সুখে
এই পরবাসে সুশীতল বরফের দেশে
সব কিছু ভুলে স্বেচ্ছা নির্বাসন ভালোবেসে!

দীর্ঘ ছয় মাস শীতনিদ্রা শেষ হলে পর
প্রজননে সঙ্গীর খোঁজ করে মেরুভল্লুক
আমি উল্লুক ঝুলে থাকি স্মৃতির মগডালে
জনারণ্যে দেখি না চেয়ে বসন্তের উৎসব
পাখি সব করে কলরব শৈশবের ভোরে
বাউরি বাতাস ঘোরে শিমুলতলীর মাঠে!

জীবন স্মৃতিবিভোর মায়া শুধু পিছু টানে
বেঁচে থাকি প্রতিদিন পলিমাটির সুঘ্রাণে!

প্রার্থনা

আবদুল বাতেন

আমাকে উদ্ধার করো, প্লাবিত প্রেম
ঘৃণা ও লজ্জায় লণ্ডভণ্ড হওয়া থেকে
উপেক্ষা ও বিদ্রূপের
বিষদাঁত আত্মায় গেঁথে যাওয়া থেকে
অনুগ্রহে উদ্ধার করো, মানুষের মর্যাদা।

ধর্ষণ- গুম ও খুনের এই খেলাফত
আগুন ও বারুদের বিজয় ঘোষণা
গুঁড়িয়ে দিতে ভয়- ত্রাসের তাণ্ডব
আমার হাতুড়ি পেটা
পেরেক মারা হাত ধরো, পলাতক প্রতিবাদ।

পরাজয় পুঁজে ক্রমশ ডুবে যাওয়া থেকে
রোদন অরণ্যে নীরবে নির্বাসন থেকে
স্বেচ্ছাচারী চাবুক, বেয়নেটের নির্মমতা
সর্বদা সয়ে যাওয়া থেকে
শীর্ণ শরীরে জাগো, প্রতিশ্রুত প্রতিরোধ।

কে না চায়, সুফলা শান্তি- স্বস্তির ঐশ্বর্য?
জ্বলে পুড়ে অঙ্গার হতে হতে, নিঃশব্দে।
সর্বহারার বেদনায় বলি হতে হতে আমার
ঝুম নিঃসঙ্গতাকে
নিষ্পেষিত কর, কবিতার কোলাহল।

রক্তাক্ত উপত্যকা

আব্দুল্লাহ আল মামুন রিটন

এই উপত্যকার রং বদলে গেছে
ধূসর অথচ বর্ণহীন নিস্তব্ধ উপত্যকা
ছাই, ধোঁয়া, লাশ আর বুলেট ছেটানো
রক্তের দাগ অদ্ভুত রঙে কাঁদছে নীরবে।

এই শতাব্দীর হিংস্রতা বদলে দিয়েছে সব
মানুষের লাশের পাশে নিশ্চুপ মানুষেরা
ভুলে গেছে চোখের পানির ঝরনা প্রবাহ
জেগে আছে মৃত মানুষের পাশে ভিন্ন ঢঙে।

তছনছ হয়ে গেছে উপত্যকার বসতিগুলো
জীবন্ত হয়ে উঠেছে হায়েনার রক্তলাল চোখ
থেকে থেকে লাশের পাশে লাশ রেখে গিয়ে
কাঁপিয়ে তুলছে ছোট্ট অথচ ভিত উপত্যকা।

একবার দেখার চেষ্টা করো

স্বপন শর্মা

একবার দেখার চেষ্টা করো...
দেখবে, আমার ভেতর আর নদীর ভেতর
নিরবধি বয়ে চলা নিরবচ্ছিন্ন জল
টলমল করে ছুটে ভাটির টানে নিরন্তর।

বুকের ভেতর কষ্টের নৌকা ভেসে চলে
পায়ে-হাঁটা পথ পিচ্ছিল, ভরসা তখন জলযানে
একের পর এক ঢেউয়ের শেষে
পৌঁছে যাই সেইখানে।

বুকের ভেতর জল থাকা ভালো-
যখন তখন পিপাসা পেলে তৃষ্ণা মেটানো যায়
ভুলেও সে জল চোখে আনতে নেই
কখনো যদি আসে, জলের স্বাদ হয় নোনা!

তখন অতৃপ্ত রসনার কথা
অব্যক্ত মনে বিরবির করি উচ্চারণে
গহীন জলে একটা মাছ হলে কেমন হতো
একবার দেখার চেষ্টা করো...।

তালাকনামা

মান্নান নূর

তালাক মুক্তির সুবিশাল আকাশ,
স্বাধীনচেতায় বয়ে চলা বাহারি মেঘ।
এই উন্মুক্ত বিশাল শূন্যতায় তুমি
খুশিতে ডানা ঝাপটাও-কাতরে কাতরে শুয়ে পড়ো
হাওয়ার বিছানায়-মেঘেরা বালিশ তোমার
কী স্বচ্ছ ধোয়া নির্মল মনের আবেগ
এ-মুক্তিতেও বিষাদ ডাকে। কালো মেঘে
তুমি পরবাসি, উদ্বাস্তু-নিজেকে কি ভাবো?
মেঘদের নিজস্ব কোনো বাড়ি ঘর নেই-
নিজস্বতা নেই, তবে থাকে একআকাশ বিরহ হাহাকার
একসমুদ্র বিধবা বিষাদ!

মৃত্যুবার

সাইদ মুহাম্মাদ ওলিউল্লাহ

ক্যালেন্ডারের পাতায় গোটা বছরের তারিখ ছাপানো।
দাগকাটা দিনগুলো জীবনের কোনো বিশেষ দিন কিংবা
নির্দিষ্ট অবকাশ। কোনোটা লাল, কোনোটা নীল।
শুভ্ররঙা পাতায় হলদে পুরোনো রঙ ধরেছে।
সমাপনীর নীরব সংবাদ দেয়, বিষণ্ন এই ডিসেম্বর।

ঝলসানো চশমা দিয়ে একটা অনিবার্য দিনের সন্ধান করে
যাই রোজ। সপ্তাহের বিরহের কতো দিন আসে, মাস ফুরোয়!
তবুও ডিসেম্বর— এ শহরের অন্যরকম দুঃসংবাদ।
অসহায় চোখে কেবল, বর্ষপঞ্জিকায় অপ্রত্যাশিত মৃত্যুবার খুঁজি।
অজানা এক মৃত্যুবার!

ছলাৎ ছলাৎ প্রেম

পল্লব খন্দকার



প্রচলিতভাবে কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে হুটহাট প্রেমে পড়ে যাবার সুখ বা অসুখ থাকে! এই হঠাৎ প্রেমে পড়ে উথাল পাথাল আবেগে কবিতা গল্প লিখে প্রেম বিরহে ভেসে, একটা হুলুস্থুল কাণ্ড তাদের মনোজগতে খুব স্বাভাবিকভাবে ঘটে থাকে। তাই কবিদের লেখায় কল্পিত নারী বা পুরুষের আসল অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া বেশ দুষ্কর। যেমন জীবনানন্দ দাসের কবিতার প্রখ্যাত বনলতা সেন যে আসলে কে, সেটা হাজার গবেষণা করেও নিশ্চিত হওয়া যায় না। সব গবেষণার ফলাফল হয় অনুমান নির্ভর।
একইভাবে নজরুল বা রবীন্দ্রনাথের গল্প কবিতা বা উপন্যাসে বাস্তবে ঠিক কোন নারীকে উপজীব্য করে লেখা হয়েছে তা পুরোপুরি সনাক্ত করার সুযোগ কম।
আমি নিজেকে দিয়ে বুঝি এই ছলাৎ ছলাৎ প্রেমটা আসলে কি জিনিস! আমি স্কুল জীবনে একই সাথে তিন চারজনের প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে কতো যে কবিতা, ডায়েরি লিখেছি, লিখে হাপুস নয়নে কেঁদেকেটে বহু রাত জেগেছি!
আশ্চর্যজনক হলো সেই প্রেমের অনুভূতিতে কোন খাঁদ নেই! এ ব্যাপারে আমরা দেখি বিশ্ব প্রেমিক নামক দুটি শব্দ বহুল ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু এই ছলাৎ ছলাৎ প্রেমের সাথে বিশ্ব প্রেমিকের তফাৎ হলো বিশ্ব প্রেমিকেরা বাস্তবে প্রেমে পড়েন ও প্রেম নিবেদন করেন বা একই সাথে অনেক নারীর সাথে প্রেমের সম্পর্ক বজিয়ে রাখেন। কিন্তু ছলাৎ ছলাৎ প্রেমিকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের তুমুল প্রেম প্রকাশ্যে আনেন না। নিজের ভিতরেই প্রেমটাকে পুষে রেখে স্বপ্ন বাসর সাজিয়ে পরিপূর্ণ প্রেমের গীতিকাব্য রচনা করেন, এভাবেই কোনো কোনো কবি বা লেখক কিছু অমর রচনা সৃষ্টি করে ফেলেন।
আমার একমাত্র ছাপার অক্ষরে একখানা কবিতা সংকলন আছে "পারমিতার জন্য একশ একটি কবিতা" নামে। মজার ব্যাপার হচ্ছে আমার পরিচিতদের প্রশ্ন কে এই পারমিতা? এই প্রশ্নটি করে অনেকেই আমাকে নতুন নতুন গল্প বা ব্যাখ্যা দাড় করাতে বাধ্য করেন। আমার কাব্য সংকলনটি পড়ে যে কারো মনে হবে এই কবিতাগুলো একজনকে নিয়েই লেখা এবং সেই নারীর প্রেমে আমি দিওয়ানা মজনুর চেয়েও অধিক কাতর হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যেই সবগুলো কবিতা লিখেছি। আমার একেক বন্ধুগোষ্ঠী একেক জনকে নিয়ে আমার কবিতার নায়িকা হিসেবে ভাবেন।
কাব্যগ্রন্থটি নিয়ে বেশ রহস্যময়তার সৃষ্টি করে আমিও বেশ আনন্দবোধ করি, আমার লেখা প্রেমের কবিতাগুলো কবে কিভাবে কাকে নিয়ে লেখা তার উত্তর শুধু আমার কাছেই আছে।
আমার দিক থেকে এই ছলাৎ ছলাৎ প্রেমের ব্যাখ্যা হলো, নিজের ভিতর নারীর বা প্রকৃতির প্রতি নিরবিচ্ছিন্ন প্রেম জাগিয়ে রাখার সীমাহীন অনুপ্রেরণা যা বাঁচিয়ে রাখা চাই। এই কাজটি কখনোই সবার পক্ষে সম্ভব না, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেউ যদি মনোজগতে এই অনুভূতি সংরক্ষণ করতে সক্ষম হন তাহলে তিনি নব্বই বছর বয়সেও যুবক হিসেবে বেঁচে থাকতে পারবেন। আপনার যদি ছলাৎ ছলাৎ প্রেম মজ্জাগত হয় তাহলে ডিপ্রেশন বা হতাশা কোনদিন ছুঁতে পারবে না। সেক্ষেত্রে শুধু নারীর প্রতি প্রেমই নয় সেটা হতে পারে সুন্দর একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য, এমনকি একটি সিনেমার রোমান্টিক দৃশ্য।
আট দশ বছর বয়স থেকেই আমি হরহামেশাই সেই ছলাৎ ছলাৎ প্রেমে পড়ি। এই ধরুন চলতি পথে রাস্তায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাঁর দাঁড়ানোর ভঙ্গিটার প্রেমে পড়ে যাই। জীবনেও সেই মেয়েটির সাথে আর দেখা হবার সুযোগ পাবার কোন সম্ভাবনা নেই জেনেও শুধু দাঁড়ানোর ভঙ্গিটার প্রেমেই হাবুডুবু খেয়ে দেখা গেল, একটা কবিতা বা রচনা প্রসব করে ফেলেছি। আবার একটি সিনেমায় দেখা ভীষণ রোমান্টিক দৃশ্য দেখে সেই রোমান্সের মধ্যে এক মাস বসবাস করি কল্পিত নায়িকা বা সিনেমার সেই নায়িকাকে নিয়ে। যেমন হিন্দি ছবির নায়ক অক্ষয় খান্না আর নায়িকা ঐশ্বরিয়ার তাল সিনেমার কিছু রোমান্টিক দৃশ্যের সাথে আমি দীর্ঘদিন বসবাস করেছি আমার পছন্দের কোন নারী অথবা ঐশ্বরিয়ার সাথেই!
এই ছলাৎ ছলাৎ প্রেমের ক্ষেত্রে সুবিধা হলো, এরজন্য আপনাকে কারো কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। যখন খুশি আপনি প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে আবার অনায়াসেই প্রেম থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারবেন। আমার ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে এক ঘন্টার গভীর হাবুডুবু প্রেম শেষে একটা লেখা বের হয়ে আজীবনের জন্য আর সেই প্রেমের কোন চিহ্ন খুঁজে পাইনি। তারমানে এই নয় যে আমি দীর্ঘতম গভীর প্রেমেও পড়িনি, মজার ব্যাপার হলো সাইড বাই সাইড আপনি ছলাৎ ছলাৎ প্রেম অনায়াসে চালিয়ে যেতে পারবেন। আপনার আশেপাশের ঘনিষ্টজনেরা আপনার আচরণ দেখে বা লেখাগুলো পড়ে এতটুকু সন্দেহ করবে না আপনি অন্য কোথাও প্রেমে মজে আছেন। এই ব্যাপারটা খুবই বিরল তবে সক্ষম। সব সময় নিজের চেহারাটা লুকিয়ে রেখে ছলাৎ ছলাৎ প্রেমে বিলীন হয়ে যেতে পারলে আপনি সত্যিকারের মহাসুখী একজন মানুষ!

ANCHOR TRAVELS

এ্যাংকর ট্রাভেলস

anchortravels.us

929 570 6231

917 300-2450

HAPPY NEW YEAR



বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোনো
দেশে ভ্রমনে এয়ারলাইন্স টিকেটিং
এর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান



A S M MAIYEN UDDIN (PINTU)

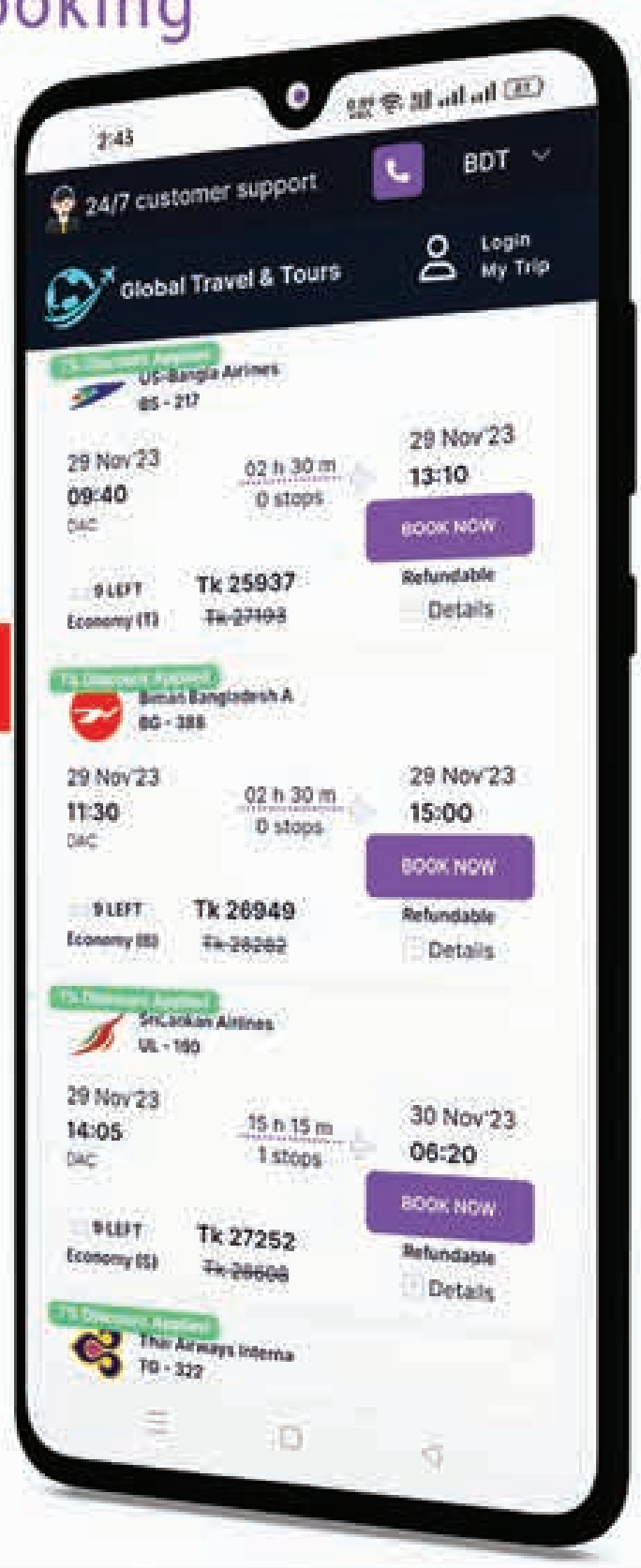
PRESIDENT & CEO

77-04 101 Avenue, Ozone Park, New York 11416

UP TO 10%
Discount
on Flight Booking



Special Fare Available
NEW YORK - DHAKA - NEW YORK



Emirates QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES

Book Online

www.globaltravelbd.com

- All domestic & international flights any country
- No extra charge for credit card
- No hidden charges
- 24/7 customer support

US: 718-406-9745
BD: 01810140650

World Tours & Travel

USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA

Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka- 1000

24/7 Hotline: 718-406-9745

বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্ এর নতুন অফিস উদ্বোধন

বাফেলোয় ভালোবাসার ‘কাচারি ঘর’

3178 Bailey Avenue, Buffalo, NY 14215
banglacdpapbuffalo1st@gmail.com
718 675 0209, 716 787 0909







বঙ্গোপসাগর পাড়ে সন্দ্বীপে আমার জন্ম। স্কুল বয়সে যখন বন্যায় জলোচ্ছাসে মানুষকে ভেসে যেতে দেখেছি, তখন শিখেছি কীভাবে উপদ্রুত মানুষকে আগলে নিতে হয়। বাড়ি, সমাজ বা ধর্মের কোনো বিভেদ সেখানে থাকতো না। সব মানুষ আমরা একাকার একাত্ম হয়ে যেতাম। সেখান থেকেই ভালোবাসা ও আন্তরিকতার অনুশীলন করতে করতে কোটি কোটি মানুষকে নিরাপদ করা ও স্বাধীন বাংলাদেশ জন্ম দেয়ার প্রেরণা পেয়েছি। এই নিউইয়র্কেও যখন সতের বছর আগে আমি প্রথম আমাদের এই কমিউনিটিতে প্রথম হোম কেয়ার শেখাই, তখন সেই বাল্যকালের নদীভাঙ্গা বা বন্যা কবলিত মানুষের পুণর্বাসন সেবার কথা মনে করেছি। তখন মানবসেবার আন্দোলনের মধ্যে যেমন কোনো রাজনীতি খুঁজিনি, পরে হোম কেয়ার সেবার গোড়াপত্তন করতে গিয়েও তার মধ্যে কোনো ব্যবসা খুঁজিনি। মনে করেছি পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে জন্ম নিয়ে মানুষের সেবায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখার চেয়ে বড় কোনো আনন্দ আর নেই।

স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ
গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর
প্রেসিডেন্ট এণ্ড সিইও, বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার
646 769 0966, netlake111@gmail.com

ALEGRA HOME CARE INC. Care With Love is Humanity 888-212-3237
PEOPLE UNITED FOR PROGRESS POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES
Abu Zafar Mahmood Foundation
জয় বাংলাদেশ JOY BANGLADESH MEDIA INC.
JBTV JOY BANGLADESH TELEVISION
CDPAP SERVICES www.banglacdpap.com 888-212-3237 info@banglacdpap.com

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
4 January 2024, Thursday, Issue 355

৪ জানুয়ারি ২০২৪, ২০ পৌষ ১৪৩০, ২২ জমাদিউস সানি ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

কমিউনিটি অপ-এড

শহরের নাইটলাইফ নিরাপদ রাখতে মেয়র অ্যাডামসের উদ্যোগ

এইচ বি রিতা



এরিক অ্যাডামস

প্রচলিত আছে নিউইয়র্ক শহর কখনো ঘুমায় না। এ শহর চব্বিশ ঘন্টা জেগে থাকার শহর এবং আমেরিকার সবচেয়ে নিরাপদ বড় একটি শহর। দুই বছর আগে মেয়র এরিক অ্যাডামস্ যখন অফিসে আসেন, তখন অ্যাডামস্ প্রসাশনের একটি মিশন ছিল, জননিরাপত্তা রক্ষা করা সহ শহরের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং শহরটিকে কঠোর পরিশ্রমী নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য আরও উপযুক্ত করে তোলা। অ্যাডামস্ প্রসাশন সে মিশনেই কাজ করে যাচ্ছে। নাইটক্লাব, রেস্তোঁরা, মিউজিক হল এবং লাইভ পারফরম্যান্স ব্যবসার প্রতিটি অংশ রয়েছে শহরে যা চারপাশের লোকেদের জন্য চাকরি প্রদান করছে। তবে অ্যাডামস্ বলেন, "পাঁচটি

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

শপথ নিলেন কাউন্সিলওম্যান অ্যাট লার্জ ডঃ নিনা আহমেদ

পেনসিলভেনিয়া

প্রথমবারের মতো এখানকার সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে একজন মুসলিম নারী জয়ী হলেন।

আরিফ ইসলাম



পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের ফিলাডেলফিয়া সিটির যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কংগ্রেস অধিবেশন এবং প্রথম রাজধানী হওয়ার গৌরব রয়েছে ফিলাডেলফিয়া সিটির। এ সিটির ইতিহাসে প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এবং প্রথম একজন নারী মুসলমান কাউন্সিল অ্যাট লার্জ হিসেবে শপথ নিয়েছেন ডঃ নিনা আহমেদ। মন্গলবার পবিত্র কোরআন ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ করেন তিনি। গত ৭ নভেম্বরের নির্বাচনে সিটি কাউন্সিল অ্যাট লার্জ পদে ডেমক্র্যাটিক পার্টি থেকে নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিলেন ডঃ নিনা আহমেদ।

ফিলাডেলফিয়া সিটিতে প্রায় ১৫ লাখের কিছু বেশী লোক বাস করেন। এর মধ্য প্রায় ২ লাখের কাছাকাছি মুসলমান লোক বাস করেন। তারপরও এর আগে এখান থেকে সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ২

সে বা



স্নেহ কুঞ্জে শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

ডাক্তার নাসরিন রুপার-স্নেহ কুঞ্জ

কর্ণেল মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, বীরপ্রতীক (অবঃ)

"এসো সবাই মিলে ভালো থাকি"স্লোগানের এক অনুষ্ঠানে বিজয় মাসের শেষ প্রান্তে সুযোগ হয়েছিল উপস্থিত থাকার। একজন খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বিভিন্ন সময়ে অনেকগুলি অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে এই বিজয় মাসে। কিন্তু "স্নেহ কুঞ্জের" উদ্বোধন অনুষ্ঠান ছিল এক বিরল অভিজ্ঞতা। অনুষ্ঠানের আয়োজন অতি সাধারণ ব্যবস্থাপনা আমাকে অভিভূত করেছে। অন্যান্য স্থানে যেমন উদ্বোধন অনুষ্ঠান জাকজমক হয় এই অনুষ্ঠানের বেলায় তা ছিল ব্যতিক্রমধর্মী এবং সহজ সরল চিন্তা ভাবনার প্রতিফলন।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

একজন ভালো সন্তানই ভালো স্বামী পারে পারে: দিলতাজ

টক অব দ্য উইক

সোহানা নাজনীন

"আমি কোনো মনোবিজ্ঞানী নই তবে নিজ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সন্তান জন্মের পর সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে বা মাস খানেক পরেও মায়েদের মনে একটা বিষণ্ণতা শুরু হতে পারে। এটা খুবই স্বাভাবিক, যাকে বেবি ব্লুজ বলেন বিশেষজ্ঞরা। পরিবারে সাপোর্ট না পেলে সেটাই এক সময় প্রসবোত্তর ডিপ্রেশনে চলে যায়। দেখা যায় যে, কেউ যখন গর্ভবতী হয় তখন তাকে পরিবার থেকে ভালো খাদ্যাভাসের পরামর্শ দেয়া হয় কিন্তু এই ডিপ্রেশন নিয়ে কেউ ধারণা দেন না, মূলত এ নিয়ে আমরা এখনো অনেকেই সচেতন নই। যার ফলে সমাজে এ বিষয়টা এখনো অবহেলিত।"- নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে কথাগুলো বলছিলেন সোহানা নাজনীন।

২১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাপ্তাহিক সম্প্রচার "টক অফ উইক" এ অতিথি হয়ে এসেছিলেন লেখক সোহানা নাজনীন এবং

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

‘২০১৪ সালে অটোপাস, ২০১৮ সালে এসে রাতে কাজ সেরে দিয়েছি’

চট্টগ্রামে আ.লীগ নেতা

ঢাকা অফিস

২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে এবার বিতর্কিত বক্তব্য রাখলেন চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি খোরশেদ আলম চৌধুরী। স্বতন্ত্র প্রার্থী এমএ মোতালেবের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় নেমে তিনি বলেন, ‘একবার ২০১৪ সালে অটোপাস হয়েছি। এরপর ২০১৮ সালে এসে রাতে কাজ সেরে দিয়েছি।’

গত ২২শে ডিসেম্বর লোহাগাড়ায় উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

২০১৪ আর ১৮-তে কামডা আমরাই কইরা দিছিলাম

পথসভায় জাহাঙ্গীর

এক নির্বাচনী সভায় মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে গাজীপুরের সাবেক এই এ কথা বলেন।

গাজীপুর প্রতিনিধি



জাহাঙ্গীর আলম

২০২৩-২৪ সালে এসে ভোট চুরি করা সম্ভব না বলে জানিয়েছেন গাজীপুর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম। গাজীপুর-১ আসনের নৌকার প্রার্থী ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হকের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, ‘এইবার বুইঝা শুইনাই নামছি। বুইঝা শুইনাই নামছি চোর ক্যামনে আটকাইতে হয়। ২০১৪, ১৮-তে কামডা আমরাই কইরা দিছিলাম। এইবার ক্যামনে আটকাইতে হয় হেইডা আমরা জানি। হ্যারা কী করতে চাইতেছে সব জানি। এডা দেখবেন, ৭ তারিখে (৭ জানুয়ারি) প্রমাণ কইরা দিমু।’

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার বান্নারা এলাকায় গত শনিবার গাজীপুর-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী রেজাউল করিম রাসেলের সমর্থনে নির্বাচনী পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাহাঙ্গীর এসব কথা বলেন।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রীর কথা উল্লেখ করে জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর কাছে কইছেন, এইবার একটু স্বতন্ত্রটা ঘুরাইয়া দেন। প্রধানমন্ত্রী কইছে, আমি ১৫ বছর দেখছি। আমি ১৫ বছর দেখছি মানুষকে কী সার্ভিসটা দিছেন, সেই পরীক্ষাটা জনগণকে দিয়ে আসেন। পরে গেছে পার্টির সাধারণ সম্পাদকের ওইনো। গিয়া কইছে স্বতন্ত্ররে আর জাহাঙ্গীররে একটু থামায়া দেন। হ্যারে কইছে, আপনি

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

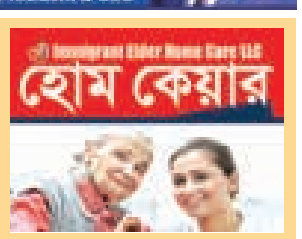












বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়











সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল**: **নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com